বামাগণের পীড়া

বা

চিকিৎসা।

হানিমান জার হেল লেডহাম গন্সি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ

হোমিওপেথিক ডাক্তারদিগের গ্রন্থ হইতে

সঙ্কলিত।

কলিকাতা;

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির প্রেস।

২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট।

১৮৭৮ সাল।

ভূমিকা।

দীর্ঘ দর্শী, বহু শাস্ত্রজ্ঞ অগাধ বুদ্ধিশালী সত্য প্রিয় ঈশ্বর পরায়ণ হানিমান এবং সুশিক্ষিত ও বহুশ্রমী জার এবং হেল ও বর্ট সাহেব লিখিত হোমিয়পাথিক ভৈষজ্যাবলী এবং গর্ন্সি, লেহডাম, পুল্টি লারি, পিটর্স প্রভৃতির স্ত্রী চিকিৎসা ও অপরাপর গ্রন্থ হইতে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় পুস্তক আর না থাকায় আমরা প্রবন্ধ বাহুল্য রূপে লিখিয়াছি। চিকিৎসকের সুবিধার জন্য বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নে ইহার (Repertory) বা নির্ঘণ্ট পত্র প্রস্তুত করা গিয়াছে। মনোযোগ পূর্ব্বক উহা পাঠ এবং রীতিমত ব্যবহার করিতে পারিলে পাঠক অধিকাংশ সময়ে অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধ হইবেন। রোগার মুখে তাহার রোগের সমুদয় ইতিহাস ও তৎকালিক সমস্ত যাতনা বিষয় শুনিয়া তাহা লিপিবদ্ধ এবং আপনি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন দ্বারা পীড়ার অবস্থা বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত হইয়া এক একটী উপসর্গের নির্ঘণ্ট পত্র লিখিত সমস্ত ঔষধ গুলি লিখিয়া যে ভৈষজ্যটী অধিকাংশ লক্ষণ সহ মিলে তাহা ব্যবহার করিলে অবশ্যই আরোগ্য প্রদান করিতে সক্ষম হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

সাংক্রামিক রোগ ভিন্ন পৃথক পৃথক ব্যক্তির পীড়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যাধি বলিয়া মহোদয় হানিমান গণ্য করিতেন এবং কাজে কাজেই সকলেরই ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন এবং এক একটী মাত্র ও তাহা প্রয়োগে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ। রোগ ও ভৈষজ্যের লক্ষণ সমগ্র সৌসাদৃশ্য হইলেই সেই তাহার উপযুক্ত ঔষধ। কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে ঔষধ বিশেষের, বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের উপর কার্য্য এবং ঐ যন্ত্রের উপসর্গে তাহার অধিক সময় ব্যবহার হয়। দ্রব্য গুণের তারতম্যানুসারে (;) চিহ্ন দিয়া নির্ঘণ্ট পত্রে লেখা হইয়াছে। যথা—১০৬ পৃষ্ঠায় রজঃবন্দ হইয়া হাগানি পক্ষে আকন, আর্স অধিক সময় ব্যবহার হয়

বলিয়া উহাদিগকে সর্ব্ব প্রথম ; বেল, কুপ্রম, তদপেক্ষা অল্প এবং ফেরম, নক্স তৃতীয় শ্রেণীতে গণ্য, কিন্তু রোগীর অপরাপর লক্ষণ সহ নক্সের অধিক সৌসাদৃশ্য থাকিলে সেই উহার ঔষধ এবং তাহা দেওয়া বিধি।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া জীবমাত্র বিশেষ মনুষ্যকে প্রেম কর যে নরের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ইহা সাধারণের সংস্কার। স্বার্থপরতা বশতঃ আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝি নাই। যতই জ্ঞানের চর্চ্চা ও আধিক্য এবং সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে ততই স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে অন্যের দুঃখে আপন দুঃখ এবং অন্যের সুখে আপন সুখ। প্রতি বাসীরা কষ্ট পেলে আমার কোন না কোন মতে ক্লেশ পেতে হয়। ইহা স্বভাবের নিয়ম এবং অলঙ্ঘনীয় এবং এই নিমিত্ত পরোপকার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া সকল দেশীয় মহাজনেরা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা মহা বিশ্ব বিরাট মূর্ত্তির অংশ এবং জ্ঞানরূপ অপ্রমেয় অনন্ত মহাত্মারূপ আনন্দময়ের কণা স্বরূপ, আমাদিগের সকলের সংমিলনে লয় এবং তাহাতেই অব্যক্ত সুখ এবং তাহা অভাবে সবই বেতাল বেলয় গোলমাল ও দুঃখ। পাঠকগণ মধ্যে যে কেহ সৌখিন বা অর্থ গ্রাহি চিকিৎসক তাহাদিগের প্রতি এই নিবেদন যে দুঃখিদিগের রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে যেন কোন ক্রমে ঔদাস্য প্রকাশ না করেন, ধনীর অনেক উপায় আছে দরিদ্রের এক মাত্র বন্ধু ভগবান্ এবং যদি তুমি পার উহার আনুকূল্য করিয়া আপনার জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন কর।

হোমিওপেথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে অন্য অন্য রোগের বিশেষ ত্বরে চিকিৎসা এক প্রকার প্রস্তুত আছে। উপস্থিত পুস্তক সাধারণে গ্রাহ্য যোগ্য বোধ করিলে অপর গুলি মুদ্রাঙ্কনে শীঘ্র শীঘ্র প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে।

বারাসত।
আশ্বিন, ১২৮৫ সাল।

ERRATA.

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	
৪	১০	একাদশে পৌত্র বা দৌহিত্র।	
১০	৮	Chlorasis	Chlorosis
১৪	২৭	জেল্‌স্, "ঋতু বন্ধু-সহ অঙ্গ খেচুনি প্রতি সন্ধ্যায়"	
১৬	১৩	বোডেডেনড্রন	রোডডেনড্রন
২৪	৩	Perinaum	Perineum
২৪	১৯	ফলিন সোনিয়া	কলিনসোনিয়া
৩৩	৩	কিন্তত প্রকার	কিম্ভূত প্রকার
৩৪	১৫	সিসিলা	সিলিসা
৩৫	২৩	সেলিসিও-আ	সেনিসিও-আ
৪০	১৮	শেণিত	শোণিত
৪১	১৪	আকল	আকন
৪৭	১৭	পাডা	পড়া
৪৯	৮	আগাকরিযস	আগারিকস
৫১	৬	স্ফর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি
৫৪	১৮	র‍্যথা	ব্যথা
১৬	১৩	বলিকার	বালিকার
৫৮	১৮	লোলিযম	লিলিয়স
৬২	৭	বন্দের	বন্দের
৭২	৬	টঙ্ক	টক
৭৫	১৮	আস	আর্স
৮৫	৬	চেলিডন মে	চেলিডন-মে
৮৫	৭	মুস্কম	মস্কস

৯৫	২৩	ফস
৯৫	২৩	আসক্লে
৯৫	২৬	পলস
৯৫	২৭	সল্‌ফর
৯৭	১১	লাইক
৯৭	২৫	জান্থ্‌
৯৮	১৭	আইরিস-ভা
১০১	২৪	পল্‌স
১০২	৭	ফেরম
১০৪	১২	পল্‌সন
১৯৬	৮	ফকু,
১০৬	১০	গ্রাফাইট
১০৮	৮	ফস
১১৫	২	সিমিসি
১১৪	৮	মার্ক
১১৬	৪	আলুমি
১১৭	২০	আম্ব্রা

এই সকল শব্দের পর (,) বা ( ) চিহ্ন অথবা বিনা চিহ্ন স্থানে (;) সেমিকোলন চিহ্ন হইবে।

৯২	৪	সেনেসিও
৯৭	২৭	সাইক্লেমেন

ইহাদিগের পৃথকের পর (।) হইবেক।

বামাগণের পীড়া

বা

স্ত্রী চিকিৎসা।

শৈশবকালে সামান্য অবয়ব-গত বৈলক্ষণ্য ভিন্ন বালক বালিকাদিগের সকল বিষয়ের সৌসাদৃশ্য একরূপ দেখা যায়। আহার বিহার, শিক্ষা, রোগ, চিকিৎসা সম্বন্ধে উভয়ই এক প্রকার নিয়মাধীন, কিছুমাত্র ইতর বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু রজস্বলা হইলেই কন্যাগণ এক অভিনব ভাব ধারণ করে। তৎকাল হইতে তাহাদিগের আকার, স্বর ও মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এক কালে বাল্য স্বভাব অন্তর্হিত হইয়া যায়, আর ধুলা খেলা ভাল লাগে না এবং লজ্জার আবির্ভাব হওয়াতে তাহাদিগের রূপাকৃতি লাবণ্যময়ী হইয়া উঠে; অতঃপর ইহারা পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইয়া সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয়। আমরা এই পুস্তকে স্ত্রীদিগের ঋতু, গর্ভ, জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় পীড়ার বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শরীর রক্ষা ও বৃদ্ধি এবং আপন স্বরূপ উৎপাদন করা জীব মাত্রেরই উদ্দেশ্য। আর উহা সম্পাদনেই তাহাদিগের সুখ; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের

সকল বিষয়ই নিয়মাধীন এবং নিয়ম অতিক্রমেই দুঃখ। সৃষ্টি কর্ত্তার বিধি উল্লঙ্ঘন জন্য আমরা পদে পদে রোগ শোকাদি নিবন্ধন বিবিধ কষ্ট পাই। সত্য বটে স্বাস্থ্য রক্ষার শাস্ত্র এখনও অসম্পূর্ণ; কিন্তু যত-দূর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সাধারণ গোচর ও প্রতিপালিত হইলে মানবের কতই যন্ত্রণার লাঘব ও স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; কিন্তু জনন-যন্ত্র সমূহ ও উহাদিগের কার্য্য সাধারণের বা গৃহস্থগণের পাঠ্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ভাবিয়া আমরা তাহা বর্ণনে ক্ষান্ত রহিলাম। যাঁহারা এবিষয় জানিতে সমুৎ-সুক, তাঁহারা সচিত্র-গ্রন্থ বা কোন ইংরাজি পুস্তক পাঠ করিলে অসন্দিগ্ধ ফল লাভ করিতে পারেন। জননেন্দ্রিয় ঘটিত যে কয়েকটী শব্দ এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে লিখিত হইল।

দুই টেক ও নাভির নিম্ন দেশের নাম বস্তি। এই প্রদেশের অভ্যন্তরে উত্থান অর্থাৎ উল্টান ঘটাকৃতি একটী যন্ত্র আছে তাহাকে (Uterus) জরায়ু বা জঠর কহে, ইহাই ভ্রূণের বাসস্থান। জরায়ুর দুই পার্শ্বে বাদামের আকৃতি দুইটী কোষ-নালাদ্বারা জরায়ু-সহ সম্মিলিত আছে, উহাদিগকে ডিম্বকোষ (Ovaries) বলে। জরায়ুর মস্তক বা ঊর্দ্ধদেশের দুই পার্শ্ব হইতে অন্ত্রে-ঝালর বিশিষ্ট দুইটী শূন্য-গর্ভনল বা চুঙ্গি বহির্গত হইয়াছে, ইহাদিগকে ফালওপিয়ন চুঙ্গি বা নালা কহে। ডিম্বকোষ হইতে পরিপক্ক ডিম্ব বা বীজ জরায়ুতে লইয়া যাওয়া ইহাদিগের কার্য্য। (Vagina) বা গুহ্যদ্বার জরায়ুর গ্রীবাকে গিলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রী অঙ্গের বহির ভাগকে (Pudendum) বা গুহ্যদেশ কহা হয়।

সকল সময়েই বামাগণের ডিম্বকোষ মধ্যে বীজ বা ডিম্ব থাকে। বালিকাবস্থায় শরীরের পুষ্টি ও বল নিতান্ত আবশ্যক, এবং তৎকালে ডিম্ব সকল নিস্তেজ থাকে; পরে যথা কালে উহাদিগের আকার বৃদ্ধি ও পরিপক্ক হইয়া স্বীয় কোষ বিদীর্ণ হইয়া বহির্গত হয়। ঐ সময়ে ফালোপিয়ন চুঙ্গির মুখ তথায় সন্নিবেশিত হইয়া এ ডিম্বকে গ্রহণ করিয়া

জরায়ুতে আনিয়া নিক্ষেপ করে। তদুপলক্ষে জরায়ু উত্তেজিত ও তথায় অধিক রক্তের সমাগম হয় এবং গুহ্যদ্বারের ক্লেদ ও শ্লেষ্মার সহিত যাহা বাহির হয়, ইহাকেই ঋতু হওয়া বলে।

সচরাচর ১২ হইতে ১৯ বৎসরে কন্যাগণ রজস্বলা হয়। বহুকাল হইতে আমাদিগের দেশে বাল্য পরিণয় প্রথা প্রচলিত আছে; তজ্জন্য কখন কখন হিন্দু বালাকে ৯। ১০ বৎসরে ঋতুমতী হইতে দেখা যায়। কেবল দেশ গরম বলিয়া যে এরূপ হয় এ কথা কাজের নয়, কারণ এখানকার ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী কুমারীগণের প্রায় ১৫। ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে ঋতু প্রকাশ পায় না।

সামান্যতঃ রজঃ ২। ৩ হইতে ৫। ৬ দিন ক্ষরিয়া থাকে এবং ২৮ দিন পরে পুনর্ব্বার দেখা দেয়। ইহার আকার তরল, গন্ধহীন বা ঈষৎ গন্ধযুক্ত এবং শোণিতের ন্যায়; কিন্তু বাতাস লাগিলে জমাট হয় না। ধাতু বিশেষে দেড় ছটাক হইতে এক পোয়া রজঃ (কয়েক দিবসে) নির্গত হয়। এমন কি কখন কখন রক্তাধিক্য বলিষ্ঠের কম এবং দুর্ব্বলকায় কৃশাঙ্গীর অধিক ক্ষরিয়া থাকে। স্বভাবতঃ ৩০। ৩২ বৎসর নিয়মিত রূপে এইরূপ ঋতু হয়; কেবল অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ও প্রসবের পর কতক মাস প্রায়ই বন্দ থাকে।

ঋতু কালে শরীর শিথিল ও অকর্ম্মণ্য হয়, যেন কাঁচা হয়ে পড়ে; তৎকালে অধিক কায়িক বা মানসিক শ্রম করা অথবা রাগ ভয়াদির বশবর্ত্তী হওয়া অসঙ্গত ও অবিধেয়। এদেশীয়া বহুদর্শিনী প্রাচীনারা এ সম্বন্ধে যে সকল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা প্রতিপালন করা নিতান্তআবশ্যক। ঐ সময়ে স্নান রন্ধনাদি কার্য্য করা গর্হিত। স্বতন্ত্র শয়ন বিহিত। একালে স্বামী সহবাস করিলে কখন রজঃ প্রচুর পরিমাণে দীর্ঘকাল ক্ষরে, কখন বা উহা এক কালে বন্দ হইয়া জ্বর বিকার প্রলাপ বায়ুরোগ এবং ক্বচিৎ স্পন্দন বা সংজ্ঞা রহিত হইয়া থাকে।

ঋতুমতী হইলেই কন্যা, সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয় বটে; কিন্তু তাহা

বলিয়া তৎপূর্ব্বেই তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। চারা গাছ নিস্তেজ হয় বলিয়া মালিরা তাহার নব মুকুল ভাঙ্গিয়া দেয়। সবল বৎস উৎপাদন উদ্দেশে পশু-পালকগণ তরুণাবস্থায় পশুকে গর্ভবতী হইতে দেয় না। তদনুসারেই যে বাল্য বিবাহ গর্হিত কার্য্য এরূপ নহে। বস্তুতঃ যে সমস্ত বালিকারা অন্য দ্বারা লালিত পালিত হয়, তাহারা নিজে কি প্রকারে অপত্য প্রতিপালন করিতে পারে? এতদ্ভিন্ন অনেকে বুঝিয়াছেন যে, স্ত্রী জাতির জ্ঞানের উন্নতি না হইলে জাতীয়-শ্রীবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব; একারণ তাঁহারা কন্যাকে পুত্রবৎ শিক্ষা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ৯ম বৎসরে কন্যার বিবাহ, একাদশে পৌত্র দর্শনের আশা করিলে জাতিগত উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা।

অবলাগণের বিবাহের প্রশস্তকাল ১৮ এবং পুরুষদিগের ২৪ বৎসর। ঐ সময়ে উভয়ের শরীর ও মনের ভাব সমস্ত বিকশিত হওয়ায় সন্তানে তাহা পর্য্যবসিত হয়।

৪০ হইতে ৫০ বৎসরে সচরাচর ঋতু বন্দ হইয়া থাকে। যাহাদিগের বিলম্বে রজঃ প্রকাশ পায় তাহাদিগের প্রায়ই দীর্ঘকালে বন্দ হয়। দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্ব অধিক প্রজ্জ্বলিত হওয়ার ন্যায় কোন কোন স্ত্রীলোকের ঐ কালে জরায়ু ও ডিম্বকোষের কার্য্যের তীক্ষ্ণতা ও প্রবলতা দেখা যায়। কেহ কেহ চির বা দীর্ঘকাল বন্ধ্যা থাকিয়া ঐ সময়ে গর্ভবতীও হইয়া থাকে।

ঋতু এক কালে বন্দ হয় না। এককালে রহিত হইবার পূর্ব্বে কখন কখন পক্ষান্তরে কয়েকবার দেখা দিয়া কয়েক মাস বন্দ থাকে, পরে পুনঃ প্রকাশিত হয় এবং দীর্ঘ বা অধিককাল স্থায়ী হইয়া,প্রচুর বা অল্প শোণিত স্রাব হয়, আর কখনও বা গর্ভের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া, পশ্চাৎ ভুয়া হওয়া ও অপর নানা উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। বামাগণের পক্ষে ঋতু প্রকাশ ও বন্দ হওয়া, বিশেষতঃ শেষটী, জীবনের সন্ধি কাল বলা যায়। ক্ষীণ ও বহুকালের বায়ুগ্রস্ত নারীগণ হয়ত ঐ উপলক্ষে নিরাময় হইয়া উঠে।

আবার যাহাদিগের ধাতু বিকৃত ও স্বল্প পীড়া আছে, ঐ সময়ে তাহাদের রোগের আধিক্য বা অভিনব ব্যাধি উপস্থিত হয়। জরায়ু, স্তন, ফুস্‌ফুস, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রের পীড়া, উদরী, পক্ষাঘাত, বাত, অর্শ, মৃগী, বায়ুরোগ এই সময়ে দেখা দেয়।

সন্তান উৎপাদনশক্তি শিথিল বা রহিত হইয়া প্রাণীগণের মধ্যে কেবল মনুষ্য অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে। তৎকালে ঈশ্বরের স্বরূপ ও সৃষ্টির অনন্ত কৌশল চিন্তা এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে মনোনিবেশ করাই স্বভাবের অনুমোদিত ও তাহা প্রতিপালন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরাকালে ঋষিরা একাকী বা সস্ত্রীক হইয়া সংসারের ভার পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বর উপাসনায় জীবনের শেষ ভাগ সুখে কাটাইতেন; কিন্তু তজ্জন্য বন গমন নিতান্ত আবশ্যক নহে। স্থির প্রতিজ্ঞা থাকিলে লোকালয়ে থাকিয়াও নিশ্চিন্ত ভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারা যায়।

AMENORRHEA.

ঋতু অপ্রকাশ অথবা বন্দ হওয়া।

এই ব্যাধিকে শ্রেণীত্রয়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—১ম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও এককালে ঋতু না হওয়া। ২য়, ঋতু যথা সময়ে জরায়ুতে সঞ্চয় হয়; কিন্তু নির্গত হয় না। ৩য়, স্বভাবতঃ রজঃ নিয়মিত কালে ক্ষরিয়া থাকে; কিন্তু কারণ বিশেষে উহা বন্দ হয়।

প্রথম হইতেই অথবা রজস্বলা হওয়ার পূর্ব্বে দৈবাধীন বা পীড়া বশতঃ ডিম্বকোষ নষ্ট বা কার্য্যে অক্ষম হইলে বালিকার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও স্তনযুগল অপ্রকাশিত থাকে, গোঁফের রেখা দেয়, পুরুষের ন্যায় মরদানা স্বর হয় এবং এককালে ঋতু দেখা দেয় না। এ রোগের ঔষধ নাই। কখন বা এরূপ হয় যে, তাহাতে কোন পীড়া বা কষ্ট থাকে না এবং স্বামী সহবাসে গর্ভ ও যথাকালে সন্তান উৎপাদন হইয়া থাকে অথচ

কখন ঋতু হইতে দেখা যায় না। ইহাতে ঔষধ প্রয়োগ অনাবশ্যক। নব যুবতীর ১৪।১৫ বৎসরে ঋতু না হইলেও বিশেষ উদ্বিগ্নের বিষয় নাই। কোন অসুখ না থাকিলে ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজনাভাব। উত্তম আহার, পরিষ্কার পরিচ্ছদ, প্রাত্যহিক স্নান বা গাত্র মার্জ্জন, বিশুদ্ধ বায়ু পরিচালিত গৃহে বাস, পরিমিত ব্যায়াম, অনধিক শ্রম ও সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্ত থাকা, প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় অবলম্বন করিলে অনতিদীর্ঘকার মধ্যে রজঃ প্রকাশের সম্ভাবনা। বংশ বিশেষে ১৮।২০ বৎসরেও ঋতু দেখা দেয়। সে বংশে তৎপূর্ব্বে রজোদর্শন প্রত্যাশা অন্যায়; কিন্তু ধাতু বিকৃতি বা রোগ নিবন্ধন উহা অপ্রকাশ থাকিলে, তাৎকালিক লক্ষণানুযায়িক চৈকিৎস্য ব্যবহার বিধি। শরীর বিশেষে জননেন্দ্রিয়ের অধিক তেজ বা ক্ষীণতা জন্য ঋতু অপ্রকাশিত থাকে। শোণিত প্রাধান্য ধাতু ও হৃষ্টপুষ্টদিগের রোগ তীব্রতর, কষ্টদায়ক ও স্থানীয় প্রদাহের ন্যায় লক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়। কৃশাঙ্গী ও দুর্ব্বলদিগের ঠিক উহার বিপরীত লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহাদিগের পীড়া নেটযেটে ও পুরাতনের ন্যায় অতীব্র। প্রথম পক্ষে অনুগ্র পথ্য, পা গরম রাখা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং শেষোক্ত পক্ষে পুষ্টিকর আহার ও অল্প অল্প ব্যায়াম বিধি।

পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার রোগীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারে মাসে মাসে রজঃ ক্ষরণ নিয়মিতরূপে না হইয়া, তৎকালে গাত্র শীড় শীড় করণ বা কাঁপুনী, পীঠ ও কোমর ব্যথা, পেট ভার, উরুদ্বয় কামড়ান, গা মাটিমাটি

---

* ঋতু এককালে না হইয়া গর্ভ হওয়া, প্রসবের পর রজঃ প্রকাশ না হইয়া পুনঃ আন্তঃসত্বা হওয়া, রজঃ ক্ষরণ কালীন অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিল্লী নিঃসরণ হওয়া, এইসমস্ত অনুধাবন করিয়া ডাংসিগি সমগু ঋতুসময়ে যে অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সঙ্গত বোধ হয়। তিনি কহেন যে ডিম্বকোষ হইতে পরিপক্ক হইয়া ডিম্ব নির্গত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে জরায়ুতে উহার গ্রহণোপযোগী একটী ঝিল্লী হয়। জরায়ুতে ঐ ডিম্ব পতনেরপর স্বামী সহবাস হইলে গর্ভ হয় এবং যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত ঝিল্লী বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ডিম্বকে আবর্ত্তন করিয়া রাখে; আর ঋতু হয় না। কিন্তু তদভাবে ডিম্ব শূন্যগর্ভ অর্থাৎ ভুয়া হয়। পূর্ব্ব ঝিল্লী আর কাজে লাগে না এবং তাহাই ক্লেদ ও শোণিত সহ পতিত হয়, তাহার নামই ঋতু। ইহাকে গর্ভস্রাব না বলিয়া ডিম্বস্রাব কহা যাইতে পারে।

এবং কখন কখন না টুটি ব্যথা, এইরূপ ঘণ্টাকতক অথবা এক বা দুই দিন থাকিয়া, সারিয়া যায়, এবং পুনর্ব্বার যথাকালে দেখা দেয়। কাহারও ঋতু পরিবর্ত্তে তৎকালে প্রদর উপস্থিত হয়। ব্যাধি দীর্ঘকালের হইলে কাহার কাহার মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত শিরঃপীড়া, আলোক ও শব্দ অসহ্য, মাথাভার ও দপদপানি, পার্শ্বদেশে ব্যথা, অজীর্ণ; ক্রমে ধাতু বিশেষে, সদা গাত্র শীতশীত বা মধ্যে মধ্যে জ্বর, শ্বাস খর্ব্বতা, বিবর্ণ ও হীনবল হইতে থাকে, অবশেষে ক্ষয়াদি রোগ এবং কাহারও বা বায়ু রোগ, পাণ্ডু (Chlorosis), নাক, মুখ, মলাশয় হইতে রক্তস্রাব, মৃগী বা সাংঘাতিক মস্তিষ্ক পীড়া হইয়া পড়ে।

কাহারও ঋতু না হইয়া তৎকালে বা অন্য সময়ে নাসিকা, ফুস্‌ফুস্, পাকাশয়, অন্ত্র, মলদ্বার, চক্ষু, কর্ণ, নাড়ি, মূত্রস্থলী, স্তনের বোঁটা, অন্ধুলীর অগ্রভাগ, কক্ষদেশ, গাইট, লোমকূপ, বা পুরাতন কোন ক্ষত থাকিলে তাহা দিয়া রক্ত বা রজঃস্রাব হয়। এরূপ ব্যাধিতে বিশেষ কোন আশঙ্কা নাই।

কাহারও বা ঋতুকালীন রজঃ পরিবর্ত্তে শ্বেত স্বচ্ছপ্রদর নিঃসরণ হয়। দুর্ব্বলতাই এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ। প্রসবের সময় অধিক রক্তভাঙ্গা অথবা দীর্ঘকাল সন্তানকে স্তনপান করিতে দেওয়া হেতু এরূপ হইয়া থাকে।

ঘর্ম্ম বন্দ দরুণ রজো বন্দ হইলে—কামো, কুপ্রম।

হঠাৎ বা অতিরিক্ত আহ্লাদ জন্য বন্দে—ওপিয়ম, কফি।

বিরক্তি বা অন্যায় দেখিয়া ক্রোধে—ষ্টাফিসিগ্রিয়া, কলসি।

রাগ ও কলহে—কামো, ব্রাই, কলসি।

আতঙ্ক বা হটাৎ ভয়ে—ওপিয়ম, আকন, কফি, ভেরাট, পল্‌স এবং

কিছু দীর্ঘকাল পর হইলে—লাইক।

শোক বা বিরহ জন্য—ইগ্নেসা, ফসংআ, হাইয়স, হেল।

পায়ের পাতা ভিজা দরুণে—ডল্কা, রস।

ঠাণ্ডা লাগা বা আব-হাওয়া ঠাণ্ডা ও আর্দ্র হওন জন্য বন্দে—পাল্স ডল্কা, নক্স-ম, রোডোডেন, সেপিয়া, সল্ফর, অ্যাকন।

মনোমালিন্যে বা অভিপ্রেত বিষয়ের প্রতিরোধে—আকন, ক্যা কলসি, ইগ্নেসা, প্লাটিনা, পল্স, ষ্টাফিসিগ্রিয়া।

ঋতু বন্দ এবং ঐ সঙ্গে জ্বর থাকিলে—আকন, বেল।

——মস্তিষ্কের উপসর্গে—আকন, ব্রাই, বেল, কুপ্রম, কাল- ওপিয়ম, ফেরম।

——চক্ষু প্রদাহে—পল্স, ষ্টাফিসিগ্রি।

——স্তন স্ফীত হইলে—কোনাই, জিঙ্ক, সিকুটা, টেরিবিন্থ।

——বক্ষঃস্থলে উপসর্গ থাকিলে—বেল, ব্রাই, আকন, আর্ম কালী-কা, পল্স, মার্ক, ফস।

——হৃৎপীণ্ডের যন্ত্রণা থাকিলে—লাকেসি, আপিস, ব্রাই, আ মাক্রটিন, লিলিয়মট।

——সহ গলা ব্যথা—বেল, মাগ্নিসা, মার্ক-আইড।

——সহ পাকাশয় ও অন্ত্রের উপসর্গে—আর্স, ব্রাই, কাল্কা, চাই ফেরম, লাইক, মার্ক, পল্স, সল্ফর।

——সহ অজীর্ণতা—নক্স, আর্স, পডফ, লাকেসি, নক্স-ম।

——সহ টক উদ্গার ও থেকে থেকে পেটখোঁচা—কালী-কা।

——সহ বায়ু রোগ বা স্নায়ু সম্বন্ধীয় উপসর্গে—ইগ্নেসা, ককুল, কুপ্র কফি, কাষ্টিকম, কলসি, কোনাই, হাইয়স, বেল, পল্স, ওপি, নক্স নেট্রম, লাইক, সেপিয়া, সল্ফর, জেল্স, মাক্রোটিন।

——সহ শোথ—আপিস।

——সহ উদরী ও অল্প অল্প লাল প্রস্রাব—হেল, আর্স।

——সহ উদরী ও অল্প অল্প লাল প্রস্রাব ও হাত পা ফুলা আপোসিনম-কা।

——সহ বাচলামি ও মুখে কাকুতি মিনতি করায়—ষ্ট্রাম।

ঋতু বন্দ সহ উদ্বিগ্নতা, খেদ, ভাবনা—নেট্রম।

——দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও ফোসফোস করা—ইগ্নেসা।

——গান গাওয়া, প্রলাপ ও অতিরিক্ত হাসি ও অঙ্গচিড়িক্ মারা—হাইয়স।

——আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা ও ভয়ানক মাথা ব্যথা—বেল।

——আত্মহত্যা ইচ্ছা—আরম।

——জননেন্দ্রিয়ের অধিক উত্তেজনা—মাগ্নিসম।

——জরায়ু বা ডিম্বকোষের উপসর্গে—আকন, ব্রাই, বেল, কামো, লাকেসি, মার্ক, নেট্রম, নক্স, পল্‌স, সেপিয়া।

ঋতু এককালে বন্দ না হইয়া অল্প অল্প ক্ষরণ ও বন্দ হওয়ার সমস্ত উপসর্গ থাকিলে—এ্যাফাইট, কোনাই, নেট্রম, পল্‌স, ফস, লাইক, সিলিয়া, সল্‌ফর, কালী, জিংক, মাগ্নম।

ঋতু না হইয়া নাসিকা বা অপর কোন স্থান দিয়া রক্তস্রাবে—ব্রাই, সিলিয়া, পল্‌স, লাইক, হামেমালি, ফেরম, সেনেক।

ঋতু না হইয়া রক্তভেদ ও বমনে—ফস, লাকেসি, অষ্টিলেগো।

ঋতু বন্দ এবং স্তনের বোঁটা দিয়া রক্তপড়ে—সেপিয়া, সল্‌ফর।

ঋতু প্রকাশ হইয়া কারণ বশতঃ হঠাৎ অথবা ক্রমে ক্রমে বন্দ হয়। প্রথম প্রকারের ব্যাধি তীব্রতর উপসর্গ বিশিষ্ট ও অধিক কষ্টকর। জরায়ু বা ডিম্বকোষের বিকৃতি জন্য ক্ষয়াদি রোগের পূর্ব্বাবস্থে, তরুণ বা পুরাতন রোগে অতিরিক্ত রস রক্তক্ষয় বা প্রচুর পরিমাণে ক্লেদ, পুজ বা ধাতু ক্ষরণ, গুহ্যদ্বারে গেঁজ থাকা, অধিক সম্ভোগ, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম, এককালে কায়িক পরিশ্রমের অভাব, অপুষ্টিকর আহার, প্রদর, বা মৃগী উদরী, উন্মত্ততা প্রভৃতি রোগ থাকিলে দ্বিতীয় প্রকারের পীড়া হইয়া থাকে।

ঋতুকালে বা অব্যবহিত পূর্ব্বে হিমলাগা, জলে ভেজা, সর্দা পায়ের পাতা আর্দ্র রাখা, আঘাত, অধিক চলা বা নৃত্য, অতিরিক্ত আতঙ্ক, ভয়

শোক রোগাদি মনের শান্তি নাশক কারণ উপস্থিত হওয়া, জ্বরাদি তরু রোগ, * রজঃকালীন স্বামী সহবাস ইত্যাদি কারণে উহা বন্দ হয়।

রজঃ হঠাৎ বন্দে অনেক সময় তৎকালে কম বেশী জ্বর, শিরঃপীড়া নাড়ী দ্রুত, পিপাসা, গা বমি বমি, বমন ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়, অথবা ডিম্বকোষ, জরায়ু, ফুস্‌ফুসের এবং বাতাধিক্য ও গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট দিগের কখন কখন মস্তিষ্কের প্রদাহ হয়। কখন কখন বা এই সময়ে (Hysteria)বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, চক্ষুরোগ,দৃষ্টির খর্ব্বতা,সংন্যাস, (chlorasis) মেটে পাণ্ডু, পক্ষাঘাত প্রভৃতি পীড়া জন্মায় এবং অনেক সময় উহারা ভয়াবহ ও সাংঘাতিক হইয়া পড়ে। অপর রোগে ঋতু বন্দ থাকিলে সেই সেই ব্যাধি আরোগ্য করিলে রজঃ প্রকাশ পায়।

আকন—শোণিতপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ও শ্রমরহিত বামাগণ পক্ষে। মস্তক বা বক্ষস্থলে অধিক রক্তসঞ্চয় জন্য শিরঃপীড়া, বদন সরস ও আরক্তিম, বুক ধড়ফড়ানি, গাত্রতাপ, পিপাসা, নাড়ী পুষ্টি ও কঠিন, প্রলাপ বা তন্দ্রা, বদ মেজাজ, উঠিতে গেলে মাথা ঘোরা বা মূর্চ্ছা, হঠাৎ ভয়জন্য বন্দে।

বেল—মাথা গরম ও দপদপানি, মুখমণ্ডল ও চক্ষু লাল, আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা, গলার শিরা ধুক্‌ধুকনি, পীঠ ও পার্শ্বদেশ ব্যথা, নাক দিয়া রক্তপড়া।

ঋতু অপ্রকাশ, বন্দ বা অল্প ক্ষরণ জন্য রক্ত উর্দ্ধক হইয়া পূর্ব্ব উপসর্গ দেখা দিলে সর্ব্বপ্রথম আকন এবং আবশ্যক হইলে পরে বেল দিবা।

পাল্‌স—নম্র প্রকৃতি অভিমানি কফপ্রধান ধাতু, সদা সর্ব্বদা গা শীত শীত করা, অল্প শ্রমে হাঁপান এরূপ স্বভাববিশিষ্টের বিশেষ উপকারী। স্নান, পা ভিজন, অধিক ঠাণ্ডা বাতাস লাগা, মনের উত্তেজনা এবং জ্বর নিবন্ধন ঋতু বন্দে ব্যবহার্য্য।

---

* জ্বর বিকারাদি রোগ কালে রজঃ প্রকাশিত হইলে ব্যাধি ক্রূর ও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

ঋতু-অপ্রকাশ, বন্দ বা অল্প ক্ষরণ এবং ঐ সঙ্গে প্রদল, মাথা ঘোরা ও দপদপানি, পেট ব্যথা, উদরাময়, মূত্র-কৃচ্ছ্রতা; চক্ষু উঠা বা চতুঃপার্শ্বে কালশীরা পড়া; প্রাতে মুখ দিয়া জল উঠা, তিক্ত বা বদ তার; অক্ষুধা অরুচি, বমন, নাক, মুখ দিয়া রক্তপড়া; হাত পা অবসন্ন, খেঁতলান, পা অতিশয় ভারবোধ ও পাতা ফুলা; ভয়ানক মাথা ব্যথা, প্রস্রাব ঘন, ডান পার্শ্ব বেদনা, সন্ধ্যায় শরীর ফুলা; গুহ্য অঙ্গের মুখ ফুলা, শরীরের বাম দিক ব্যথা; পেট ডাগরা, ডানদিক শক্ত, পীঠ ব্যথা, মধ্যে মধ্যে বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়া, উপর পেট ব্যথা, সর্ব্ব শরীর বিশেষ কপাল টাটান, অল্প অল্প প্রস্রাব। শ্বাসকষ্ট, কোমর ব্যথা, বৈকালে শীত। আদকপালে মাথাব্যথা, দন্ত শুলুনী, বুক ধড়ফড়ানি, হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, ভেদবমি, স্বপ্নবিশিষ্ট নিদ্রা, ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা, বিমর্শ, কান্না, মৌনথাকা, বিরক্তি, অল্পে রাগ, ভূতের ভয়, সদা শীত শীত, জৃম্ভন ও শরীর আড়াভাঙ্গা ইত্যাদি উপসর্গে বিশেষ খাটে।

গ্রাফাইটস—ঋতু বন্দ বা এখন তখন ক্ষরণ, কোমর মোচড়ান, কামড়ান, জরায়ুর খিল লাগা, সমস্ত শরীর ও পেট ব্যথা, পায়ের পাতা ও হাতের চেটো ফুলা, মাথা ব্যথা, গাবমিবমি, বুক ব্যথা, অর্শ, প্রদর, বন্ধ্যাত্ব, শীত, স্বর কর্কশ, হাতের অঙ্গুলির গাঁলিতে চুলকনা ও অঙ্গের যথা তথায় ফোস্কা ও তথা হইতে আটাবিশিষ্ট রস নির্গমন। স্বভাবতঃ স্থূলকায় ও কোষ্ঠবদ্ধযুক্তের অল্প মাত্রায় ও অধিক বিলম্বে রজঃ হওয়ার পক্ষে ৩০ ক্রমের ঔষধ বিশেষ ফল দর্শে।

কাষ্টিকম—ঋতু না হইয়া তৎকালে অন্ত্র ও কোমরে খিল লাগা, ত্রিকাস্থি (পাছার মধ্য হাড়) বেদনা, সদা বিমর্শ, সকল বিষয়ের কুতর্ক মনে ভাবা, স্তনে হুলফুটুনি, প্রচুর প্রদল, গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ ও দুর্ব্বলের পক্ষে, অথবা পূর্ব্ব ঔষধে উপকার না দর্শিলে।

চাইনা—স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বা প্রচুর রস রক্ত ক্ষয়, অধিক ঘর্ম্ম, আত্মমৈথুন ইত্যাদি কারণে ঋতু বন্দ বা অধিক বিলম্বে প্রকাশ। জীর্ণ

শীর্ণ, ফেকাসে, চক্ষুপার্শ্বে কালশীরা পড়া, গলার শির দপদপানি, পা যকৃৎ প্রদেশ ফুলা ও ব্যথা, অপরাপর অঙ্গে অল্পক্ষণ স্থায়ী ব্যথা, পেট ফুস্‌ফুসের আক্ষেপ, প্রদল, কামাতুরতা; পেটভার ও স্ফীত বোধ বিশেষ আহারের পর উদ্গার ইচ্ছা ও তাহা করায় আরামবোধ, অতৃপ্তিকর স্বপ্ন বিশিষ্ট নিদ্রা।

কখন কখন প্রচুর রক্ত ক্ষরণ ও পূর্ব্ব উপসর্গ থাকিলে ইহা ও পাদ্য পর পর দেওয়া যাইতে পারে।

ফেরম—দুর্ব্বল ও রক্তহীন পক্ষে, মুখমণ্ডল অত্যন্ত লাল ও ফেকাসে; বদন হাত ও পায়ের পাতা সরস।

ককুলস—ঋতু না হইয়া বা ফোটাকতক মাত্র কালচেটে রক্ত ক্ষরিয়া, পেটে প্রচণ্ড খিললাগা, বুকে চাপ, শ্বাস কষ্ট ও পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, নাড়ী অতিশয় দুর্ব্বল, পা লটপটানি, অঙ্গ খেঁচুনি ও বায়ুরোগের (Hysteria) অনেক উপসর্গ। রজঃত্যাগ-উদ্যমে এরূপ দুর্ব্বল যে কথা কহিতে অশক্ত। ঋতু পরিবর্ত্তে প্রদল।

কুপ্রম—বিশেষ পায়ের পাতার ঘাম বন্দ দরুণ রজঃ বন্দ বা কৃচ্ছ্রতা ব্রহ্মরন্ধ্রে এক প্রকার শীড় শীড়নী, পুনঃ পুনঃ গা বমিবমি, কাটন্যাকার ও ভয়ানক বমন, অঙ্গ খেঁচুনী ও অতিরিক্ত চীৎকার, রক্ত ঊর্দ্ধুক, বদন ও চক্ষুলাল, পেট হইতে বুকে অতিরিক্ত খিল লাগা, বাক্যরোধ ও মৃগী।

কোনায়ম—ঋতু বন্দ ও বন্ধ্যাত্ব, স্বল্প ক্ষরণ, পেটে খিল লাগা ও অন্ত্র মধ্যে যেন হুল ফুটাইতেছে, অকারণে হাসি ও কান্না। রজঃ নিঃসরণের প্রতি উদ্যমে স্তন বড় হওয়া ব্যথা ও টাটানি অথবা নরম হওয়া ও তোবড়ান। মাথা ঘোরা বিশেষ পাশ ফিরিলে বা উপুড় হইয়া শুইলে, ছিড়িক ছিড়িক করে প্রস্রাব। রজঃ এককালে না হওয়া।

কলসিন্থ—প্রথম ঋতু প্রকাশিতে বিলম্ব হওয়া অথবা বিরক্ত জন্য বন্দ। পেটের বেদনার আতিশয্য বশতঃ দুমড়ে বসিতে বাধ্য হওয়া।

ডল্কামারা—চাঙী হিমলাগা বা চর্ম্মরোগ (Tetters) প্রকাশ দরুণ

ঋতু বন্দ, স্তন স্ফীত ও শক্ত। হিম লাগিলেই আমবাৎ বা অপর চর্ম্মরোগ হওয়া, অঙ্গুলীতে আঁচিল।

আপিস—প্রথম ঋতু প্রকাশে বিলম্ব হওয়া অথবা রজঃ কম ক্ষরিলে। বিশেষ কাজ নাই অথচ রোগী সদা ব্যস্ত, মস্তকে রক্ত সঞ্চয়, পায়ের পাতা ফুলা। ডিম্বকোষ ফুলা জন্য রজঃবন্দে।

পড়ফলম্—যুবতীর ঋতু বন্দ সহ তলপেট ও নিতম্ব দেশ খসে পড়ার ন্যায় যাতনা, নড়া চড়ায় বৃদ্ধি, শয়নে সমতা।

নেট্রম-মর—ঋতু বন্দ বা প্রথম প্রকাশে বিলম্ব; কিম্বা অধিক বিলম্বে ও প্রতিবার ক্রমশঃ অল্প ক্ষরণ। ঋতু না হইয়া ঐ সময়ে ঘণ্টাকতক উদ্বিগ্ন, বিমর্ষ ও গা আড়মাড় করিয়া মুখ দিয়া মিষ্টরস উঠা, থুথু সহ রক্তের কণা দেখা দেওয়া। প্রাতে ঘুম ভাঙ্গার পরই বহুক্ষণ মাথা ব্যথা, অনেকক্ষণ থেকে থেকে, অল্প রজঃক্ষরণ, বৃহদাকৃতি মল ও কষ্টে ত্যাগ। গুহ্য অঙ্গে চুলকানি ও ফুসকুড়ি, চুল উঠা যাওয়া, দাঁত ছিড়ে পড়া, পেটে খিল লাগা, রাত্রেজ্বর, পিপাসা, অনিদ্রা, প্রদর।

সেপিয়া—কোমলাঙ্গী ও স্বভাবতঃ দুর্ব্বলার পক্ষে, ঋতু এককালে বন্দ বা যৎসামান্য মাত্র ক্ষরণ, বিশেষ ঐ সঙ্গে প্রদর থাকিলে ঐ কালে সমস্তদিন পুনঃপুনঃ কাঁপুনী, আদ কপালে মাথাব্যথা, দন্ত শুলুনী, নাক দিয়া রক্ত ঝরা ও অঙ্গ টাটান, হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ও মুখমণ্ডল হইতে মধ্যে মধ্যে ঝাঁজ বেরণ। পেটে চাপুনী হইয়া (perineum) মল ও গুহ্যদ্বার মধ্যদেশ টাটান, ও স্ত্রীঅঙ্গ ফুলা যেন উহার আকার বৃদ্ধি হইয়াছে বোধ, কোষ্ঠবদ্ধ, মলদ্বার ভার। নাকের মাঝাড়ে এড়োএড়ি একটী দাগ থাকা; এই ঔষধের একটী বিশেষ লক্ষণ। অথবা প্রস্রাবের বেগ ধারণে অশক্ত এবং মাসিক সময়ে অধঃবেগ ও পুঞ্জ রক্ত ত্যাগ। অধিক বয়স্কের ঋতু এককালে রহিত হওয়ার পূর্ব্বে অল্প অল্প ক্ষরণে ইহা ব্যবহার্য্য।

কাল্কা-কার্ব—হৃষ্টপুষ্ট ও কফাংশ. ধাতুবিশিষ্ট পক্ষে। ঋতু বন্দ

বিশেষ অল্প বয়স্থার পক্ষে যাহাদিগের স্বভাবতঃ ঋতু যথা সময়ে আগুড়ি হয়। অপর লক্ষণ ; পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ও সরস্ অঙ্গের বিশেষ অঙ্গুলীর আক্ষেপ, উপর পেট ঠোসমারা। উপরে উঠিতে গেলে মাথা ঘোরা। কপাল জ্বালা বা দপ দপানি, কর্ণ মধ্যে ভন্ ভন্ শব্দ, কোমরে কাপড় রাখিতে কষ্ট, তলপেট হইতে উরুত পর্য্যন্ত কন কনানি, সমস্ত শরীর বিশেষ পা ভার।

ফস্‌ফরস—বিশেষ লম্বা, একহারা ও ক্ষয়রোগগ্রস্তের পক্ষে। ঋতু খুব আগুড়ী অত্যল্প ও জলবৎ, কোমর ব্যথা, বুক ধড়ফড়ানি, থুথুর সঙ্গে অল্প রক্ত উঠা বা রক্ত বমন, কখন কখন অতিরিক্ত ; অথবা রজঃ পরিবর্ত্তে মলদ্বার বা মূত্রনালা দিয়া রক্তস্রাব, পা ও পাতা ঠাণ্ডা ক্বচিৎ অসাড় বা শক্তি রহিত, মল শুষ্ক ক্ষুদ্রাকৃতি ও কষ্টে ত্যাগ। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগে ইচ্ছা, দন্ত শুলুনি, পেট পীঠ ব্যথা, মাথা ও বুকে রক্ত সঞ্চয়।

সাবিনা—হঠাৎ ঋতু বন্দের পর দুর্গন্ধ প্রদল, অথবা খুব আগুড়ী হইয়া ও ঘণ্টাকতক প্রচুর মাত্রায় ক্ষরিয়া, কিছুকালের নিমিত্ত বা এককালে রজঃ বন্দ।

ওপিয়ম—হটাৎ ভয়ের দরুণ ঋতু বন্দ এবং আকন দিয়া উপকার না হইলে, অপর উপসর্গ ; বদন লাল ও উত্তপ্ত, অঙ্গ-খেচুনী, তন্দ্রা ; ইহাতে না সারিলে ভেরাট।

ভেরাট্রম—ভয়ের দরুণ ঋতু বন্দ বা কম ক্ষরণ এবং তৎকালে শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডল পাঙ্গাস বর্ণ, কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, পুনঃপুনঃ গা বমি-বমি ও বমন, হাত পা ও নাক ঠাণ্ডা, কামাতুরতা ও মূর্চ্ছা।

লাইকপ—ঋতু বন্দ, মাথা ধরা ও ঘোরা অথবা রজঃ হওয়ার পূর্ব্ব পেটফাঁপা ও অতিশয় ডাকা, বিশেষতঃ বাম কোঁক ; সদা পেটভার এবং কিছুমাত্র আহার করিলে গলায় গলায় হওয়া বোধ। সামান্য ভয়ে রজঃবন্দ, মুখ টক ও বমন, পায়ের পাতা ফুলা, উপর পেট ফুলা, পেট টেনে ধরা, পার্শ্বদেশ ব্যথা, প্রদর।

ব্রাইওনিয়া—শোণিতপ্রাধান্য ও সবলকায় পক্ষে। ঋতু না হইয়া তৎকালে পুনঃপুনঃ নাক দিয়া রক্তপড়া; উৎকাশী, ওষ্ঠাধর শুষ্ক, পিপাসা, সদা শীত, মধ্যে মধ্যে গাত্রতাপ, মল শুষ্ক ও পোড়ার ন্যায়, স্থির থাকিতে ভালবাসা। রজঃ বন্দ ও বাম স্তনের নিম্নে ব্যথা, বাহ্যে অপরিষ্কার।

আপোসাই-কা—অল্প বয়স্কের ঋতু অপ্রকাশ থাকা বা বন্দ হওয়ার সহিত পেট ও হাত পা ফোলা।

আলুমিনা—ঋতু খুব আগুড়ী অল্পকালস্থায়ী বা অত্যল্প ও তাহা ফেকাসে বর্ণ, অথবা রজঃ পরিবর্ত্তে কেবল দিবাভাগে গুহ্যদ্বার দিয়া শ্বেত শ্লেষ্মা ত্যাগ, সহ দুর্ব্বলতা। নরম মল ত্যাগ করিতেও অধিক বেগ দিতে হয়। নিদ্রাভঙ্গের পর বুক ধড়ফড়ানি।

আম-কা—ঋতু খুব আগুড়ী; অত্যল্প ও অল্পকালস্থায়ী। তৎকালে পেটব্যথা ও ছিড়েপড়া, পাখুরাদ্বয় মধ্যদেশ বেদনা, কোমর পীঠ ব্যথা, শীত, দন্তশুলুনী, গুহ্যঅঙ্গ বেদনা, কর্ণ স্তন ও গ্রন্থি বা (Gland) বিচি আওয়ান।

ইউফ্রেসিয়া—ঋতু এক ঘণ্টা কাল মাত্র স্থায়ী। উহা না হওয়া বা অল্প ক্ষরণ জন্য নাকের ডানদিকে ঘা, চক্ষু উঠা, চক্ষু দিয়া অধিক জল ঝরা।

হেলিবোর—উদরী বা শোঁথ জন্য ঋতু বন্দ। প্রস্রাব অল্প, ময়লা ও ধরিলে কাওয়ার গুঁড়ার ন্যায় খাঁকরী পড়া।

আইওডিন—ঋতু বন্দ বা কৃচ্ছ্রতা ও দুর্ব্বল, সদা হাত, ঠাণ্ডা ও কাজ করিলেই উহা ঘামা, দিবসে পুনঃপুনঃ উৎকাশী; মুখমণ্ডল কখন ফেকাসে, কখন আরক্তিম পুনঃপুনঃ বুক ধড়ফড়ানি, শিড়িতে উঠিতে বেদম হওয়া।

লাকেসিস—ঋতু বন্দ বা অত্যল্প ও কৃষ্ণবর্ণের রজঃক্ষরণ, নাক দিয়া ফোটাকতক রক্ত পড়া।

মার্ক-ভা—ঋতুবন্দ তৎকালে রক্ত মস্তকে সঞ্চয়, গাত্র তাপ, বদন হাতের চেটো ও পায়ের পাতা ফুলা। প্রতিবার রজঃ নির্গত হও-

নের উদ্যমে গুহ্যদ্বার বাহির হয়ে পড়া। রজঃ বন্দ দরুণ দুর্গন্ধ নিশ্ব ও চুল উঠে যাওয়া, অতিশয় দুর্ব্বল।

মাগনিস-কার্ব—ঋতুবন্দ বা রজঃ সহ পেটে আক্ষেপযুক্ত চাপন এবং প্রতিবার রজঃ ক্ষরণ উদ্যমে গলা ব্যথা, কিন্তু উহা নিঃসরণ হইলে সকল উপসর্গ যাওয়া।

মাগনিসা ম—ঋতুবন্দ জরায়ু হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত আক্ষেপ বৃহদাকৃতি মল এবং উহার বাহির হওয়া কালে ভাঙ্গিয়া পড়া।

নক্স-ম—ঋতু প্রকাশ হওনের পর পা জলে রাখা দরুণ রজঃবন্ধ তৎকালে বিশেষ নিদ্রার সময় গলা মুখ জিব অত্যন্ত শুষ্ক। রজঃ বন্ধ সহ অত্যন্ত পেট ব্যথা।

পিট্রোলিয়ম—ঋতু বন্দ বা কৃচ্ছ্রতা সহ কেবল দিবাভাগে উদরাময়

রোজে ডেনড্রন—ঋতু বন্দ বা কৃচ্ছ্রতা, জ্বর, মাথা ব্যথা, ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতে যন্ত্রণার আধিক্য।

রস টক্স—জলে ভেজা বা অধিকক্ষণ জলে থাকা দরুণ বন্দ।

রুটা—ঋতু বন্দ দরুণ কটু প্রদল।

সাবাডিলা—রজঃ প্রকাশ মাত্রেই বন্দ, শীঘ্র বা বিলম্বে পুনঃ দেখা দেওয়া, আবার বন্দ, এইরূপ হইতে থাকিলে, পল্‌স, সেপিয়া বা সল্‌ফর লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও সেই সেই ঔষধ প্রয়োগে ফল না দর্শিলে ইহা বিধি।

সাবিনা—খুব আগুড়ী হইয়া ঘণ্টা কতক প্রচুর রজঃ ক্ষরা, পরে কিছুকাল নিমিত্ত বা একেবারে বন্দ। ঋতু বন্দ হইয়া ঐ কালে পাতলা দুর্গন্ধ প্রদর ক্ষরণ।

ষ্ট্রেনটিয়ানা—রজঃ আগুড়ী ও অল্পকাল স্থায়ী অথবা বিলম্বে হওয়া এবং প্রথমটা মাসধোয়ানি জলের ন্যায়, পরে ডেলা ডেলা ক্ষরণ।

সিনিসা—গণ্ডমালা ধাতু পক্ষে। ঋতু এককালে বন্দ বা অত্যল্প ও আগুড়ী, ঋতু পরিবর্ত্তে খানিক সাদা জল ভাঙ্গা বা কটু চিড়চিড়কারী

প্রদল—পুনঃপুনঃ দৃষ্টির মালিন্য বা ক্ষণে ক্ষণে এককালে দেখিতে না পাওয়া, অতিশয় কোষ্ঠ কাঠিন্য বা উদরাময়, পেট ব্যথা ও কনকনানি, গুহ্য অঙ্গ চুলকানি, লাল ও ব্যথা, উপর পেটের অসুখ বোধ এবং আত্ম-হত্যা করিতে ইচ্ছা।

সল্‌ফর—গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত ও অঙ্গ বক্রপক্ষে। ধাতু বিকৃতি জন্য বিলম্বে প্রথম ঋতু প্রকাশ বা প্রকাশের পর বন্ধ: অথবা নিয়মিত সময়ের পর দেখা দেওয়া ও অল্পকাল স্থায়ী বা পরিমাণে যৎস্বল্প ও তৎকালে জরায়ু প্রদেশে অতিশয় বেদনা, বুকে চুলকুনী ফুসকুড়ী, বদন লাল, মাথা ঘুরুনী, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা বা রাত্রিতে উহার তলা জ্বালা; অসময়ে অতিরিক্ত ক্ষুধা ও না খাইয়া থাকিতে অসমর্থ; ব্রহ্মরন্ধ্রে তাপ, মাঝে মাঝে গাত্র দিয়া ঝাল বেরণ। অথবা ঋতু বন্দের দরুণ জ্বর, মাথা বুক, প্লীহা মেরুদণ্ডে অধিক রক্ত সঞ্চয়, উদরের উপসর্গ—অর্শ প্রকাশ, শ্বাসের খর্ব্বতা, পা ভার ও অবসন্নতা। মস্তক বিশেষতঃ পশ্চাৎ ভাগ শেঁটে ধরা, সহ মস্তিষ্ক মধ্যে দপদপানি ও ভনভনানি, বদনে লাল ফট্‌কা ফট্‌কা দাগ, পেটভার, কোষ্ঠবদ্ধ ও বৃথা বেগ বা উদরাময়, শ্বাস-কষ্ট, দুর্ব্বলতা।

লক্ষণানুযায়িক হইলে ইহা ও পল্‌স পর পর ব্যবহারে চমৎকার ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। ধাতু বিকৃতি জন্য পীড়া পক্ষে ইহা উৎকৃষ্টঔষধ।

সিমিসিফিউজা-রে—ঠাণ্ডী বশতঃ রজঃবন্ধ, মাথা ধরা, বুক ধড়-ফড়ানি, গা হাত পায় বাতের ন্যায় ব্যথা, জরায়ুর খিল্ লাগা, জ্বর। পীঠ হাত পা মাথা ব্যথা ও চক্ষুর পাতার চতুঃস্পার্শে কালশীরা পড়া।

সেনিসিও। ঠাণ্ডী বশতঃ বন্দ। অনিদ্রা, অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধ, গা মাটি মাটি, নড়িতে অনিচ্ছা, কাঁধ ও পীঠে নড়ে বেড়ান ব্যথা। অথবা ঋতু অপ্রকাশ সহ শোঁতের লক্ষণ। (২ ক্রমের)

জাম্বোক্সিলম—কৃশাঙ্গী ও বায়ুপ্রাধান্য ধাতু পক্ষে বিশেষ খাটে। ঠাণ্ডী বা গা ভিজন দরুণ রজঃবন্ধ জরায়ু প্রদেশ ভার, বস্তিপ্রদেশ

কামড়ান, অধিক প্রদল ক্ষরণ ; ৪।৫ মাস অন্তর ঋতু হওয়া ও তৎকালে ভয়ানক যন্ত্রণা ; ঋতু বন্ধ, ডান ডিম্বকোষের অন্তর ব্যথা, নিয়ঃ শিরঃপীড়া, তলপেট খসেপড়ার ন্যায় ; মুখ ও পা ফুলা, একটুকু শব্দে চমকান, এখনই মরিব বোধ, কোষ্ঠবদ্ধ, পুনঃপুনঃ অল্প অল্প প্রস্রাব ; চক্ষু পার্শ্বে কালশীরা পড়া, পেট স্ফীত, অতিশয় দুর্ব্বলতা, শ্বাসকষ্ট, বদন ওষ্ঠ জিব পাংশুসবর্ণ।

কালী, কা—ঋতু অপ্রকাশ অথবা এককালে বন্দ বা অল্প ক্ষরণ; ঐ সঙ্গে শোঁত বা উদরী। ঋতু সময়ে না হইয়া তৎকালে টক উদ্গার, গলা ফুলা ও ফুড়নী, সমস্ত পেট খুচুনী, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড়ানি, বদন কখন ফেকাসে কখন আরক্তিম, গাল ও মাড়ি ফুলা, জ্বর, পিপাসা। চর্ম্ম বা হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগ থাকিলে অথবা যথায় পীড়ার কারণ অনুভূত হয় না তথায় ইহা দেওয়া বিধি।

জিঙ্ক—ঋতু বন্দ এবং স্তন ও জননেন্দ্রিয় ব্যথা, ঐ সময়ে মুখমণ্ডল এক একবার ফেকাসে হওয়া।

সিকেল—কৃশাঙ্গী ও স্বভাবতঃ যাহাদিগের রজঃকালীন জরায়ু দীর্ঘকাল স্থায়ী অধঃবেগ হয় তাহাদের ঋতু বন্ধে বিশেষ ফলদায়ী।

হামেমেলিস—ঋতুবন্ধ কিন্তু নিয়মিত রূপে ঐ সময়ে প্রচুর পরিমাণে নাক দিয়া রক্তস্রাব, ঐ সঙ্গে হাত পা ফুলা, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রস্রাব অল্প, কাশী ; অথবা প্রথম হইতে এককালে ঋতু না হওয়া ও মাঝে মাঝে রক্ত বমন এবং পায়ে কাল শিরা উঠা।

হেলোনিয়ম—রক্তহীন ও দুর্ব্বলার রজঃবন্ধ বা কৃচ্ছ্রতা, শ্রান্ত অবসন্ন ও স্ফূর্ত্তিহীন ও পেটের গোলমাল ; অথবা জরায়ুতে অধিক রক্ত সঞ্চয় জন্য ঋতু না হওয়া। (২য় ক্রমের)

আষ্টিলেগো, মা—ডিম্বকোষের উপদাহ বশতঃ ঋতুবন্ধ। ডিম্বকোষ প্রদেশ অতিশয় ব্যথা, অন্ত্র টাটান ও বায়ুপূর্ণ। অথবা রজঃ পরিবর্ত্তে ফুস্‌ফুস ও অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব।

লোবেলিয়া-ইন—যক্ষা বা ক্ষয়রোগগ্রস্তের ঋতুবন্দ অথবা ঋতুবন্দ ও ডান কাঁধ ব্যথা। ঋতুবন্দ ও নাক দিয়া রক্তপড়া।

পল্‌স-ন্‌ট—ঋতুবন্দ বা বিলম্বে প্রকাশ। ঐ সময়ে সদা শীত, মাথা ব্যথা বা আদকপালে, হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, দৃষ্টির খর্ব্বতা; জরায়ু প্রদেশ কামড়ান, কখন কখন উহা পীঠ অবধি বিস্তৃত হওয়া, আহারান্তে গা বমিবমি ও দন্তশুলুনি। ঠাণ্ডিজন্য রজঃবন্ধ। (১ম ক্রমের)

সানৃগুইনেরিয়া-ক্লা—ঋতু বন্ধের পূর্ব্ব বা পর ফুস্‌ফুসের পীড়া (কাশী) হইলে ইহা বিশেষ খাটে। অথবা জরায়ু হইতে অধিক রক্ত ভাঙ্গার পর ঋতু বন্দে।

আইওডাইড আব লেড—ডিম্বকোষের জীর্ণ শীর্ণতা (atrophy) বশতঃ ঋতু না হইলে।

ষ্ট্রামনিয়ম—ঋতুবন্ধ দীর্ঘকালের হইলেও ঐ সময়ে অতিশয় বাচালতা, কান্না, কাকুতি মিনতি উক্তি, অতিশয় কৃশ, বদন স্ফীত; নিদ্রাভাঙ্গিলে ভয়ে কুঁড়ড়ি শুঁকড়ি মারা, নিকটে আলোক ও লোক থাকিবার ইচ্ছা।

ভেলিরিয়ন—বিশেষ হিষ্টিরিয়া বা বায়ু রোগগ্রস্তের প্রতি এবং যাহারা অধিক কামোমিলা ব্যবহার করিয়া পরে তাহাদের ঋতুবন্ধ বা কৃচ্ছ্রতা, গা বমিবমি ও বমন এবং পেট হইতে উপর দিকে উঠিয়া গলা মধ্যে যেন সূতা বা অপর কোন পদার্থ ঝুলিতেছে বোধ।

সামান্যতঃ ৬ ক্রমের ও পুরাতন রোগে ৩০ ক্রমের এবং যথায় বিশেষ করিয়া লেখা আছে তথায় তৎক্রমের ঔষধ প্রয়োগে অধিক ফল হইবার সম্ভাবনা। যন্ত্রণার আতিশয্য হইলে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া বিধি — অথবা প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক এক মাত্রা দিবা। একটী ঔষধ এক সপ্তাহ খাওয়াইয়া ৭ দিন বন্দ পুনঃ পূর্ব্বমত সেবন করাইবা। ঋতু প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত একটী ভৈষজ্য দেওয়াই সঙ্গত। কিন্ত উপসর্গের পরিবর্ত্তন হইলে লক্ষণানুযায়িক অন্য ঔষধও দেওয়া যাইতে পারে।

বাধক বা কষ্টপ্রদরজ—Dys-menorrhea.

স্ত্রী জাতির সকল কালে এই ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। ইহা থাকিলে গর্ভ প্রায়ই হয় না এবং হইলেও তাহা রক্ষা হওয়া দুষ্কর। এই রোগ সধবা অপেক্ষা বিধবার এবং পুত্রবতী অপেক্ষা বন্ধ্যার অধিক হয়। অপুত্রবতীর ঋতু প্রকাশের দশ বার বৎসর পর ইহা দেখা দেয়। রজঃ পরিষ্কার রূপে ক্ষরণ না হওয়াতে বিবিধ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে। উত্তম চিকিৎসার অভাবে এরোগ দীর্ঘকাল থাকে এবং বিলক্ষণ কষ্টও দেয়। ভিন্ন ভিন্ন কারণে এই রোগের উৎপত্তি এবং উপসর্গানুসারে ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।

প্রথম। জরায়ু বা উহার গ্রীবার সঙ্কোচন বা তথায় জমাট রক্ত, শ্লেষ্মা বা ঝিল্লি থাকা নিবন্ধন বাধক। অনেক সময় নিম্ন লিখিত উপসর্গ গুলি দেখা দেয়। গা বমি বমি, বমন, কোষ্ঠবদ্ধ, পীঠ ব্যথা, প্রস্রাব দ্বারে জ্বালা, তলপেটে ব্যথা ও রজঃক্ষরণ কালীন যন্ত্রণার আধিক্য। পথ পরিষ্কার জন্য কেহ বুজি নামক যন্ত্র বিশেষ প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন; কিন্তু ইহা করিলেই যে রোগের নিঃশেষ হয় এমত নহে। সদৃশ ভৈষজ্য পড়িলেই এক কালে নিরাময় হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু উত্তম ঔষধের অভাবে শস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা প্রণালী বিস্তৃত করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়। প্রদাহিক বাধক। শোণিত প্রাধান্য ধাতু বিশিষ্ট ও সবলকায়দিগের অধিক হয়। ঋতু প্রকাশের পূর্ব্বে অস্থিরতা, তাপ, শীত, শিরঃপীড়া, আলোক দর্শন ও শব্দ শ্রবণে অসহিষ্ণুতা এবং কখন কখন বা প্রলাপ, রজঃ দেখা দিলে অবসন্নতা, গা হাত কামড়ান, কোমর ভার, ত্বক উত্তপ্ত, নাড়ী পুষ্টি দ্রুত ও পেট কনকনানি; প্রসবের ন্যায় নিরন্তর ব্যথা হইয়া একটী রক্তের ডেলা বা খানিকটা রক্ত বা আদত

ঝিল্লি নির্গত হয়*। কখন কখন এই উপলক্ষে প্রচুর ও মাঝে মাঝে রক্তপিণ্ড বিশিষ্ট রজঃ ক্ষরে; কিন্তু যথায় অপরিসীম যাতনা তথায় শোণিতের মাত্রা প্রায়ই অল্প দেখা যায়। অথবা জরায়ু ও ডিম্ব-কোষের রক্তসঞ্চয় নিমিত্ত নিম্ন লিখিত উপসর্গ হয় যথা কোমর ও বস্তি দেশে ব্যথা ও ভার, কোষ্ঠবদ্ধ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব, উরু কামড়ান, অনেক ক্ষণ দাড়াইতে অশক্ত ও পুনঃপুনঃ অতিরিক্ত ব্যথা, যেন জরায়ু হইতে কিছু বাহির হইবে বোধ, এক আদটী রক্ত ডেলা পড়ায় কতক সমতা; কিন্তু ঋতু শেষ না হওন পর্য্যন্ত যন্ত্রণা নিঃশেষ হয় না, রজঃ কৃষ্ণবর্ণ হয় ও আস্তে আস্তে ক্ষরে, নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত, ত্বক শীতল, অনেক সময় স্তন স্ফীত ও ব্যথা এবং ঋতু অবসানে প্রদল দেখা দেয়।

তৃতীয়। বাধক শূল। বাতাধিক্যরই বিশেষ রূপে হইয়া থাকে এবং ৩০ বৎসরের অধিক বয়সে দেখা দেয়। সমস্ত তলপেট ছিড়া বা টেনে ধরা, কোটী হইতে নিতম্ব দিয়া কুচ্‌কি ও উরুতে ব্যথা নামা, রজঃ কালে প্রসবের ন্যায় বেদনা, স্তন ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধ বা ভেদ, হাত পা ঠাণ্ডা, বল ক্ষয়, শীর্ণতা, প্রদল, শোণিত ফ্যাকাসে এবং ঐ সঙ্গে ডেলা ডেলা রক্ত এবং আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে বা সরু ফিন্‌কি দিয়া পতন। কাহার কাহার ঐ কালে জরায়ু, গুহ্য ও মলদ্বারের আক্ষেপ এবং সময়ে সময়ে উহা ভয়ঙ্কর হয়, থেকে থেকে ধরে ও বহুক্ষণ থাকে। দশ বার ঘণ্টা পর রজঃ ক্ষরণ আরম্ভ হইলে যাতনার লাঘব বা শেষ হয়। কাহার বা দুই তিন দিন এবং কাহার কাহার পুনঃ ঋতু না হওয়া পর্য্যন্ত ধাক্কা সামলাইতে যায়। ইহাদিগের ক্ষণঃকালের নিমিত্ত বিরাম থাকে না। খিল লাগা দরুণ কখন কখন হাত পায়ের আঙ্গুল বেঁকে চুরে যায়,

* ডাং সিগিসমণ্ডের মতে ঋতুর পূর্ব্বাহ্নে ডিম্ব ধারণ ও রক্ষার্থ সকলেরই জরায়ুতে ঝিল্লী হয়, কিন্তু উহা জরায়ুতে পতনের পর স্বামীসহবাসের অভাবে সজীব না হওয়াতে ডিম্ব ও ঝিল্লী উভয়ই বাহির হইয়া পড়ে। তবে তরলাভাবে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পতনে যন্ত্রণার অভাব, তদ্বিপরীতে অতিশয় কষ্ট; কিন্তু প্রচলিত মতে ধাতু বিশেষে জরায়ুতে কৃত্রিম ঝিল্লী হয় এবং তাহা নির্গত হওয়াতেই বাধক যন্ত্রণা।

কেচিৎ বা ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় হয়। কোন কোন স্ত্রীলোকের ঐ ক চক্ষু পুত্তলি সঙ্কোচন জন্য কিছু সময়ের নিমিত্ত একেবারে দৃষ্টি রোধ হইে যায়। লক্ষণানুযায়িক নিম্ন ঔষধগুলি এই রোগে ব্যবহার্য্য হয়। ব

কামোমিলা—পেটে প্রবল গর্ভ বেদনার ন্যায় ব্যথা, কাল ডে ডেলা রক্ত এবং ক্বচিৎ বা ঝিল্লি ক্ষরণ, পায়ের শীর ছিড়ে পড়া (পা টন করা) গা বমি বমি ও কদর্য্য উদ্গার, রাগাশক্ত ও খেঁত খেঁ হওয়া, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ইচ্ছা ও অধিক পরিমাণে ত্যাগ; অথবা বিল রজঃ সহ শোথ ও পাকাশয়ও অন্ত্র স্ফীত, প্রসবের ন্যায় ব্যথা ও বক্ষঃ প্রদেশ কামড়ান। ঋতুর পূর্ব্বে পেটে খিল লাগা, উরু টেনে ধরা; ঋ কালে বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পেটের পীড়া—সাদা সজাটে বা জলবৎ ভে পেট কামড়ান, খোচা, কন্‌কনানি বা টাটান, ছুইলে ব্যাথা, উরত শেঁ ধরা; অথবা অতিরিক্ত পিপাসা, বদন ফেকাসে, অতিশয় কষ্টের চেহা অধৈর্য্য, কিসে নিস্তার পাবেন চিন্তা, হাত পা ঠাণ্ডা, জিবে জর্দ্দালে তিক্ত তার। রজঃ অবসানে অত্যন্ত পেট ব্যথা, যেন পেট মধ্যে হয়েছে বোধ, প্রদর, গুহ্যদ্বার জ্বালা ও চিড় চিড় করা। ঠাণ্ডী বা রা বশতঃ রোগে বিশেষ খাটে।

পল্‌স—কফাংশ ধাতু, দোহারা, নম্রপ্রকৃতি এবং সন্ধ্যা ও রাত্রি যন্ত্রণা বৃদ্ধি পক্ষে। প্রতিবার যথা সময়ের পর ঋতু প্রকাশ, শোণি গাঢ় পিণ্ডবৎ ও কৃষ্ণবর্ণের অথবা ফেকাসে জলবৎ ও থেকে থেকে ক্ষর ঐ সঙ্গে পেট কোমর ও ডান পার্শ্ব ব্যথা; মলাশয় ও মূত্রাশয়ে বে পাকাশয়ে খিললাগা, গা বমিবমি, কখন কখন টক হড়হড়ে বমন; শীত শীত, কখন কখন কাপুনী, আদকপালে মাথা ব্যথা, মাথা ঘোর পেট ও কোমর যেন পাথর দ্বারা চাপিত, বস্তিপ্রদেশে বিলক্ষণ যন্ত্র এবং ঋতু আরম্ভে বা অবসানে রক্তাতিসার; ব্যথা কখন কখন এর প্রচণ্ড যে তজ্জন্য চীৎকার, কান্না ও ছটফটানি, আবদ্ধ ঘরে থাকিে যাতনা বৃদ্ধি। রজঃ বৎসরে ৩ বার ও হাটুর উপরিভাগ ফুলা।

কাঁকিয়া—অতি ভয়ঙ্কর ব্যথা ও তজ্জন্য হতাশ হওয়া। অধিক শোণিত ও শ্লেষ্মা ক্ষরণ, তলপেট ক্রমাগত খিমচুনি, পার্শ্বদেশ খুচুনি বা কনকনানি, প্রসবের ন্যায় বেদনা, অঙ্গ ঠাণ্ডা ও শক্ত; পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ইচ্ছা; মাথা, চক্ষু বা ভ্রূর উপর খেঁথলান বা বিঁধুনীর ন্যায় যন্ত্রণা, গুহ্য অঙ্গের সুখকর চুলকুনি ও অতিরিক্ত উত্তেজনা।

নক্স, ভ—বাত বা পৈত্তিক ধাতু বিশিষ্ট, একহারা এবং অল্পে রাগাশক্তের পক্ষে; রজঃ প্রায়ই অধিক, আগুড়ি দীর্ঘকাল থাকা, অথবা অল্প এবং অন্ত্র ও জরায়ুতে খিল লাগা, কামড়ান ও যেন খনন করা হইতেছে বোধ, কোমর ও তথা হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত ব্যথা ও কামড়ান, শোনিত ঘন ও ডেলা ডেলা, পেট ফোলা ও টন টন করা; কোষ্ঠবদ্ধ ও সদা সৌচের ইচ্ছা ও অল্প অল্প কঠিন মলত্যাগ, বিশেষ প্রাতে গা শীত শীত এবং গা-বমি বমি ও উহা এরূপ প্রবল যে তজ্জন্য মাঝে মাঝে, মূর্চ্ছাবৎ হওয়া; কপাল ব্যথা ও চক্ষু যেন বাহির হইয়া পড়িবেক; বাম বাহু ও ডান নিতম্ব ছিঁড়েপড়া, মাথার পশ্চাদ্ভাগ মস্তিষ্কে যেনক্ষত আছে বোধ।

ফস—বিশেষ লম্বা ও কৃশাঙ্গী পক্ষে। রজঃ প্রকাশের পূর্ব্বাহ্নে অন্ত্র ও পার্শ্বদেশে বেঁদা ও ছেঁড়ার ন্যায় যাতনা, কখন অম্ল ও শ্লেষ্মা এবং কখন পিত্ত বমন, বিরক্ত ও মৌন বা সদা কষ্ট জানান। রজঃ আগুড়ী, অল্প বা বিলম্বেও প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং ঐ কালে নিদ্রাতুরতা, হাত পা পীঠ খাঁথলান, পেট্ট ব্যথা ও কনকনানি, সন্ধ্যায় গা বমি বমি, বমন, কখন কখন থুথুর সঙ্গে রক্তউঠা, টক উদ্গার, চক্ষু পার্শ্বে কালশীরা পড়া, মাড়ি বা গালফুলা, স্তনে ফুড়ুনী, শীত, হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, বুক ধড়ফড়ানি, শিরঃপীড়া, কোষ্ঠ কঠিন ও কষ্টে ত্যাগ এবং জীর্ণ হওয়া। রজঃ পরিবর্ত্তে প্রদর।

সেপিয়া—বিশেষ পুরাতন রোগে এবং কষ্টভোগে দুর্ব্বলার পক্ষে। ঋতুদ্বয় মধ্যকালে অসহ্য আদকপালে মাথা ব্যথা বা একদিককার ভ্রূর উপর ব্যথা, রজঃ প্রকাশের পূর্ব্বে অতিশয় পেট ব্যথা, শরীর কেঁপে কেঁপে

উঠা ও গায়ে কাঁটা দেওয়া। কটু প্রদল, জননেন্দ্রিয়ের আকৃতি বড় হও বোধ ও জ্বালা এবং মল ও গুহ্যদ্বার মধ্যদেশ (Perineum) টাটান। র কখন প্রচুর, দীর্ঘকাল স্থায়ী, পুনঃপুনঃ হওয়া, কখন বিলম্বেও যথোচি অল্পকাল স্থায়ী এবং ক্বচিৎ বা যথাকালে সম পরিমাণে হওয়া; কি বিলক্ষণ কষ্টদায়ক। ঋতুকালীন হাটুর নিম্ন ছিড়ে পড়া, দন্ত শুলু মাড়ি গুপগুপনি, গালফুলা, পেটে খিল লাগা, অপরিষ্কৃত দৃষ্টি, কপা ভার, নাক দিয়া থানা থানা শ্লেষ্মা পতন, ক্রমাগত নাক দিয়া রক্ত পড়া, মল গুটলে গুটলে, কখন বা ঐ সঙ্গে আম কষ্টে ত্যাগ এ মলদ্বারে যেন একটা চাপ আটকাইয়া রহিয়াছে বোধ।

কাষ্টসগ্রাণ্ড—ঋতুকালীন জরায়ুর সঙ্কোচক ব্যথা হইয়া ক্রমশঃ উ পাকাশয় ও মূত্রাধারে উঠিয়া ভয়ানক যন্ত্রণার জন্য চীৎকার ও কান্না রজের মাত্রা অল্প এবং শয়ন করিলেই বন্দ হওয়া; সন্ধ্যার থেকে থে ব্যথা ধরা। ঋতুর প্রথম দুই দিবস যন্ত্রণার একশেষ ও হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন অসম ও প্রবল, যেন কেহ উহা মুঠা করিয়া ধরিয়াছে বোধ।

কালোফিলম, থ—তলপেট ভার, সেটেধরা, জরায়ু মূত্রস্থলী মলাশ ও অন্ত্রের ভয়ানক আক্ষেপ; হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, গা বমি বমি বমন ও তলপেট ছুইলে অত্যন্ত ব্যথা।

ফলিনসোনিয়া-কা। বাধক সহ কোষ্ঠবদ্ধ বা অজীর্ণের মল, অর্শ প্রথম জরায়ুতে অত্যন্ত বেদনা হইয়া ১০।১৫ মিনিট অন্তর অঙ্গ খেঁচু এমন কি দুই তিন জনে ধরিয়া রাখা ভার।

সিমিসিফিউজা-রে—বিশেষ বাধকশূলে। অল্প বা অধিক প মাণে জমাট রক্তস্রাব, তৎকালে হাত পা কামড়ান, পীঠ ব্যথা, এবং ত হইতে উহা নিতম্ব দিয়া উরতে নামা, তলপেট পর্শিলে ব্যথা, পেটে খি লাগা ও প্রসবের ন্যায় বেদনা, মাথা ধরা, চক্ষু-গোলক অতিশয় বেদনা এ একটুকু নড়ায় বৃদ্ধি; ঋতুর পূর্ব্ব অঙ্গ খেঁচুনী, অবসানে দুর্ব্বলতা, স্নায়ুশূ ও জরায়ু বাহির হওনের উদ্যম। (১ম ক্রমের ও ১ ঘণ্টা অন্তর।)

জানুথোফিলম্-ট্রাং—কুবাঙ্গী ও গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত পক্ষে। একটী রোগে বাধকের যন্ত্রণা এরূপ ভয়ঙ্কর হয় যে, ঋতুকালীন ২।৩ দিন শয়নে বাধ্য এবং কেবল মাত্র চুরচুরে নেসা করিয়া পড়িয়া থাকা, বহুকালের পীড়ায় অনেক প্রকার ঔষধ সেবন করিলেও কিছুতেই ফল দর্শে না, ইহা ৩য় ক্রমের খাওয়ার আরোগ্য।

আসক্লেপিয়স-সি—বাধক সহ অধিক প্রস্রাব, প্রসবের ন্যায় বেদনা, অত্যল্প শোণিত ক্ষরণ।

ক্রোকস-সা—ঋতুর পূর্ব্বে কুচ্‌কি টনটনানি, পেট ব্যথা, উহার ভিতর য়েন ছিন্ন ভিন্ন হওয়া, রজঃ কৃষ্ণবর্ণ ও দড়ির ন্যায়, পেটমধ্যে যেন কিছু গড়ান বা লাফান বোধ। কষ্টকর ঋতুকালীন পাকাশয়ের উপর নীচে হেথায় সেথায় হুড়মুড়নি।

ককুলস—ঋতু খুব আগুড়ি সহ পেটে খিল লাগা; কোটাকতক কাল জমাট রক্ত, পরে প্রদর; প্রচুর পরিমাণে জমাট রজঃ ক্ষরণ পরে অর্শের যন্ত্রণা ও কষ্টকর বেগ। পেট স্ফীত, অন্ত্র মধ্যে হানা অথবা নড়িলে পেটমধ্যে তীক্ষ্ণ পাথর অবস্থিতি করিতেছে বোধ; কষ্ট জন্য মূর্চ্ছা, স্তন শীড়শীড়নি, পৈত্তিকের বমন, কোষ্ঠবদ্ধ; অথবা থেকে থেকে অল্প রজঃ ক্ষরণ, জরায়ুর আক্ষেপ, কুচ্‌কি ভার, পীঠ ব্যথা ও পায়ের দুর্ব্বলতা; অথবা ঋতু পরিবর্ত্তে রক্তপুঁজ বিশিষ্ট কলতানি ত্যাগ। বিলম্বে রজঃ এবং উহা দেখা দিবার পূর্ব্ব বুকে খিল লাগা, অঙ্গ খেঁচুনি, গা বমি বমি ও অতিশয় দুর্ব্বলতা।

বেলেডোনা—রজঃ প্রকাশের পূর্ব্বে পেটে আক্ষেপ এবং কোমর হতে উরু ও পায়ের ডিম্ব অবধি প্রসবের ন্যায় ব্যথা ও খসেপড়া। ঋতু কালীন যেন গুহ্যদ্বার দিয়া অন্তরস্থ সকল যন্ত্র বাহির হইবেক বোধ। প্রচণ্ড ব্যথা হঠাৎ ধরা, আবার হঠাৎ ছাড়া; বেদনার দরুণ মুখ চক্ষু লাল, গলার শিরা উঠা ও মাথা দপদপানি; অথবা রজঃকালে রাত্রে বুকে ঘাম, পুনঃপুনঃ জৃম্ভন, কাঁপা, পেট ব্যথা,

বুকমধ্যে কেমন করা, অতিশয় পিপাসা, নিতম্ব ও পীঠে বেদনা;
আক্ষেপ।

ব্রাইওনিয়া—প্রাদাহিক বাধক। ঋতুকালীন গা হাত বিশেষ প
ছিড়ে পড়া, নড়চড়ায় বৃদ্ধি, শীত, মাথায় অধিক রক্ত সঞ্চয়, কাশী, না
দিয়া পুনঃ পুনঃ রক্তপড়া, গা বমি বমি, পেটজ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রদ
রজ সহ কৃত্রিম ঝিল্লি নির্গত।

কাল্কা-কা—ঘন ঘন ও প্রচুর পরিমাণে ঋতু হওয়া; তৎকা
জরায়ু ও গুহ্যদ্বার ব্যথা, জ্বালা; পীঠ ও পেট অতিশয় কামড়ান ও গা
বমিবমি, মাথা নত করিলে সরিসার ফুল দেখা বা মস্তকে অধিক তা
ও রক্ত সঞ্চয়; দন্তশুলুনী; রজঃসহ ঝিল্লি নির্গত; অল্প শ্রমে কাপ
অসম্বাল প্রস্রাব। কফাংশ গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট ও মোটা পক্ষে।

ইগ্নেসা—বাধক শুল। রজঃ খুব আগুড়ি ও প্রচুর, বা অল্প; দুর্গন্ধবিশি
ও কৃষ্ণবর্ণের; জমাট রক্ত ক্ষরণ; জরায়ুর আক্ষেপ, ছিড়েপড়া, পে
সঙ্কোচক বেদনা, বুক ধড়ফড়ানি ভয়ানক মূর্চ্ছাবৎ দুর্ব্বলতা; অথব
জরায়ুর খাল লাগা এবং চাপিলে ও শয়নে উহার সমতা; এই স
মাথা ব্যথা, ভার ও উত্তপ্ত, আলোকে আতঙ্ক, পাকাশয়ের অভ্যন্ত
ফাঁকা বা খালি থাকা বোধ এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ।

প্লাটিনা—রজঃ কাল, প্রচুর ও দীর্ঘকালস্থায়ী এবং মাঝে মাঝে থা
থান বা টুক্‌রা টুকরা জমাট শোণিতস্রাব; রাত্রে পেট কনকনানি, পে
পীট ও উরুতে প্রসবের ন্যায় ব্যথা, গুহ্যদেশ স্পর্শিলে লাগা; সদা যে
ঋতু প্রকাশ হওয়া হওয়া বোধ পরে পেট কামড়াইয়া উহা দেখা দেওয়া
কোষ্ঠবদ্ধ, পুনঃপুনঃ প্রস্রাব, অস্থিরতা, কান্না, আহারে দ্বেষ, অনিদ্রা
শ্বাস খর্ব্বতা। কখন কখন ইহা ও বেল পর পর ব্যবহারে অধিক ফল হয়

সিকেল্ —বিশেষ শীর্ণ জীর্ণ পক্ষে। ঘন ঘন ও দীর্ঘকাল স্থা
ঋতু ও তৎকালে পেট ব্যথা, ছিড়েপড়া, হাত পা ঠাণ্ডা; ঠাণ্ডা ঘর্ম
অতিশয় দুর্ব্বল, নাড়ী ক্ষুদ্র বা প্রায় স্পন্দন রহিত ও রক্তঃ কাল পাতল

ও কেবল মাত্র রেড়ানকালীন ক্ষরণ; প্রতিবার রক্ত ক্ষরণ উদ্যমে জরায়ুর অতিরিক্ত কষ্টকর সঙ্কোচন।

আলুমিনা—ঋতু বিলম্বে প্রকাশ, ফ্যাকাসে ও মাত্রায় অল্প। ঋতুর পূর্ব্বে অনেক স্বপ্ন দেখা ও তৎকালে ঘুম ভাঙ্গিলে, বদনে তাপ, মাথা ব্যথা, বুক ধড়ফড়ানি; বাহ্যের কালে পেট আড়মাড়, খিমচুন ও প্রসবের ন্যায় বেদনা, কোঁত পাড়িলে যন্ত্রণাধিক্য, প্রচুর প্রদর ও যেন গুহ্যদ্বার দিয়া অন্ত্র সকল বহির্গত হওয়া বোধ। ঋতুকালীন দিবা রাত্রে অনেক বার জ্বালাকর প্রস্রাব, পেট স্ফীত, ভেদ ও পেট ব্যথা, সর্দ্দিসহ কপাল ও নাক ব্যথা এবং ক্ষরণ স্থগিত হইলেই মাথা ব্যথা; ঋতুর পর মন ও শরীরের মালিন্য এবং অল্প শ্রমেই কাতর হওয়া।

আম-কা—পেট কামড়ান ব্যথা ও অক্ষুধা হইয়া যথাকালের পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে রজঃক্ষরণ। অথবা থানা থানা কাল শোনিত ত্যাগ এবং ঐ কালে পেট ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধ ও শুলুনী বা ভেদ ও বমন মুখমণ্ডল রক্তহীন, দন্তশুলুনী ও পাখুরাদ্বয়ের মধ্যদেশে ব্যথা ও খাললাগা; অথবা কোমর ছিড়া ও পেট খসেপড়া।

আম মর—যথা সময়ের পূর্ব্ব পেট ও কোমর ব্যথা এবং রাত্রে অধিক মাত্রায় শোনিত ক্ষরণ। ঋতুকালীন ভেদ, বমন, পেটে খাল লাগা ও অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব, পীঠ ব্যথা, পায়ের পাতা ছিড়েপড়া।

আসারম—রজঃ ক্ষরণ কালীন অত্যন্ত কোমর ব্যথা এবং তজ্জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের আতিশয্য।

বারাইটা-কা—অল্প রজঃ ক্ষরণ বা প্রচুর ও আগুড়ি। ঋতুর পূর্ব্ব মাড়ি ফুলা, দন্ত শুলুনী ও প্রদর অথবা পেট ব্যথা ও হাত পা ফুলা। ঋতুকালে অধঃকুন্তল প্রদেশে ভার বোধ, পেট খিমচুনি, কনকনানি।

বারবেরিস-ভ—অল্প ও পাতলা ধূসরবর্ণের শোনিত এবং ক্ষরণ কালীন বিলক্ষণ কষ্ট, কোমর ও নিতম্ব ব্যথা; মূত্রাধার, উরু বা পায়ের

ডিম্ব, কখন কখন মাথা বা সর্ব্ব শরীর ব্যথা; পেট স্ফীত, বাম পার্শ্ব ফুড়ুনি, মলদ্বার জ্বালা।

বোরাক্স—ঋতুর পূর্ব্ব বিশেষ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বুকের ডান দিক ভার; ঋতুকালীন পাকাশয় হতে কোমর পর্য্যন্ত ব্যথা ও গা বমি বমি, কাণ মধ্যে ভন্‌ভন্ শব্দ এবং কুচকি প্রদেশ ছিড়াপড়ার ন্যায় যন্ত্রণা।

বোভিস্টা—ঋতুর পূর্ব্বে উদরাময় ও পেটখসে পড়ার ন্যায়; রজঃ খুব আগুড়ি ও প্রচুর অথবা বিলম্বে, অত্যল্প ও অল্পাকল স্থায়ী এবং কেবল রাত্রে ক্ষরণ; রজঃকালীন মাথাধরা, দন্তশুলুনী, পেট ও কুচকি ব্যথা।

ব্রোমাইন—ঋতুকালীন গুহ্যদ্বার দিয়া শব্দবিশিষ্ট কদর্য্যবায়ু নিঃসরণ। ঐ কালে ৬ হইতে ১২ ঘণ্টা পেটে সংঙ্কোচক আক্ষেপ ও তজ্জন্য ঐ প্রদেশ টাটান; রজঃসহ ঝিল্লি ত্যাগ। ঋতু পূর্ব্ব প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা সাদা খাকরি বিশিষ্ট মূত্রত্যাগ।

কান্থারিস—রজঃ সহ ঝিল্লী পতন ও বিশেষ যন্ত্রণা এবং ঐ সঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

কার্ব্বো-ভে—ঋতু প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্ব গুহ্যদেশ, কাঁদ, ঘাড় বা পুরাতন চর্ম্ম রোগের অত্যন্ত চুলকুনি এবং তলপেট হইতে কোমর পর্য্যন্ত সেটেধরা, মাথাধরা, প্রদর, পেট ব্যথা। ঋতুকালীন পেট কনকনানি, যেন ছুরি দিয়া হানা, পীঠ ব্যথা ও হাঁড় খেথলান, দন্তশুলুনী, বমন, হাত ও পায়ের তলা জ্বালা।

কাস্টোরিয়ম—যাহাদিগের সর্ব্ব প্রথম ঋতু হইতে কষ্ট, অনিয়মিত সময়ে উহা প্রকাশ; রজঃকালীন উরু হইতে আরম্ভ হইয়া ব্যথা সর্ব্বাঙ্গে কম বেশী বিস্তৃত হওয়া; পেট ও কোমর কনকনানি ও ঘুমন্ত রাগের বাক্য কহা।

কষ্টিকম—ঋতুকালীন পেট ব্যথা, কোমর ছিড়েপড়া ও খেথলান ও ডেলা ডেলা রক্তভাঙ্গা; ঐ কালে মাথা ঘোরা ও সর্ষপের ফুল দেখা;

নড়া চড়ায় যাতনা বৃদ্ধি ; বাম স্তনের নিম্নে খোঁচা ও রাত্রে শোণিত ক্ষরণ বন্ধ ; ভেদ ও পেট কনকনানি। রজের পূর্ব্ব বিমর্ষ, উদ্বিগ্নকর স্বপ্ন, পেট সেটধরা ও পার্শ্বদেশ ব্যথা।

চাইনা—ঋতুকালীন অঙ্গ খেঁচুনী বুক ও পেটে খাললাগা ; পেট বিলক্ষণ ভার ফুলা ও ব্যথা বিশেষ বৈকালে, কিন্তু উদ্গারে স্বস্তি হয় না, কাণ মধ্যে শব্দ, গলার শিরা দপদপানি, মূর্চ্ছা। অধিক রস রক্ত ক্ষয়ের দরুণ পীড়ায় বিশেষ ফলদায়ী।

কলসিন্থ—পেটে খাললাগা দরুণ পা বুকের দিকে তোলা, অস্থিরতা গোঁয়ান ও আক্ষেপ উক্তি, আহার বা পানে কখন কখন যন্ত্রণা বৃদ্ধি।

ক্রিয়োসোট—ঋতুকালীন ও পূর্ব্ব ভাল শুনিতে না পাওয়া ও মাথা মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ, রজঃ প্রচুর, তাহার পরই কটুঘ্রাণের কলতানি বা জমাট টুকরা টুকরা রক্তপড়া সহ গুহ্যঅঙ্গ চুলকুনি ও কুটকুটনি, ঐ সঙ্গে কম বেশী পেট ও কোমর ব্যথা কিন্তু ঋতু অবসানে পেট বিশেষ কুচকির প্রচণ্ড আক্ষেপ।

হাইয়সিমস—ঋতুকালীন ক্ষিপ্তপ্রায়, হাত পা কাঁপুনী, প্রস্রাব প্রচুর ও বেগ ধারণে অক্ষম, অতিশয় মাথা ব্যথা, প্রচুর ঘর্ম্ম ও গা বমিবমি, ইন্দ্রিয় উত্তেজনা, গুহ্যদ্বার ব্যথা ও জ্বালা এবং রজঃ পূর্ব্ব ক্রমাগত একলাগাড় হাসি, অঙ্গখেঁচুনি, পেট ব্যথা।

ইপিকা—নাভি সন্নিহিত দেশে ব্যথা এবং ঐ স্থান হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া ; পেটের বাম হইতে ডান দিকে নিয়ত কনকনানি সহ গা বমিবমি।

হাইপারিকম—বিলম্বে রজঃ, প্রকাশ ও জরায়ু প্রদেশ যেন শক্ত করিয়া বাঁধা রহিয়াছে বোধ।

আইওডিয়ম—ঋতুর পূর্ব্ব মস্তকে তাপ, বুক ধড়ফড়ানি, ঘাড়সেটে ধরা এবং যেন উঁহা অধিক পুরু হইয়াছে বোধ ; প্রতি সৌচকালীন

জরায়ু হইতে রক্তভাঙ্গা ও পেট কনকনানি এবং কোমর পীঠ ও পার্শ্বদেশ ব্যথা।

মিউরিয়াটিক-আ—ঋতুকালীন নিস্তব্ধ ও খেদান্বিত, যেন তাহার মৃত্যু উপস্থিত; বলী এরূপ টাটান যে স্পর্শ করা ভার।

নেট্রম-কার্ব—ঋতুর পূর্ব্ব ঘাড় সেটেধরা ও শক্ত হওয়া, মাথা ব্যথা ও তলপেট কনকনানি, রজঃকালীন মাথা ছিড়েপড়া ও টনটনানি, প্রত্যুষে পেট ফাঁপা ও সামান্য ভেদ হইয়া উহার সমতা; কেবল দিবসে অত্যন্ত কোমর ব্যথা, ডান নিতম্ব খেঁথলান ও ছিড়েপড়া, ক্লান্ত, গা বমি বমি, শীত, যেন উদর স্থিত যন্ত্র সমস্ত খসিয়া পড়িবেক বোধ, সন্ধ্যায় দাঁতে দাঁতে ঠকঠকানি।

নেট্রম-মর—ঋতুর পূর্ব্ব খেদান্বিত, বিরক্ত, মুখ দিয়া মিষ্টজল ও থুথুর সঙ্গে রক্তউঠা, অতিরিক্ত ক্ষুধাবোধ, পাকাশয় ব্যথা, ঋতুকালীন পূর্ব্ব ও পর শিরঃপীড়া! রজঃ আরম্ভে নাক বন্ধ, রজঃকালীন বস্তি প্রদেশের উপরে ঠাণ্ডা, অন্তরে গরম; দাঁত ছিড়েপড়া ও ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় ফুড়ুনি, কোঁকে আক্ষেপ, অতিরিক্ত বিমর্ষ ও খেদান্বিত, উহার ২য় দিবসে প্রাতে জ্বর অতিরিক্ত পিপাসা ও এককালে নিদ্রার অভাব; জরায়ুর খাললাগা এবং কুচ্‌কি জ্বালা ও কন্‌কনানি, ঋতু অবসানে মাথা ভার ও জড়তা। প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথা ধরা।

নেট্রম-সল্‌ফ—বিলম্বে অল্প রজঃ সহ পেট ব্যথা ও ঐ সঙ্গে রক্ত মাখান ডেলা ডেলা মলত্যাগ। অথবা প্রত্যুষে পেট খিমচুনি এবং বৈকালে বেড়ানকালীন পুনঃপুনঃ প্রচুর কাল রক্ত ক্ষরণ। ঋতুকালীন বৈকালে শীত।

নিকোলম—বিলম্বে অল্প রজঃক্ষরণ ও অল্পকাল স্থায়ী। ঋতুকালীন পেটফুলা ও ব্যথা, কোমর বেদনা, দুর্ব্বলতা ও চক্ষু জ্বালা।

নাইট্রি-আ—ঋতুর পূর্ব্ব হাত পা খেঁথলান, মাথা বেদনা, পেট ব্যথা; রজঃকালীন তলপেটে অতিরিক্ত খাললাগা, যেন ফেটে পড়িবেক, সহ

নিয়ত উদ্গার ও যেন আভ্যন্তরিক যন্ত্র গুহ্যদেশ দিকে নাবিবেক বোধ ; কোমর ব্যথা, নিতম্ব হতে উরুদেশ পর্য্যন্ত সেটেধরা ; চক্ষুজ্বালা, মাড়ি ফুলা, দন্তশুলুনি, বুক ধড়ফড়ানি ও এরূপ দুর্ব্বল যে বাক্য কহিতে বা শ্বাস টানিতেও কষ্টবোধ ; হাত পা কাপুনী।

নক্স-ম—ঋতুর পূর্ব্ব যেন কোমরের অভ্যন্তর হইতে একটুকু কাষ্ঠ বাহির দিকে চাপিতেছে পরে রজঃ ক্ষরণ সহ মাথা ধরা, পাকাশয় চাপুনি, মুখ দিয়া জল উঠা, যকৃদ ব্যথা এবং নাভি হইতে অধোভাগ যেন খসেপড়া, শোণিত ঘন ও কৃষ্ণবর্ণের।

নক্স জগ—ঋতু খুব আগুড়ী। প্রকাশের পূর্ব্ব জরায়ুর চাপুনী ও সেটেধরা পরে অধিক পরিমাণে কালচাটে রজঃ ক্ষরণ এবং অনেক সময় ঘীনাথানা হয়ে পতন।

পিট্রোলিয়ম—ঋতুকালীন হাতের চাটু ও পায়ের তলা গরম ও জ্বালা ; কাণ মধ্যে সাই সাই ওটুনটুন শব্দ ; উরু ছিড়েপড়া ; পায়ের স্থানে স্থানে দাগ ও উহা ছুইলে ব্যথা ; অঙ্গ থেথলান ও অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা, শোণিতলাগা জন্য জননেন্দ্রিয়ের চুলকুনি।

ফাইটোলকা-ডি—বন্ধ্যার ঋতুকালীন অতিরিক্ত পেট ব্যথা। রজঃ প্রচুর ও পুনঃপুনঃ ক্ষরণ সহ অশ্রু, থুথু, পিত্ত ও প্রস্রাব অধিক পরিমাণে ত্যাগ।

ফস-আ—ঋতুকালীন য়কৃদ ব্যথা। রজঃ আগুড়ি দীর্ঘকাল স্থায়ী ও কৃষ্ণবর্ণের। জরায়ু অতিরিক্ত স্ফীত হওয়া এবং ঋতুর পর জর্দ্দা প্রদর।

প্লম্বম-মে—পেটে ব্যথা ধরিলেই ঋতুবন্ধ এবং বেদনা স্থগিত হইলে পুনঃ প্রকাশ অথবা পুনঃ রজঃ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকা। যেন পেট হতে পীঠের দিকে সেটেধরা ও অতিশয় বিমর্ষ।

রস-টক্স—ঋতুকালীন সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট, নড়ায় স্বস্তি ; রাতগ্রস্তদের রজঃসহ কৃত্রিম ঝিল্লি ত্যাগ ও প্রসবের ন্যায় ব্যথা। অঙ্গে চুলকুনি ও সরস ফুসকুড়ি ; স্নায়ে এগোড়ওগোড় করা।

সাবিনা—উর্জ্জল লাল রজঃ ক্ষরণ। কষ্টকর ঋতু, পীঠ ও কোমর হ জরায়ু দিয়া ব্যথা উরুদেশ পর্য্যন্ত নামা; প্রচণ্ড পেট ব্যথা। প্রস্রাব বন্ধ বা অত্যল্প ও কষ্টে ত্যাগ, নড়ায় রক্তস্রাব এবং ঋতু দীর্ঘ কাল থাকা।

কালী-বাই—ঋতু আগুড়ী, মাথা ঘোরা ও ব্যথা, গা বমিবমি ও জ্ব বোধ, প্রস্রাব এককালে বন্ধ বা স্বল্প ও লাল।

কালী-কা—ঋতুর পূর্ব্ব শীত, হাত পা কাঁপা ও পেটে খাললাগ, গাল এবং মাড়ি ফুলা অথবা তাপ পিপাসা, অনিদ্রা। রজঃকালীন প্রাণে মাথা ব্যথা ও ভার আহারান্তে গা বমিবমি, বমন, পেট কনকনানি, কাম্ড়ানি, কোমর ভার; কর্ণ ফুড়ুনি, দন্তশুলুনী, সর্ব্বাঙ্গ চুলকুনি, এবং ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ নেচে নেচে উঠা। শোণিত কদর্য্য কটুঘ্রাণবিশিষ্ট এবং উরুতে লাগিলে উহা হাজা ও তথায় ফুস্‌কুড়ি।

কালী-হাই—ঋতুকালীন সদা গা কেঁপে কেঁপে উঠা, হাত বরফবৎ ঠাণ্ডা, তলপেট কামড়ান, কুচ্‌কিদ্বয় ও উরুত থেঁথলান; ঐ সময় ঠাণ্ড দুধপানে যাতনা বৃদ্ধি। রজঃ প্রকাশ পূর্ব্ব ঘন ঘন প্রস্রাব বেগ কিন্তু একবার রক্ত দেখা দিলে আর ঐরূপ থাকে না।

কালী-নাই—কালীর ন্যায় এবং ঘন প্রচুর রজঃসহ অত্যন্ত পেটব্যথা।

লাকেসিস—ঋতুর পূর্ব্ব মাথা ঘোরা ও ব্যথা, নাক দিয়া ফোটা কতক রক্তপড়া; বিলম্বে অল্প, ক্ষণবিলুপ্ত রজঃক্ষরণ, ঐ সঙ্গে দন্তশুলুনী শোণিত যত কম ততই ঐ যন্ত্রণা বৃদ্ধি; অথবা মলদ্বার দিয়া আম রক্ত ও পুঁজ ত্যাগ সহ শুলুনী, পেট হতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালা, নাক দিয়া রক্তপাত। রজঃ দেখা দিলে পেট ছিড়াপড়া, মাথা টনটনানি, ঝোঁক হতে নিতম্বদেশে প্রসবের ন্যায় ব্যথা, নিতম্ব টাটান এবং অধিক রক্ত ভাঙ্গিয়া ঐ সকল যন্ত্রণার সমতা। বাম ডিম্বকোষে বেদনা আরম্ভ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া এই ঔষধের একটী বিশেষ লক্ষণ। প্রৌঢ়াবস্থা উত্তীর্ণ হওয়ার পর কালের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী।

লাক্রাসিস্নেস—অধিক রজঃ সহ দন্তশুলুনী, পেট ব্যথা, ব্রহ্মতালু ছিড়েপড়া; বুকের ভিতর কিম্ভূতপ্রকার হওয়া, খাবি খাওয়ার ন্যায়।

লোবেলিয়া—ঋতুকালীন ত্রিকাস্থি বা নিতম্ব হাড়ে অতিরিক্ত বেদনা, জ্বর, জনযন্ত্র ভার বিশেষ রজঃ ক্ষরিতে ক্ষরিতে বন্দ হওয়ার পর।

লাইকপডিয়ম—ঋতুর পূর্ব্ব পেটফুলা, শীত, বিমর্ষ ও মাদামারা, চক্ষু পুত্তলিকা বিস্তীর্ণ, আবলতাবলবকা, শীত, জ্বর, পা ভার ও পাতাফুলা; ঋতুকালীন গুহ্যদেশ অনবরত চুলকুনি ও ফুলা বোধ, দুই রগ যেন স্ক্রুকরা হইতেছে ও কপাল ফেটেপড়া ও তৎকালে অঘোর থাকা, পীঠ ব্যথা হাত তুলিতে অশক্ত, বাম কোঁকে হুড়হুড়নি ডাকা, পেটের ডান হইতে বামে বিচুনি; অতিরিক্ত ক্ষুধা বা অল্পাহারে তৃপ্তি।

মাগ্নিসিয়া-কা—ঋতু পূর্ব্ব রাক্ষসবৎ ক্ষুধা পরে পাকাশয় ব্যথা; গা বুমি বমি ও পুনঃ পুনঃ উদ্গার, কোমর খেঁৎলান ও কনকনানি বিশেষ বসিয়া থাকিলে, গলা ব্যথা, শোণিত গাঢ় ও কাল, ক্ষরকারী ও আলকাতরার ন্যায় কষ্টে ধৌত হয়; ঋতুকালীন কখন ব্রহ্মতালু, কখন মাথার পার্শ্ব কখন বা ঘাড় ছিড়েপড়া, প্রাতে চক্ষু কোণ জোড়ালাগা সহ মাথা ভার, মুখে জল উঠা, ডান কাঁধ ব্যথা ও হাত তুলিতে অশক্ত, গা বমিবমি, ভেদ, অত্যন্ত পেট ব্যথা, নাভির চতুঃপার্শ্বে পেট কনকনানি ও বায়ু নিঃসরণে সমতা, বেড়াইলে হাটু ও শয়নে পায়ের পাতা ব্যথা, শীত, দুর্ব্বলতা। বেদনা না থাকা ও নিদ্রাকালীন মাত্র রক্তঃ ক্ষরণ।

মাগ্নিসা মর—রজঃ আগুড়ি ও অধিক এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে কাল থানা থানা রক্ত ক্ষরণ, ঋতু পূর্ব্বপ্রদর। ঋতুকালীন সদত জৃম্ভন, রজঃ ক্রমে অধিক হইতে থাকা, বেড়ান কালীন পীঠ ও বসা অবস্থায় উরু ব্যথা এবং কোঁক খসেপড়ার ন্যায়। রজঃকালীন কোমর ও উরু ব্যথা।

মাগ্নিসা-সল্‌ফ—ঋতুকালীন অতিশয় মাথা ভার, কোমর ব্যথা, বেড়ান কালীন কোমর ও বসিয়া থাকিলে কুচকি অধিক ব্যথা। রজঃ দুই দিবস প্রকাশের পর দুই দিন বন্দ পরে পুনঃ দেখা দেওয়া।

মার্কসল—ঋতুর পূর্ব্ব গাত্র তাপ ও মস্তকে অধিক রক্ত সঞ্চয়। রজঃকালীন চিত্তোদ্বেগ, জিব লাল, মধ্যে মধ্যে কাল দাগ ও উহার জ্বালা, নোস্তা তার, মাড়ি ভেদভেদে ও দন্তের অতিরিক্ত যাতনা, ঢল ঢল করা ও বড় হওয়া বোধ, মুখআসার ন্যায় লাল পড়া ও নিশ্বাসেপারার গন্ধ।

সার্সাপারিলা—ঋতুর পূর্ব্ব, কপালে জ্বালাকর চুলকনা ও রস বিশিষ্ট ফুস্‌কুড়ি; রজঃকালীন পেট খিমচুনি, কোমর কামড়ানি, ডান নিতম্ব অধদেশ টাটান ও প্রস্রাব ত্যাগে ইচ্ছা।

সানগুই নেরিয়া-কা—ঋতুকালীন মস্তক ও কপালের ডান দিক ব্যথা, যেন চক্ষু ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবেক, সন্ধ্যায় পেট ফুলা এবং জরায়ু ও গুহ্যদ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণ, জরায়ুর গ্রীবার মুখ ফাঁক থাকা ও তৎকালে ব্যথার ছটা ঘাড় হতে মাথায় উঠা। অথবা যাহাদিগের পুনঃপুনঃ ঋতু হয় এবং যাহাদিগের মস্তক জকদ্বদ ও ফুর্সফুসে অধিক রক্ত সঞ্চয় হইয়া ঐ ঐ অঙ্গের উপসর্গ হয়।

সিসিলা—ঋতুকালীন ও পূর্ব্ব কোষ্ঠবদ্ধ যেন মলাশয়ের নির্গত করণের শক্তির অভাব হইয়াছে, বা ভেদ, ভ্রূর উপর টন টন করা। রজঃ উপস্থিত হইলে পায়ের পাতা বরফবৎ ঠাণ্ডা ও মাঝে মাঝে সর্ব্ব শরীর শীতল হওয়া, গুহ্যদেশ জ্বালা ও টাটান এবং উরুতে ফুসকুড়ি হওয়া, পেট ব্যথা, পাখুরাদ্বয় মধ্যদেশ টেনেধরা, বুকের ভিতর কেমন করা সহ আত্মহত্যার ভাব মনে হওয়া।

স্পঞ্জিয়া—ঋতু পূর্ব্ব সমস্ত দিন পীঠ ব্যথা, পরে বুক ধড়ফড়ানি, রজঃকালীন হাত পা সেটেধরা।

ষ্টানম—ঋতুপূর্ব্ব হনু স্পর্শিলে ব্যথা এবং রজঃকালীন মুখ নাড়ায় কষ্ট। জরায়ুর খাললাগা, ভয়ানক শিরঃপীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে ক্রমে কমা।

ষ্ট্রামনিয়ম—ঋতুকালীন শরীরে শুক্র ন্যায় গন্ধ, তৎকালে অধিক বকা এবং পেট ও হাত পা সেটেধরা।

সল্‌ফর—ঋতুর পূর্ব্ব নিদ্রাবস্থায় বুক চাপা, যেন বুকের উপর কে বসিয়া রহিয়াছে। রজঃ কালীন পেট ও গুহ্যদ্বার চুলকুনি, পিপাসা, জিব শুষ্ক, রজঃ বিলম্বে প্রকাশ সহ পেট ও কোমর ব্যথা। রজঃ ঘন কাল ও কটু, তৎকালে অন্ত্র সমস্ত যেন গাইট গাইট হয়ে পেট মধ্যে ঝুলিতেছে বোধ ও যাতনা জন্য উঠিয়া বসা, মাথা গরম, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা।

খুজা—ঋতু পূর্ব্ব অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, রজঃ অল্প ও ত্যাগকালে বাম কোঁক ও ডিম্বকোষে ভয়ানক ব্যথা জন্য সয়নে বাধ্য।

ভেরাট্রম-আ—ঋতুর পূর্ব্ব নাক দিয়া রক্তপড়া, মধ্যাহ্নে মাথা ঘোরা ও রাত্রে ঘাম। রজঃ কালীন কাণ মধ্যে ভন ভন শব্দ, হাত পা ব্যথা ও অতিশয় পিপাসা, গা বমি বমি, বমন ও ভেদ অথবা কেবল ভেদ ও শীত, মাথা ছিড়েপড়া বিশেষ প্রাতে, গা হাত ব্যথা এবং ঋতুর শেষা-শেষি দন্ত কিড়মিড়নি ও বদন নীলাভ হওয়া।

জিংকম—ঋতুকালীন হাত পা ভার, হাটুতে মোচড়ান ন্যায় ব্যথা, পাকাশয় হটাৎ সেটেধরা, গুহ্যদেশ কুড়নি, কুটকুটনি ও চুলকুনি ও ঐ অঙ্গ ফুলা বোধ; পেট স্ফীত, চক্ষু টাটান, জমাট রক্ত ক্ষরণ বিশেষ বেড়ান কালীন।

হামেমেলিস—ঋতুকালীন কোমর তলপেট ও পা অতিরিক্ত ব্যথা, সমস্ত মাথায় কষ্ট এবং ১২ হতে ৩৬ ঘণ্টাকাল নিদ্রা।

ট্রিলিয়ম-পে—প্রচুর জলবৎ লালচে রজঃ ক্ষরণ এবং ঐ সময়ে মাথা ঘোরা, দৃষ্টির অস্পষ্টতা, বুক ধড়ফড়ানি, পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা ও অতিশয় বল ক্ষয়।

সেলিসিও-আ—অল্প বা অধিক রজঃ ক্ষরণ সহ প্রস্রাব যন্ত্রণা।

আপোসাই-আ—বাধক সহ প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব ত্যাগ।

অষ্টিলাগো-মা—বাধক। জরায়ুতে অধিক রক্ত সঞ্চয় ও ডিম্বকোষের স্নায়ুর উত্তেজনা জন্য, ডিম্বকোষ, জরায়ু ও পীঠে থেকে থেকে অতিশয় ব্যথা।

কার্য্যে-অ—ঋতু কালীন কোমর কুচ্‌কি ও উরুতে অতিরিক্ত চাপুনী এবং বৃথা উদ্গারের ইচ্ছা। রজঃ দেখা দিলে শরীর আড়া মোড়া ভাঙ্গা ও জৃম্ভন এবং এরূপ শ্রান্ত বা দুর্ব্বল বোধ যে কথা কহনে কষ্ট বা অক্ষম।

MENORRHAGIA AND METRORRHAGIA.

অধিক রজঃ ক্ষরণ ও প্রচুর রক্তভাঙ্গা।

জরায়ু হইতে অধিক শোণিতস্রাব প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত ব্যাধিদ্বয়কে এক জাতীয় রোগ কহা যাইতে পারে, আবার প্রথমটী কেবল ঋতুকালীন ক্ষরণ অপরটী অন্য সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন কারণে উপস্থিত হওয়ায় পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পীড়া বলিয়া গণ্য করেন। রোগের লক্ষণের সহ ভৈষজ্যের গুণের সৌসাদৃশ্য থাকিলেই হোমিওপেথিক চিকিৎসায় উহা প্রয়োগ বিধি সেই নিমিত্ত আমরা উভয় প্রকার ব্যাধিকে পৃথক পৃথক রূপে বর্ণন না করিয়া এক স্থলেই ঔষধের গুণ লিখিলাম, অনুরূপ পীড়ায় ব্যবহার করিলে অবশ্যই ফল লাভ হইবেক।

রজঃঅধিক পীড়া সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়। এক প্রকার রজঃ স্বাভাবিক গুণবিশিষ্ট থাকে, কেবল মাত্রায় অধিক বা পুনঃ পুনঃ হওন অথবা এক কালে উভয়ই হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ গর্ভ ধারণ বা পাত, অধিক সম্ভোগ, বহুদিন পর্য্যন্ত সন্তানকে স্তন দেওয়া, ঠাণ্ডী লাগা, অতিরিক্ত রাগ, শোকাদি কারণে এই প্রকার রোগ দেখা দেয়। সমস্ত ঋতু কালীন ইহাদিগের রজঃ থেকে থেকে ও বেগে ক্ষরে অথবা ১।২।৩ সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত একলাগাড়ে থাকে কিম্বা স্বাভাবিক কাল থাকিয়া প্রদল দেখা দেয় এবং ২।৩ সপ্তাহ পর পুনঃ ঋতু প্রকাশ। এইরূপ ক্রমান্বয়ে হইতে থাকিলে ক্রমে বল ক্ষয় অবসন্নতা, কার্য্যে অনুদ্যম, কোটিদেশ, তলপেট ও নিতম্বের দুর্ব্বলতা, রগ দপদপানি, মাথা

ধরা ও ঘোরা, কাণ মধ্যে শব্দ, গা শীত শীত, বুক ধড়ফড়ানি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয় এবং এ অবস্থার প্রতিকার না হইলে উদরাময়, শোথ, মৃগী, মধ্যে মধ্যে ভ্রমি, কাণ মধ্যে নানা প্রকার শব্দ শুনা ও বুদ্ধির জড়তা প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পায়। কখন কখন বসন্ত, টাইফস (পিত্তশ্লেষ্মা) বিকার, ওলাউঠা, ফুসফুস প্রদাহ প্রভৃতি রোগে প্রচুর রজঃ ভাঙ্গে এবং ইহার পরই ত্বক নাসিকা ও মলাশয় হইতে রক্তস্রাব হয়। এ অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ, কিন্তু হোমিওপেথি চিকিৎসায় ইহা একান্ত দুঃসাধ্য নহে।

অপর এক প্রকার রোগে রজঃ সহ রক্ত তরল ও খানা খানা এবং প্রচুর পরিমাণে ক্ষরণের দরুণ বামাকে ক্ষীণ ও কাবু করে। ঋতুর পূর্ব্ব জরায়ু প্রদেশ ভার ও সেটেধরা, বস্তিপ্রদেশের বাহিরে ফুলা ও টাটান ও অভ্যন্তরে দপদপানি, স্তন ব্যথা, মাথা ভার, পীঠ, কোমর এবং চলাফেরায় পায়ের ব্যথা, শীত, অক্ষুধা, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, শরীর মাটি মাটি এবং থেকে থেকে খিট্‌খিটে স্বভাব হয়। ঋতুকালীন ঐ সমস্ত উপসর্গ সঙ্গে জ্বর থাকে এবং প্রচণ্ড বেগে শোণিত ক্ষরণে হয় ত উহার সমতা হয়; অথবা প্রচুর ও তৎসঙ্গে জমাট রক্ত ত্যাগে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে, এরূপ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকিলে রক্তহীনতার উপদ্রব সমস্ত দেখা দেয়, সর্ব্বাঙ্গ শাকবর্ণ, এককালে দুর্ব্বল, নড়িতে বা কথা কহিতে মূর্চ্ছা, দৃষ্টির খর্ব্বতা, তিলের ন্যায় কাল কাল দাগ সম্মুখে দেখা, কাণ মধ্যে টুন টুন শব্দ, প্রলাপ, গলার শিরা দপদপানি, শ্বাস কষ্ট, সামান্যে বুক ধড়ফড়ানি, নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল এবং সর্ব্বশরীর শীতল। কাশিতে, হাঁচিতে, বসিতে বা পাশ ফেরায় শোণিত বেগে নিঃসরণ হয়। রোগী ঘন ঘন মূর্চ্ছাপন্ন হইতে থাকে।

তৃতীয় প্রকারে—জরায়ুর কোন আভ্যন্তরিক রোগ থাকিলে অথবা অধিক বয়ক্রমের দরুণ ঋতু বন্দ হওনের প্রাক্‌কালে পূর্ব্ব দুই রকম অপেক্ষা প্রচুর শোণিত ক্ষরে এবং অধিক দিন থাকে ও কখন কখন

ভয়াবহ হয় এবং অনেক সময় ইহার পূর্ব্ব বা পরে জলভাঙ্গা বা প্রদর নির্গত হয়। কখন কখন ঋতু একলাগাড়ে হইয়া মাসকতক ক্ষরিতে থাকে, মধ্যে মধ্যে বিরামকালীন প্রদর বা জল ভাঙ্গা এবং ঐ সময়ে জরায়ুর আকার বৃদ্ধি, স্ফীত ও স্পর্শিলে ব্যথা, কামড়ান, ছেড়া ও ভার এবং কোমর ব্যথা ও ভার। এককালে বলক্ষয়, প্রস্রাব কষ্ট, গা বমি বমি, কোষ্ঠবদ্ধ বা ভেদ, মুখ চক্ষু বসা ও বিশ্রী হওয়া, পা ফুলা ও ঠাণ্ডা।

ঋতু ভিন্ন জরায়ু হইতে নিম্নের কারণ বশতঃ প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল লাল বা কৃষ্ণবর্ণের রক্ত ক্ষরিয়া থাকে, যথা আঘাত, চোটলাগা, অধিক বয়স্ক স্বামী সহবাস, অতিরিক্ত মনের উত্তেজনা, অপরিমিত শ্রম, কৃমি, বস্তিপ্রদেশ অভ্যন্তরে গোঁজ বা আব, জরায়ু মধ্যে ক্ষত থাকা, প্রসবের পর বা ফুল বাহির না হওন নিমিত্ত এবং প্রৌঢ়াবস্থা উত্তীর্ণ হওনের পর, এককালে ঋতুবন্দ হইবার প্রাক্‌কালে, অধিক রক্ত ভাঙ্গিয়া থাকে। বিপরীত কারণ হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। অতিরিক্ত শারীরিক উত্তেজনা জন্য ধমনীর উজ্জ্বল লাল রক্ত ক্ষরে এবং নিস্তেজক ক্ষুণ্ণ ও বল ক্ষয়কারী কারণে কাল দড়ি দড়ি বা ডেলা ডেলা রক্ত ভাঙ্গে। অনেকের ধাতু বিকৃতি বশতঃ কাহারও বা আহার দোষে অর্থাৎ অধিক লবণ বা ক্ষার (Potash) ব্যবহার জন্য রক্ত অধিক তরল হইয়াই এইরূপ হয়।

সর্ব্ব প্রথম কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা অন্যথা করিতে যত্নবান হইবা, পরে স্রাব বন্ধ করণের যথা যোগ্য ঔষধ দিবে। রোগীকে বিশুদ্ধ বায়ু পরিচালিত গৃহে, কঠিন শয্যায় নিতম্বর নিম্নে বালিস দিয়া মস্তক ও স্কন্ধদেশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ করিয়া শয়নাবস্থায় স্থিরভাবে রাখিবা। ঘরে কোন গোলমাল বা জনতা হইতে দিবা না, বস্তিপ্রদেশে ঠাণ্ডা জলের পটী সদা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে থাকিবা। গাত্রে অধিক আবরণ রাখিতে দিবে না। উপসর্গ ভয়াবহ হইলে নিম্ন ক্রমের ভৈষজ্য ২০।৩০ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করা যাইতে পারে, সমতা

বুঝিলে ৩।৪ ঘণ্টা বা অধিক কাল অন্তর দেওয়া বিধি। অনুগ্র লঘু অথচ সবলকারী পথ্য, লবণাক্ত জলে কোমর ও তলপেট ধৌত করা, আগুণের কাছে কিছুকাল যাইতে না দেওয়া, অধিক রাত্রি জাগরণ না করা, অল্প অল্প ব্যায়াম এবং স্বতন্ত্র শয়ন এই সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শোণিত বন্ধ হইলে ধাতু প্রকৃতিস্থ করণের ঔষধ দিবে। ডাক্তর হার্টমান পশ্চাৎ লিখিত ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন।

একদিন সন্ধ্যায় নক্স, ৩৬ ঘণ্টা পরে চাইনা এক এক মাত্রা এইরূপ ২।৩ পালা খাওয়াইয়া পরে ঋতু না হওন পর্য্যন্ত সল্‌ফর এবং ২ দিন পর কাল্কা এক এক মাত্রা পর্য্যায়ক্রমে দিতে থাকিবে। এ অবস্থায় গরম পানীয় বা আহার সর্ব্বতোভাবে দেওয়া অবিধি।

ইপিকা—প্রচুর পরিমাণে ও একলাগাড়ে উজ্জ্বল লাল, পাতলা, মাঝে মাঝে ডেলা বিশিষ্ট শোণিত ক্ষরণ সহ নাভিপ্রদেশ কনকনানি, সদা গা বমি বমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিরাম অভাব এবং বমনেও উহা নিবৃত্ত না হওয়া, শীত, কাপুনি। গর্ভাবস্থায় জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব। ঋতুকাল ভিন্ন অপর সময়ে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব সহ নাভি প্রদেশ কনকনানী বা গা বমি বমি। গর্ভস্রাব বা ফুল বাহির হওয়ার পর ভয়াবহ রক্তভাঙ্গা পক্ষে বিশেষ ফলদায়ী।

ক্রোকস—আগুড়ী ঋতু। প্রচুর পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণের শোণিত ক্ষরণ ও ত্যাগকালে উহা দড়ীর ন্যায় হওয়া। রজঃ ক্ষরণ বা রক্তভাঙ্গা কালীন হৃৎপিণ্ড সন্নিহিত বা পাকাশয়ে বা পেটে যেন কোন স্বজীব পদার্থ নড়িতেছে বা লাফাইতেছে বোধ, বুক ধড়ধড়ানি, নিদ্রা উপস্থিত হওন কালীন চমকান।

ঋতু হওনের কালে নৃত্য, অধিক শ্রম, উত্তেজক পানীয় ব্যবহার, হঠাৎ ও অতিরিক্ত ভয় জন্য রক্তভাঙ্গা অথবা গর্ভস্রাব বা ফুল বাহির হওনের পর অতিরিক্ত শোণিতস্রাবে ব্যবহার্য্য। কামো বা চাইনার পর অনেক সময় ব্যবহার্য্য।

চাইনা—প্রচুর শোণিত ক্ষরণ, পেট ফুলিতেছে বোধ, কিন্তু বায়ু উর্দ্ধ বা অধঃ নিঃসরণে কিছুমাত্র স্বস্তি হয় না, দুর্ব্বলতা বশতঃ চক্ষুতে বা কর্ণেতে দেখিতে শুনিতে না পাওয়া ও অজ্ঞান হওয়া। রক্ত থেকে থেকে অধিক ক্ষরা, জরায়ুতে খাল লাগা, পেট ব্যথা ও সেটেধরা, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ইচ্ছা, অধিক রস রক্ত ক্ষরণ জন্য রোগে উপকারী।

অতিরিক্ত কামোমিলা চা করিয়া ব্যবহার জন্য ডেলা ডেলা রক্তভাঙ্গা, পুনঃপুনঃ প্রস্রাব ইচ্ছা ও কেকাসে বর্ণের প্রস্রাব ত্যাগ, পেটে খাললাগা ও ব্যথা; গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তভাঙ্গা, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা ও নীলবর্ণ, কাণ মধ্যে শব্দ, দৃষ্টি হীনতা এবং শরীরের অধিকাংশ রক্ত বাহির হওন জন্য ঘন ঘন মূর্চ্ছা এরূপ অবস্থায়ও এই ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

স্যাবিনা—স্বাভাবিক অপেক্ষা ৩।৪ গুণ অধিক রজঃ ক্ষরণ, শোণিত পাতলা মধ্যে মধ্যে ডেলা ডেলা, মাথা হাত পা কামড়ান, পীঠ হতে অধঃকুন্তল প্রদেশে ব্যথা নামা, অতিশয় দুর্ব্বলতা।

ঋতুকালে রজঃ ভিন্ন আদত রক্ত এবং গর্ভস্রাব বা প্রসবের কালে ও পরে অধিক কৃষ্ণবর্ণের রক্তস্রাব ও নড়ায় বৃদ্ধি।

অধিক বয়স্কদিগের ঋতু বন্দ হওনের প্রাক্‌কালে অধিক শোণিত ক্ষরণ। ক্রমাগত ২।৩ মাস জমাট কাল রক্ত ক্ষরণ সহ বদনের বাম দিক ছিড়েপড়া, অবসন্নতা। জরায়ুর দুর্ব্বলতা বা ভ্রূণের ভার বশতঃ দীর্ঘকাল রক্তভাঙ্গা।

সিকেল—প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী রজঃ এবং ক্ষরণ কালে বিশেষ অব্যবহিত পূর্ব্বে পেটের অধিক যন্ত্রণা, অতিশয় দুর্ব্বল, হাত পা ঠাণ্ডা নাড়ী ক্রমশই অধিক দ্রুত ও দুর্ব্বল হওয়া, রক্ত লাল তরল ও দুর্গন্ধ। অথবা জরায়ুর দুর্ব্বলতা বা রোগ কিম্বা কষ্টকর প্রসব জন্য কাল রক্ত ক্ষরণ, নড়া হাঁচি ও কাশিতে বৃদ্ধি, শরীর শাকবর্ণ, মূত্র ও মলাশয়ে শুলুনি, হাত পায়ে ঝি ঝি লাগা, কাণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ করা, দৃষ্টি হীন,

হিম কল্লেবর, কৃশাঙ্গী দুর্ব্বলাগণের বিনাকষ্টে অধিক শোণিতস্রাব ও পূর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত হইলে ইহা বিশেষ খাটে। রক্তভাঙ্গা সহ পেট স্ফীত হওয়া। প্রৌঢ়াবস্থার অন্তে বা প্রসবের পর অধিক রক্তভাঙ্গা।

"হির্জেল কহেন যে রক্তের উত্তেজনা নিমিত্ত অধিক শোণিতস্রাবে ক্রোকস, ইহার বিপরীতে সিকেল; লোবেথেল কহেন বেগে ক্ষরণে ক্রোকস এবং শিথিল ক্ষরণে সিকেল এবং রক্ত উত্তেজনা জন্য সাধিনা; হার্টমানের মত যে কাল্‌চেটে ডেলা ডেলা, চটচটে শোণিত ও কোমর ছিড়েপড়া ও পেট ব্যথায় ক্রোকস বিধি; অপরে কহেন যে প্রসবের ন্যায় ব্যথা অভাবেও এবং শোণিত দুর্গন্ধ হউক বানা হউক অধিক ক্ষরণে ক্রোকস ব্যবহারে ফল লাভ হয়।

প্রথম প্রকারের পীড়ায় বেল, ব্রাই, কাল্কা, ইগ্নেসা, নেট্রম, নক্স, ফস, সেপিয়া, সাবিনা, সিকেল, লারোসিরেসস।

দ্বিতীয় প্রকার পক্ষে—আকন, বেল, ব্রাই, কাল্কা, চাইনা, ক্রোকস ফেরম, হাইয়স, ইগ্নেসা, আইওডিন, ইপিকা, ক্রিয়োসট, মাগ্নিসা, ম, নক্স, ফস্ফ, পল্‌স, প্লাটিনা, সিকেল, সেপিয়া, সাবিনা, সল্‌ফর, কার্ব্বো, রাটানিয়া, রুটা, ভেরাট।

তৃতীয় প্রকার রোগে—আকন, আর্স, আর্নিকা, বেল, কামো, কাল্কা, চাইনা, কার্ব্বো, ক্রোকস, ফেরম, আইওডিন, ইপিকা, ক্রিয়োসোট, ফস, পল্‌স, সিকেল, সেপিয়া, সাবিনা, সল্‌ফর, ভেরাট।

ওলাউঠা প্রভৃতি তরুণ রোগে অধিক শোণিত ক্ষরণে আর্স, চাইনা, রস, সিকেল।

অতিরিক্ত শোণিত ক্ষরণ পক্ষে—সামান্যত ইপিকা, পরে সিকেল, চাইনা, পল্‌স, বেল, ফেরম, কালোফিলম, ট্রিলিয়ম, সিনেমম, ক্রোকস, কামো, ব্রাই, হাইয়স, হামেমালিস, প্লাটিনা, সেপিয়া, সাবিনা, ভেরাট।

অতিরিক্ত ক্ষরণ সহ সর্ব্ব শরীরের আক্ষেপ, জ্বর, প্রলাপ—হাইয়স।

সবলকায় রক্তাধিক্যের অধিক ও লাল রক্ত ক্ষরণ পক্ষে—বেল, ফেরম, ব্রাই, প্লাটিনা, আকন, কাল্কা, কামো, নক্স, সাবিনা, সল্‌ফর।

দুর্ব্বলীর কৃষ্ণবর্ণের শোণিত ক্ষরণে—চাইনা; পল্‌স, সিকেল, সেপিয়া, সল্‌ফর, ক্রোকস, কার্বো, নক্স, ইপিকা।

গর্ভাবস্থায় বা গর্ভস্রাব বা প্রসব পর অধিক রক্তভাঙ্গায়—ইপিকা বেল, কামো, ফেরম, প্লাটিনা, সিনামম, সাবিনা, আর্নিকা, চাইনা, ব্রাই, হাইয়স, সিকেল লাইকপ।

প্রবীণার সন্ধিকালে রজঃ বন্ধ হওয়া প্রাক্‌কালে অধিক রক্ত ক্ষরণে—পল্‌স; লাকেসিস, বেল, প্লাটিনা, সিকেল, সেপিয়া, লারোসিরেস।

অধিক শোণিত ক্ষরণ সহ অধিক বেগ—বেল, প্লাটিনা, সাবিনা, সিকেল্।

অধিক শোণিত সহ অত্যন্ত কোমর ব্যথা বেল, ইপিকা, চাইনা, ক্রোকস, ফেরম, রস, সাবিনা সিকেল, প্লাটিনা।

অধিক শোণিত সহ প্রসবের ন্যায় ব্যথা, সাবিনা, সিকেল, প্লাটিনা, পল্‌স, ক্রোকস, হাইয়স, ফেরম।

প্রসবের পর নিয়মিত রক্ত পতন অবসানেও শোণিত ক্ষরা পক্ষে—বেল, সাবিনা, সেপিয়া; সিকেল, চাইনা, ফেরম।

গর্ভাবস্থায় রক্তভাঙ্গা ও ভ্রূণপাতের আশঙ্কা হইলে—ইপিকা, সিকেল; কামো আর্নিকা, প্লাটিনা, সাবিনা, পল্‌স, সেপিয়া, ফেরম আকন, হ্যামে-মালিস।

শোণিত কাল থানা থানা পক্ষে—ক্রোকস, ফেরম, চাইনা, কামো, পল্‌স, লাইকপ, সাবিনা।

শোণিত কাল পাতলা হইলে—ব্রাই, প্লাটিনা, সিকেল।

শোণিত উজ্জ্বল লাল—ইপিকা, বেল, কাল্‌কা, লাইকপ।

শোণিত কদর্য্য গন্ধের—সিকেল, কামো, বেল, ক্রোকস।

ইয়েসা—বিশেষ শোক, আন্তরিক দুঃখ বিরক্তি বা অধিক কামোমিলা চা ব্যবহার জন্য রোগে।

যথাকাল পূর্ব্বে প্রচুর শোণিত কখন জমাট ও দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, ত্যাগ কালীন ও পূর্ব্ব মাথা ভার ও উত্তপ্ত, কপাল কামড়ান, আলোকে চক্ষুর কষ্ট, বুক ধড়ফড়ানি, পেটে সংকোচক ব্যথা, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, পুনঃপুনঃ হাইতোলা ও হতাশ্বাস হওয়া। জমাট পিণ্ডবৎ রক্তভাঙ্গা এবং জরায়ুর আক্ষেপ ও প্রসবের ন্যায় বেদনা।

আকন—রক্ত ও বলাধিক্য প্রযুক্ত বামার প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী উজ্জ্বল লাল শোণিত স্রাব, উঠিতে গেলে মাথা ঘোরা, বসিতেও অক্ষম, মৃত্যু ভয়।

বেল—প্রচুর, উজ্জ্বল লাল, কখন কখন কদর্য্য স্রাবের ও গরম শোণিত ক্ষরণ, যেন জননেন্দ্রিয় দিয়া সকল আভ্যন্তরিক যন্ত্র খসিয়া পড়িবেক বোধ, পীঠ ভেঙ্গে পড়া, পেট কনকনানি ও সেঁটে ধরা, জরায়ুতে অধিক রক্ত সঞ্চয় বা উহার প্রদাহ, মাথা ব্যথা ও ঘোরা, চক্ষু লাল ও সম্মুখে আঁধার, নাড়ী পুষ্টি ও দ্রুত, গলার শিরা দপদপানি ও গোয়ান, জৃম্ভন, বাহু চিড়িকমারা ও রুদ্ধ অঙ্গুলীর খিচুনি ও সংকোচন বা দুমড়ান।

গর্ভপাতের পর বা ঋতু অবসানে রক্তভাঙ্গা এবং ঐ সঙ্গে প্রসবের ন্যায় বেদনা থাকিলে এই ঔষধ ও আর্নিকা বা প্লাটিনা পর পর ব্যবহার হইতে পারে।

আর্নিকা—পড়া, আঘাত বা জননেন্দ্রিয়ে কোন প্রকার চোট লাগার জন্য রক্তস্রাব, উজ্জ্বল লাল, মাঝে মাঝে ডেলা ডেলা শোণিত ক্ষরণ, মাথা গরম, পা ঠাণ্ডা এবং কোমর হইতে ব্যথা কুচ্‌কি, উরু পা দিয়া রুদ্ধ অঙ্গুলীতে নামা, পাকাশয় আড়মাড়ু করা, বদন লাল ও গরম, কিন্তু শরীর ঠাণ্ডা, বিশেষ গর্ভবতীর অধবেগ এবং রক্ত ক্ষরণ কালীন গরম ঠেকা।

ব্রাইওনিয়া—অধিক পরিমাণে ঘোরাল লাল শোণিত স্রাব, অতিরিক্ত কোমর ব্যথা, মাথা বিশেষ দুই রগ ও পদদ্বয় ছিঁড়েপড়া, নড়াচড়ায় পাকাশয় জ্বালা, মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, শয্যায় বসিলে গা বমি বমি ও মূর্চ্ছাবৎ হওয়া এবং নড়ায় যাতনা বৃদ্ধি। অনেক সময় ক্রোকসের পর খাটে।

লারোসিরেসস—রজঃ খুব আগুড়ী, প্রচুর, জলবৎ ও অধিক দিন থাকা, রাত্রে ব্রহ্মতালু প্রদেশ ছিঁড়ে পড়া, দন্ত শুলনী, পেট ব্যথা এবং গরম বস্ত্র লাগানয় উহার সমতা।

ফসফরস—লম্বাকৃতি কৃশাঙ্গী পক্ষে। রজঃ খুব আগুড়ী, অধিক মাত্রায় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। কোষ্ঠ কঠিন, মল সরু ও সহজে ত্যাগ হয় না, পেট খালি ও দুর্ব্বল বোধ, পীঠে তাপ, পাও পাতা ঠাণ্ডা, আহারান্তে উদ্গার। রজঃকালীন অধিক মানসিক ইন্দ্রিয় উত্তেজনা থাকিলে।

ঋতু বিরাম, কালে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বা কষ্টকর প্রসবের পর অধিক রক্তস্রাব ও পূর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত হইলে ইহা দেওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয়।

কাল্কা-কা—বিশেষ গণ্ডমালা বা রক্তাধিক্য ও কফাংশ ধাতুর পক্ষে।

রজঃ পুনঃ পুনঃ দেখা দেওয়া, প্রচুর, উজ্জ্বল লাল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী, মাথা ব্যথা এবং নত করিলে ঘোরা, দাঁড়াইলে বা শিড়ি দিয়া উঠিলে উহার বৃদ্ধি, কোঁকড়ার ও স্ফীত, পায়ের পাতা আর্দ্র ও ঠাণ্ডা, উপর পেট ঠেলমারা, পেট ব্যথা, অধিক রক্তভাঙ্গা ও তজ্জন্য প্রদল। সামান্য উত্তেজনায় রজঃ পুনঃপ্রকাশ।

ক্ষয়াদি এবং বায়ু রোগে এবং ধাতু বিকৃতি বশতঃ আগুড়ী ও প্রচুর রজঃ হইলে ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফল লক্ষ্য হয়। স্রাব কালীন অপর লক্ষণানুযায়িক ঔষধ এবং বিরাম বা মধ্যকালে কাল্কা দেওয়া বিধি।

নেট্রম-ম—রজঃ খুব আগুড়ী, প্রচুর, শোণিত কাল, চক্ষু অতিশয় ভার, অতিরিক্ত মন কষ্ট, লবণে অধিক স্পৃহা, স্বপ্নে বাটীতে চোর ডাকাত পড়া দেখা।

ফেরম-মে—রজঃ প্রচুর, দীর্ঘকাল স্থায়ী, ঘন ঘন প্রকাশ ও তৎসঙ্গে পেটের আক্ষেপ ও প্রসবের ন্যায় বেদনা, বদন আরক্তিম, মাথা ব্যথা ও ঘোরা, নাড়ী পুষ্টি ও মোটা; প্রচুর রজঃ ক্ষরিতে ক্ষরিতে রক্ত ভাঙ্গা।

প্রসবের পর অধিক রক্তভাঙ্গা, লাল বা কৃষ্ণ বর্ণের, কতক তরল কতক ডেলা ডেলা, কোমর ও পেটে প্রসবের ন্যায় ব্যথা, নাড়ী পুষ্টি ও কঠিন, পুনঃ পুনঃ অঙ্গ কাপুনী ও মাথা ধরা ও ঘোরা, কোষ্ঠবদ্ধ, গরম প্রস্রাব, বদন আরক্তিম।

কামো—বাত ও পিত্ত ধাতুগ্রস্ত, বদমেজাজি, ঝকড়াটে পক্ষে বিশেষ খাটে।

প্রচুর কাল জমাট বা ডেলা শোণিত, থেকে থেকে দম্‌কা ক্ষরণ, সহ জরায়ুতে প্রসবের ন্যায় বেদনা, পেট কামড়ান, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ ইচ্ছা ও উহা অধিক ত্যাগ, অতিশয় পিপাসা, পা পীঠ ছিড়ে পড়া, হাত পা ঠাণ্ডা এবং কখন কখন মূর্চ্ছা, অতিশয় চটা স্বভাব।

প্রসবের পর বা প্রবীণার সন্ধিকালের রক্তভাঙ্গায় ব্যবহার্য্য।

নক্স ভমিকা—উগ্র স্বভাব বিশিষ্ট, উত্তেজক, গরম ও উপাদেয় ভোজী পক্ষে।

ঘন ঘন প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী ঋতু, মধ্যে হয়ত দুই এক দিন বন্ধ থাকিয়া পুনঃ পেটের আক্ষেপ সহ প্রকাশ, কখন কখন ঐ সঙ্গে গা বমি বমি ও মূর্চ্ছা, (প্রাতে) গা হাত ও মাথা ব্যথা। পুরাতন রোগে অতি সামান্য কারণে রক্তভাঙ্গা, অল্প অল্প ক্ষরণ, অধোবেগ, কোমর ভাঙ্গা ন্যায় ব্যথা, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ইচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ, বৃথা শৌচ চেষ্টা।

প্রসবের পর ও প্রৌঢ়াবস্থা উত্তীর্ণ কালে জরায়ুতে শোণিত সঞ্চয় জন্য অধিক রক্তভাঙ্গা, বিশেষ অহিফেণ, মদ, চা, কাওয়া বা অধিক

গরম মসলা ব্যবহারী পক্ষে অথবা যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ, বৃহদাকৃতি মল বা অতি কষ্টে অল্প বাহ্যে ও পুনঃ পুনঃ শৌচের বেগ, উত্তম নিদ্রার অভাব, ভয়ানক স্বপ্ন ও তিন চারি টা রাত্রির পর আর ঘুম হয় না, সদা শয়নে ইচ্ছা, এরূপ পক্ষে বিশেষ খাটে।

পল্‌স—নম্র প্রকৃতি, সামান্য আহ্লাদ বা দুঃখে অশ্রুপাত, চিন্তায়মগ্ন, গৃহের বাহিরে রহিলে ভাল থাকা, কিছুই ভাল না লাগা, সন্ধ্যায় রোগ বৃদ্ধি, প্রাতে মুখ বেতার। রক্ত প্রচুর, কখন বন্ধন কাল ও জমাট এবং থেকে থেকে ক্ষরণ, ব্যথা এক স্থান স্থায়ী নয়, পীঠ, পেট, বস্তি প্রদেশ ও কোমরে নড়ে বেড়ান।

রজঃকালীন, গর্ভাবস্থা ও প্রসব কালীন, ফুল বাহির না হওয়া অথবা জরায়ুতে ক্ষত থাকা জন্য বা প্রৌঢ়াবস্থা উত্তীর্ণ কালে অধিক রক্তস্রাবে ইহা ব্যবহার্য্য।

ফুল বাহির হওনের পর জরায়ুর সংকোচক ব্যথা হওন জন্য অধিক রক্ত ভাঙ্গিতে থাকিলে ইহা বিধি।

ভেরাট্রম—ঋতু খুব আগুড়ী, প্রচুর এবং ঐ সঙ্গে ভেদ বা গা বমি বমি, বমন, কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম ও নাড়ী দুর্ব্বল, কখন বা কাণ মধ্যে শব্দ, নাক দিয়া রক্ত পড়া, হাত পা ব্যথা ও অতিশয় পিপাসা।

প্লাটিনা—পুনঃপুনঃ ও অপরিমিত পরিমাণে রজঃ করা, কখন কখন দীর্ঘকাল স্থায়ী, শোণিত লাল ও পাতলা বা কাল, ঘন ও ডেলা ডেলা বা শ্লৈষ্মিক, পাতলা খানিক ছাকড়া ছাকড়া নির্গত হওয়া, পেট পীঠ ও বস্তি প্রদেশ কণকণানি ও প্রসবের ন্যায় বেদনা, জরায়ু প্রদেশ ভার, কোমর হতে ব্যথা কুচ্‌কিতে নামা এবং ঐ সঙ্গে কখন শীত কখন তাপ, মাথা ব্যথা, প্রদল ও জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা।

কামাতুরতা থাকুক বা না থাকুক, অধিক রক্ত ভাঙ্গা, পিপাসা, অতিরিক্ত ক্ষুধা, পেটের মধ্যে যেন একটা গোলা নড়িয়া বেড়াইতেছে বোধ ও কুচ্‌কিতে চাপুনি, রক্ত ভাঙ্গা ও শরীরের সর্ব্ব দিকে বড় হওয়া

বোধ; গর্ভবতীর অধিক বল ক্ষয়কারী রক্তস্রাব এবং হয়ত তদ্দ্বারা ভ্রূণ নষ্ট হওন সম্ভাবনা, এমন সকল স্থলে ইহা বিশেষ উপকারী।

হাইয়স—অধিক রজঃ সহ দন্ত শুলুনী, দপদপানি ও ছিঁড়ে পাড়া, উপর মাড়ি ও নাকের ডাটি পর্য্যন্ত যাতনা, মাড়ি ফুলা, দাঁত ঢল ঢল করা ও লম্বা হইয়াছে বোধ, গাত্র তাপ, প্রলাপ, হাসি, ছেবলামি, বিবস্ত্র হতে উদ্যত। প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর সর্ব্বাঙ্গের খেচনি, অঙ্গ বিশেষের চিড়িকমারা এবং এক লাগাড়ে রক্তস্রাব, অথবা কোমর হাত পা ব্যথা, গাত্র তাপ, হাত ও পায়ের পাতা শীরা ফুলা, কাপুনী, হাত পায়ের শাড়ত্বকমা এবং কখন শক্ত হওয়া কখন বা খেচুনী, প্রলাপ, সম্মুখে কাল কাল দাগ দেখা।

আইওডিয়ম—আগুড়ী প্রচুর পরিমাণে রজঃ ক্ষরণে অতিশয় দুর্ব্বল হওয়া, বিশেষ গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট বা যাহাদিগের গলগণ্ড আছে ও স্তন ক্ষুদ্র হওয়া বা তথায় তীব্র ব্যথা থাকিলে ইহা প্রয়োগ বিধি।

দীর্ঘকাল রক্ত ভাঙ্গা, প্রতি শৌচ কালিন জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ও তৎকালে পেট কনকানি ও কোমর ব্যথা।

ব্রোমাইন—খুব আগুড়ী, প্রচুর ও উজ্জ্বল লাল শোণিত চড় চড় শব্দ বিশিষ্ট হইয়া ত্যাগ এবং দুর্ব্বলতা ভিন্ন অপর কষ্টের অভাব। চক্ষু বক্ষঃস্থল বা হৃৎপিণ্ড রোগ গ্রস্থ পক্ষে বিশেষ খাটে।

ক্রিয়োসোট—প্রচুর পরিমাণে রজঃ ক্ষরণ ও অনেক দিন থাকা, মধ্যে মধ্যে যেন বন্ধ হইয়াছে বোধ, কিন্তু আবার প্রকাশ। শোণিত প্রথম কাল পরে ঝাঝাল ও টাট্‌কা মাস ধোয়ানি জলের ন্যায় ত্যাগ, গুহ্য অঙ্গ চুলকুনি ও চিড় চিড় ও কুটকুট করা, পরে আবার টুকরা টুকরা জমাট রক্ত ত্যাগ, মাথা মধ্যে যুঁজ বুজনী শব্দ ও যেন ভিতর হইতে ঠেল মারিতেছে বোধ এবং ভাল শুনিতে না পাওয়া।

গর্ভাবস্থায় অধিক রক্ত ভাঙ্গা ও ভ্রূণ স্রাবের উপক্রমে ব্যবহার্য্য।

ম্যাগ্নিসা, কার্ব—আগুড়ী ও প্রচুর রজঃ, পেট বেদনা কালিন শোণিত

বন্ধ থাকা, ব্যথা অবসানে ও রাত্রে নিদ্রা কালিন অধিক ক্ষরা, পেট চাপিলে বা নত হইয়া বসিলে বেদনার সমতা, রজঃ গাঢ় ও কটু।

কার্বো, আ—যথা কালের পূর্ব্ব রজঃ ও দীর্ঘকাল থাকা, উরুতে অতিশয় দুর্ব্বলতা এবং এরূপ ক্ষীণ হওয়া যে বাক্য কহিতে অশক্ত।

কার্বো, ভে—আগুড়ী ও প্রচুর রজঃ এবং তৎকালে পেট হতে কোমর পর্য্যন্ত সেটে ধরা। পুরাতন চর্ম্ম রোগ গ্রস্থ বা ঋতুকালে গলা, কাঁদে চুল্কনা ফুস্কুড়ি বাহির হওয়া এমত স্থলে বিশেষ উপকারী।

সেপিয়া—জরায়ুর গ্রীবার কঠিনত্ব বশতঃ অথবা পুরাতন রোগে ব্যবহার্য্য। অনেক মাস পর্য্যন্ত এক লাগাড়ে শোণিত ক্ষরণ ও ডান কুচ্‌কি ব্যথা, ঐ বেদনা যত বাড়ে রক্ত তত অধিক স্রাব হয়; অথবা অতি সামান্য কারণে রক্ত ভাঙ্গা, মুখমণ্ডলে জর্দ্দা, ফটকা ফটকা দাগ ও নাকের ডাটিতে এড়োাএড়ি জর্দ্দা রেখা, মাঝে মাঝে অন্তরে অতিশয় শীতলতা ও থেকে থেকে ঝাঁঝ বেরণ, পায়ের পাতা বরফবৎ ঠাণ্ডা, দুর্গন্ধ প্রস্রাব ও ধরিলে পোড়া মাটির ন্যায় খাকরি পড়া, মলদ্বার ভার।

ফস, আ—ঋতু আগুড়ী, দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং কৃষ্ণবর্ণের ও প্রচুর সহ জকহৃদ প্রদেশ ফুলা ও ব্যথা, অথবা রাত্রে অনেক বার উঠিয়া প্রস্রাব ত্যাগ, জরায়ু অতিরিক্ত স্ফীত হওয়া।

নাইট্রিক,আ—রজোর কয়েক দিন পর পুনঃ কেকাসে লাল রক্ত দেখা দেওয়া; প্রচুর রজঃ সহ কটু ঘ্রাণের প্রস্রাব। পুরাতন রোগে সামান্য বা বিনা কারণে রক্ত ভাঙ্গা, গুহ্য অঙ্গ চুল্কনি ও ব্যথা, পেট ও মাথা ব্যথা, দুর্ব্বলতা।

প্রসব, বিশেষ গর্ভস্রাবের পর ভয়ানক রক্তস্রাব ও অতিরিক্ত অধঃবেগ, যেন জননেন্দ্রিয়দ্বয় দিয়া অন্তরস্থ সকল যন্ত্র বাহির হইবেক সহ কোমর, নিতম্ব ও উরু ব্যথা।

কাল্কারিস—আগুড়ী প্রচুর ও কৃষ্ণবর্ণের রজঃ; জরায়ু হতে রক্তস্রাব;

পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ফোটা কতক মাত্র ত্যাগ এবং তৎকালে মূত্রদ্বারের কনকনানি ঝন্‌ঝনানি ও জ্বালা।

ককুলস—প্রচুর পরিমাণে রজঃ ক্ষরণ ও তৎকালে নড়াচড়ায় পেট মধ্যে তীক্ষ্ণ পাথর থাকা বোধ। গর্ভাবস্থায় রক্তভাদ্দা।

কফি—অতিরিক্ত রজঃ বা রক্তস্রাব, গুহ্যদেশ চুলকাইবার অতিশয় ইচ্ছা কিন্তু চুলকাইলে লাগা।

আগেকারিয়স-ম—প্রচুর শোণিত ক্ষরণ ও জননেন্দ্রিয়ের শড়শড়ানি ও আলিঙ্গন ইচ্ছা, পায়ের অঙ্গুলি চুলকুনি, জ্বালা, শড়শড়ানি।

আত্রা-গ্রি—অতি সামান্য কারণে যথা কঠিন মল ত্যাগ বা কিঞ্চিৎ অধিক হাটায়, গুহ্যদ্বার দিয়া অসময়ে ফোটাকতক শোণিত ক্ষরণ।

আম-কা—পেটে আক্ষেপযুক্ত ব্যথা হইয়া প্রচুর শোণিত, কাল-চেটে ও ডেলা ডেলা এবং ঐ সঙ্গে কঠিন মল কষ্টে ত্যাগ সহ শুলুনী। দীর্ঘকাল বাতাসে বেড়ান জন্য অধিক রজঃ ক্ষরণ। প্রতি রজঃকালীন অন্ত্র হতে রক্তপাত।

আম-ম—ঋতুকালীন প্রতি শৌচকালে গুহ্যদ্বার দিয়া খানিকটা রক্তপাত, রাত্রে অধিক রজঃ ক্ষরণ, ঋতু সময়ে বমন ও ভেদ।

আণ্টিম-ক্র অধিক শোণিত ক্ষরণ ও যেন জরায়ু হইতে কোন পদার্থ বহির্গত হইবেক এরূপ বোধ হওয়া। গা হাত ব্যথা, জিব সাদা, গা বমি বমি ও বমন।

আপিস-মে অধিক শোণিত ক্ষরণ, পেটভার, মূর্চ্ছাবৎ দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা, অসুখ, হাই তোলা। গাত্রে মৌমাছি কামড়ানর ন্যায় দাগ, পেট ও অন্ত্রে হুলফুটুনির ন্যায় জ্বালা।

আর্জেণ্ট-না—অধিক শোণিতস্রাব এবং কোমর ও কুচ্‌কি কনকনানি, পায়ের অতিশয় দুর্ব্বলতা ও মাথা স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হইয়াছে এরূপ অনুভব হওয়া। একটুকু নড়ায় যাতনা বৃদ্ধি এবং অল্প সময়কে দীর্ঘ বলিয়া বোধ।

আর্স—কৃশাঙ্গী রুগ্ন বা বাতগ্রস্থের, কিম্বা জরায়ু বা ডিম্বকোষের যান্ত্রিক গঠনের বিকৃতি হওয়ায়, অধিক রক্তভাঙ্গা এবং মুখ পেট ও অন্ত্রে ঘা থাকে। স্ফোটক জ্বর অথবা স্রাবের সঙ্গে জ্বালা থাকিলে।

বোরাক্স—রজঃ আগুড়ি ও অধিক, পেট ব্যথা, গা বমি বমি ও পাকাশয় হতে কোমর পর্য্যন্ত বেদনা, একটুকু শব্দে চমকান, নিচে নামিতে ভয়।

বোভিষ্টা—খুব আগুড়ি ও প্রচুর রজঃ, প্রত্যুষে অধিক ও রাত্রে কম ক্ষরণ। ঋতু বিরাম বা মধ্যকালেও শোণিতপাত।

কান্নাবিস-সা—অধিক রজঃ ক্ষরণ ও প্রস্রাবে কষ্ট, যেন মূত্রনালী মধ্যে ক্ষত হইয়াছে বোধ।

কাষ্টিকম—যথা সময়ের অনেক আগুড়ি অধিক রজঃ ও বদন হরিৎ বর্ণের ; ঋতু বন্ধ হইয়াও কয়েক দিন অল্প অল্প শোণিতপাত ; দুর্গন্ধ বিশিষ্ট শোণিত এবং অঙ্গে লাগায় চুলকুনি। স্বভাব খেদান্বিত ও সকল বিষয় কুদিক দেখা।

চেলিডনিয়ম-মে—রজঃ বিলম্বে ও প্রচুর এবং অধিক দিন থাকা। কৃষ্ণবর্ণের রক্তভাঙ্গা, ডান পাঁজরের নিচে ব্যথা।

সিনেমোনিয়ম—রজঃ আগুড়ি ও প্রচুর, বিশেষ যাহারা সদা সর্ব্বদা নাক চুলকায় বা রাত্রে নিদ্রাকালীন এগোড় ওগোড় করে ; উদরাময় এবং পান করার 'পরই ভেদ। পড়া আঘাত পা মচকান জন্য অধিক রক্তভাঙ্গা ও অতিশয় ইন্দ্রিয় উত্তেজনা এবং আর্নিকায় উপকার না হইলে। গর্ভস্রাবের উদ্যমে প্রচুর রক্তভাঙ্গা পক্ষে আদত আরক ৷৹ বা ১ ফোটা করিয়া দিলে উপকারের সম্ভাবনা।

কোকস-কা—আগুড়ি প্রচুর কাল ঘন শোণিতস্রাব, পেট সাঁটা ও সঙ্কোচন হওয়া, যেন উর্দ্ধে পাকাশয় দিকে কিছু ঠেল মারিতেছে ও তজ্জন্য যেন জল বমন হইবেক বোধ ; একটুকু নড়াচড়ায় রক্তস্রাব। বিশেষ প্রসবের পর অধিক রক্তভাঙ্গা পক্ষে।

সাইক্লেমেন—পুনঃপুনঃ রজঃ প্রকাশ, প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণের ও ডেলা ডেলা ঐ সঙ্গে প্রসবের ন্যায় ব্যথা, মস্তকের জড়তা বা ভোমা মারার ন্যায় হওয়া ও চক্ষু সম্মুখে যেন কুজ্ঝটিকা রহিয়াছে বোধ।

ফ্রোরিক-আ—রজঃ আগুড়ি ও প্রচুর এবং ঘন ও জমাট, অতিশয় মনের স্ফর্ত্তি, নির্ভয়।

হিপর-স—বিশেষ হাত পায়ে চুসি পোকা বা কাটা থাকা বা যাহাদিগের সামান্য চোট লাগিলে ঘা হয় ও উহা শিঘ্র সারে না তাহাদিগের অধিক শোণিত ক্ষরণে ইহা উপযোগী। রজঃ বিরামকালে পেট স্ফীত হইয়া রক্তস্রাব।

ল্যাকেসিস—প্রবীনার রজঃ বন্ধ হওনের প্রাক্কালে প্রচুর রজঃ বা রক্তভাঙ্গা, রাত্রে শীত, দিবসে মাঝে মাঝে গাত্রতাপ। ডান ডিম্বকোষে বেদনা হইয়া ক্রমশ বৃদ্ধি, পরে রক্তভাঙ্গায় যাতনার সমতা।

লেডম-পে—খুব আগুড়ি ও প্রচুর উজ্জ্বল লাল রজঃ ক্ষরণ, বা রক্তভাঙ্গা, শরীরের তাপের ন্যূনতা, কিছুতেই গরম হয় না।

লাইকপ—প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী রজ, পেট হুড়হুড়নী ও অধিক বায়ু নিঃসরণ; অপরাহ্ণে গলা গলা খাওয়া হইয়াছে বোধ; বৈকাল ৪টার সময় উপসর্গের বৃদ্ধি, অথবা প্রচুর রক্তভাঙ্গা সহ পেটের ডান হইতে বাম দিকে কনকনানি। পুরাতন রোগে অল্প অল্প ক্ষরণ সহ গা বমি বমি, অত্যন্ত কোমর ব্যথা, দুর্ব্বলতা। নক্সপ্রকৃতি পক্ষে, কাল্কার পর বিশেষ খাটে।

মার্ক-সল—প্রবীনার রক্তভাঙ্গা। দীর্ঘকাল স্থায়ী; রজঃ সহ পেট ব্যথা, মাঁড়ি ভেদভেদে, দাঁত টাটান ও ঢলঢলে বোধ, লালভাঙ্গা, কটু প্রস্রাব, আমাশয় ও শুলুনী। বা মস্তকে অধিক রক্ত সঞ্চয়, অত্যন্ত পেট ব্যথা, স্তন বেদনা, গুহ্য অঙ্গ ফুলা ও চুলচুলি।

মস্কস—রজঃ আগুড়ি, প্রচুর, পেট শেটেধরা ও জননেন্দ্রিয়ের অতিশয় শড়শড়ানি।

মিউরিয়াট-আ—আগুড়ি ও প্রচুর রজঃ ক্ষরণ এবং তৎকালে অর্শ রোগগ্রস্থের বলী অতিশয় টাটান এবং কখন কখন অত্যন্ত চুলকুনি।

নেট্রম-কার্ব—রজঃ আগুড়ি, প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী অথবা অধিক রক্তস্রাব এবং ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত উপলক্ষে উহার আধিক্য হওয়া।

নক্স-জ—আগুড়ি প্রচুর কালচেটে খানাখানা রজঃ ক্ষরণ।

নক্স-ম—যথাকালের পূর্ব্ব ও অধিক রজঃ ক্ষরণ অথবা গাঢ় কাল রক্তস্রাব, মুখ জিব তালু ও গলাধুলামেরে যাওয়া, অনিদ্রা, মূর্চ্ছা, অতিশয় হাসিবার ইচ্ছা, পেটে চাপুনী, নাভি হতে পা পর্য্যন্ত টেনেধরা।

ফাইটোলকা-ডি—ঘন ঘন ও প্রচুর রজঃ এবং ঐ সঙ্গে অধিক পরিমাণে পিত্ত, থুথু, প্রস্রাব ও চক্ষু জল নিঃসরণ হওয়া।

প্লম্বম—অধিক শোণিত ক্ষরণ এবং পেট হইতে পিঠের দিকে যেন দড়ি দিয়া টানা রহিয়াছে বোধ, ভেড়ার নাদির ন্যায় মল।

রস-টক্স—আঘাত বা মচ্‌কে যাওয়া জন্য অথবা বাতগ্রস্থের রোগে অধিক ফলদায়ী। আগুড়ি, প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী রজঃ, রাত্রে বৃদ্ধি, স্থির থাকিলে কষ্ট। অধিক রক্তভাঙ্গা সহ থানা থানা রক্ত ও প্রসবের ন্যায় বেদনা। গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব এবং তাপের হ্রাসাধিক্যে বৃদ্ধি।

সাম্বেকস—অতিরিক্ত রজঃ ক্ষরণ এবং আটা বিশিষ্ট ঘন শ্লেষ্মা দ্বারা নাসিকা রন্ধ্র বন্ধ।

সিলিসা—অধিক ঝাঝাল রজঃ ক্ষরণ এবং তৎকালে সমস্ত শরীর থেকে থেকে বরফবৎ ঠাণ্ডা হওয়া; কোষ্ঠ কাঠিন্য, কোঁত পাড়িয়া মল বাহির হইয়াও আবার ভিতরে সাধান; অথবা রক্তস্রাব ও পায়ের পাতায় কদর্য্য স্রাণের ঘর্ম্ম।

প্রসবের পর অনেক মাস রজঃ বন্ধ থাকে কিন্তু ইহা সেবনে শিঘ্র শিঘ্র রজঃ দেখা দেয়।

স্পঞ্জিয়া—প্রতি পক্ষে পেট ব্যথা, ত্রিকাস্থি (নিতম্বের হাড়) টাটাইয়া প্রচুর রজঃ ক্ষরণ, তৎকালে খাইবার ইচ্ছা ও কিঞ্চিৎ পরে বুক

ধড়ফড়ানি। যাহাদিগের পুরাতন স্বরভঙ্গ কাশী থাকে বা অধিক কথা কহিতে বা গীত গাইতে গলাধরে তাহাদিগের এই ঔষধ বিশেষ খাটে।

ষ্টানম—অধিক রজঃ ক্ষরণ। যাহাদিগের অধিক বকিলে, গাইলে, চেঁচিয়া পড়িলে স্বর ধরিয়া যায়, স্বরনালী কখন কখন বুক কামড়ান ও ব্যথা হয় তাহাদিগের বিলক্ষণ উপযোগী।

ষ্ট্রামনিয়ম—অতিরিক্ত রজঃ ক্ষরণ এবং পেট হতে উরু পর্য্যন্ত ও হাত পা টেনে ধরা।

রক্তস্রাব, বকা, গান গাওয়া, মনে অদ্ভুত ও বিকৃতি ভাব উদয় হওয়া।

সল্‌ফুরিক, আ—আগুড়ী ও প্রচুর রজঃ ও তৎপূর্ব্ব বুক চাপা, অতিশয় দুর্ব্বল, শরীর অভ্যন্তরে কাপুনি বোধ, কিন্তু প্রকৃত কাপ নয়।

সল্‌ফর—রজঃ অধিক ও দীর্ঘকাল থাকা, কাল, গাঢ়, টক গন্ধ ও অত্যন্ত কটু, যথায় লাগে তথা হাজিয়া যায়, ব্রহ্ম তালু উত্তপ্ত, অতিশয় দুর্ব্বল, পার পাতা ঠাণ্ডা, রাত্রে সদা নিদ্রাভঙ্গ বা এক ঘুমে ভোর, মধ্যে মধ্যে ক্ষুধা বোধ এবং তৎকালে আহার না করিয়া থাকা দুষ্কর, অর্শ দিয়া রক্তপাত। পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে রক্ত ক্ষরণ, বন্দ হও হও হইয়াও বহু দিন থাকা। পুরাতন রোগে ব্যবহার্য্যে।

জিং ক—আগুড়ী প্রচুর ও থানা থানা শোণিত বেড়ান কালিন অধিক ক্ষরণ, সদা পা ও গায়ের পাতা নাড়া।

জাস্থ্‌ফসিলম-ফ—রজঃ আগুড়ী, প্রচুর পরিমাণে ও প্রচণ্ড ব্যথা, অথবা গর্ভাবস্থায় ব্যথা ধরিয়া প্রচুর রক্তভাঙ্গা ও ভ্রূণ স্রাবের আসঙ্কা হইলে।

আষ্টিলেগো, মা—পুনঃ পুনঃ ঋতু; রজঃ প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী।

প্রবীণার বন্ধ হওনের পূর্ব্ব ঘন ঘন ঋতু হওয়া ও মাথাঘোরা।

নিয়ত উজ্জ্বল লাল ও মধ্যে মধ্যে ডেলা ডেলা রক্ত ক্ষরণ ও যেন পেট খসে পড়া।

অনেক দিন পর্য্যন্ত কাল রক্তস্রাব, মাথা ব্যথা ও নির্জ্জীবি হওয়া।

গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর অধিক রক্তভাঙ্গা ও এরূপ অধঃবেগ যেন উদরস্থ যন্ত্র সকল বাহির হইয়া পড়িবেক বোধ।

থ্লাস্পি, পা—রজঃ ঘন ঘন প্রকাশ, প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং ঐ সঙ্গে অধিক ও ডেলা রক্তভাঙ্গা, অত্যন্ত পেট ব্যথা ও বমন; ১০।১৫ দিন ক্ষরণ; একবার প্রচুর পর বার কম রজঃ; গর্ভপাতের পর অধিক রক্তভাঙ্গা ও জরায়ুর অতিরিক্ত বেদনা; জরায়ুর কানসার রোগ জন্য রক্তস্রাব, পুনঃ পুনঃ অধিক মাত্রায় রজঃ ক্ষরণ এবং ঐ সঙ্গে কাল রক্তভাঙ্গা।

ট্রিলিয়ম, পে—পক্ষান্তরে প্রচুর রজঃ প্রকাশ, সাত আট দিন থাকা ও তদ্বিরামেই জর্দ্দাটে প্রদল।

প্রবীনার রজঃ বন্ধ হওনের পূর্ব্ব অধিক ও গাঢ় ডেলা ডেলা রক্ত ভাঙ্গা ও অধিক দিন থাকা বা জলবৎ শোণিত ক্ষরণ সহ অতিশয় বল ক্ষয়, মাথা ঘোরা, দৃষ্টির অস্পষ্টতা, বুক ধড়ফড়ানি। প্রচুর রজঃ ও ঐ সঙ্গে অধিক প্রদর। রক্তভাঙ্গা সহ পীঠ ব্যথা।

প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর ভয়াবহ রক্তভাঙ্গা ঐ সঙ্গে হয়ত কোমর ব্যথা; গর্ভপাত হওনের উপক্রমে অধিক রক্তভাঙ্গা।

ডাক্তর হেল কহেন যে জরায়ু হতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তভাঙ্গা পক্ষে ইহার সদৃশ অল্প ঔষধ দেখা যায়।

সাবম মেলিস—বিশেষ কষ্ট ব্যতীত জরায়ু হতে কাল রক্ত ক্ষরণ। ডিম্বকোষের (ইরিটেসন)উপদাহ, আঘাত বা পতন জন্য লাল রক্তভাঙ্গা।

আপোসাইনম-কা—দুই এক দিন সহজ রজঃ হইয়া হটাৎ অতিরিক্ত রক্তভাঙ্গা, শর্য্যা হতে উঠিতে অশক্ত, মাথা তুলিতে গেলে ভ্রমি, নাড়ী প্রায় পাওয়া যায় না, বমন, রক্ত ডেলা ডেলা কখন বা পাতলা।

ছয় সপ্তাহ ক্রমাগত রজঃ ক্ষরণ জন্য অতিশয় দুর্ব্বল, বুক ধড়ফড়ানী, শুইয়া থাকিতে বাধ্য।

এক লাগাইড়ে তিন মাস অতিরিক্ত শোণিত ক্ষরণ, মধ্যে খানিকটা ঝিল্লি ত্যাগ, অতিশয় জীর্ণ ও শীর্ণ।

ইরিজিরন কা—ঘন ঘন ও প্রচুর পরিমাণে রজঃ ক্ষরণ ও তৎসঙ্গে বাধকের পীড়া থাকিলেও ব্যবহার্য্য।

গর্ভস্রাব, প্রসবের পর বা অন্তঃসত্ত্বা কালে অধিক রক্তস্রাব।

এক কালে রক্তহীন হইয়া পড়ে থাকা, নড়িলেই রক্তভাঙ্গা, আরোগ্যের আশা নাই এ অবস্থায়ও প্রথম ক্রমের ১০ ফোঁটা করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবন ও উহা নেকড়ায় ভিজাইয়া জরায়ু গ্রীবায় লাগানর ছয় ঘণ্টা মধ্যে রক্ত বন্ধ হইয়াছিল।

কলিনসোনিয়া-কা—জরায়ু ও বস্তিপ্রদেশে অধিক রক্তসঞ্চয়জন্য প্রচুর রজঃ ক্ষরণ।

রোগের অবস্থায় ভয়াবহ উপসর্গ হইলে ঘন ঘন দুই তিন মাত্রা, কমিলে অধিক অন্তর, সামান্যত চারি ছয় ঘণ্টা অন্তর ঔষধ বিধি। রজঃ বন্ধ হইলে বিরাম কালে দুই তিন দিন এক এক মাত্রা দিয়া সপ্তাহ বন্ধ রাখিবা।

প্রদল।

শরীরের অভ্যন্তরে অন্য অন্য গহ্বরের ন্যায় ডিম্ব কোষ, জরায়ু ও গুহ্যদ্বারের গ্রন্থি হইতে স্বভাবতঃ এক প্রকার রস নিঃসরণ হইয়া তত্তৎ যন্ত্র আর্দ্র রাখে, কিন্তু কারণ বশতঃ উহার মাত্রা অধিক হইয়া ক্ষরিতে থাকিলে উহাকে প্রদল বা প্রদর কহে। প্রথম প্রথম জলের ন্যায় পরে দুগ্ধবৎ হয় এবং সর্দ্দির শ্লেষ্মার ন্যায় ইহা নানা বর্ণেরও আকারের হইয়া থাকে, যথা ঘন বা পাতলা, শ্বেত, জর্দ্দা, পাটখিলে, পূঁযবৎ বা রক্ত মাখান আমের ন্যায় সূত্রবৎ, দুর্গন্ধ, চট চটে ইত্যাদি।

প্রদল পাতলা, প্রচুর দুগ্ধবৎ বা পুঁযের ন্যায় হইলে গুহ্যদ্বার হইতে, মুক্তার ন্যায় সাদা, ঘন, জর্দ্দাটে, গন্ধহীন বা অত্যন্ত দুর্গন্ধ অথবা রক্ত মাখান হইলে জরায়ু হইতে এবং খসখসে, চক চকে ও চট চটে, চাল্‌তে আটার ন্যায় হইলে, জরায়ু হইতে ক্ষরিতেছে বুঝিতে হইবে। কখন কখন এই রস কটু হয় যেখানে লাগে চুল্কয়, ফুস্কুড়ি হয় ও হাজিয়া যায়। এই সময়ে স্বামী সহবাসে পতির ঐ রূপ উপসর্গ হওয়ায় হয়ত অকারণে ভার্য্যার সতীত্ব প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ঠাণ্ডা লাগা, পুনঃ পুনঃ জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, অযথা সম্ভোগ, ঘন ঘন গর্ভ বা উহার স্রাব, অধিক মাত্রায় রক্তভাঙ্গা, দীর্ঘকাল শিশুকে স্তনপান করিতে দেওয়া, জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট বা উহাতে গেঁজ হওয়া, এবং তথায় বা গুহ্যদ্বারে আব থাকা, কৃমি, অর্শরোগ এবং সর্ব্বাপেক্ষা ধাতু বিকৃতি হওয়া এই ব্যধির মূল কারণ। বলিকার মলদ্বার হইতে কৃমি গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করা, অপরিষ্কার থাকা, হটাৎ ঘাম বন্দ, ছিমলাগা প্রভৃতি কারণে এ রোগের উৎপত্তি হয়। প্রদল সম্বন্ধে অনেক সময় গুহ্যদ্বার প্রদাহিত হইয়া তৎস্থান উত্তপ্ত, মূত্র কষ্ট, অল্প অল্প জ্বর হইয়া থাকে। ব্যধী পুরাতন হইলে শরীর ক্রমশঃ বিবর্ণ ও ক্ষীণ হয়, অজীর্ণ বা কোষ্ঠবদ্ধ, রজঃ বন্ধ এবং কেচিৎ বা মেটে পাণ্ডু বা ক্ষয়রোগ হওনের সম্ভব। নিয়ত ক্ষরণে শরীর ভেঙ্গে যায় এবং অনেক স্থলে ইহার দরুণ সন্তান উৎপাদন হয় না। গুহ্য অঙ্গ সদা পরিষ্কার রাখা ও ঠাণ্ডা জলে ধৌত করা বিধি। দুর্ব্বলদিগের পক্ষে অনায়াস জীর্ণ অথচ সবলকারী পথ্য। দুগ্ধ বিশেষ উপকারী। অধিক শ্রম বা মানসিক উত্তেজনা, রাত্র জাগরণ, দীর্ঘকাল দাঁড়ান অবিধি।

আলুমিনা—রজঃ কালিন পূর্ব্ব ও পর জলবৎ বা শিকনি ন্যায় সঙ্গ বা জর্দ্দা, প্রচুর প্রদল, জননেন্দ্রিয় ও তদাপেক্ষা মলাশয় জ্বালা, যেন ঐ অঙ্গদ্বয় হাজিয়া গিয়াছে বোধ, ঠাণ্ডা জলে ধৌত করার সমতা, পায়ের পাতা পর্য্যন্ত রস গড়িয়া পড়া, কাপড়ে লাগায় মেড় পড়া, ত্যাগকালিন

দ্বার চুল্কনি, কেবল মাত্র দিবসে, অথবা বেড়ান ও বসাবস্থায় রাত্রকালেও ক্ষরণ।

পল্‌স—রজঃকালিন পূর্ব্ব বা পর দুধবৎ বা পাতলাও টক গন্ধের, ঘন, সাদা, সিক্রি ন্যায়, বিশেষ সঘনাবস্থায়, জ্বালাকরা, কটু প্রদল, জননেন্দ্রিয়ের মুখ ফুলা, বিশেষ ঋতুর পর; সন্ধ্যা ও রাত্রে এবং রজঃকালিনও পর ক্ষরণ সহ পেট কন্‌কনানি, সদা শীত শীত, শয়নে ইচ্ছা, বিমর্ষ।

চট চটে হড় হড়ে সবের ন্যায় গন্ধ ও অকষ্ট কর প্রদল।

রজঃ বন্ধ বা কৃচ্ছ্রতা সঙ্গে প্রদলে ইহা ব্যবহার্য্য। বালিকার দুধবৎ প্রদর সহ সর্দ্দি বা অজীর্ণতা।

কাল্কা, কা—দুধ বা সিক্রির ন্যায় এবং প্রায়ই প্রস্রাব কালিন অধিক ক্ষরণ; থেকে থেকে ক্ষরণ সহ গুহ্যদেশ গরম, জ্বালাও চুল্কানি, কখন বা জরায়ুর বাহির হওয়া এবং ঐ সঙ্গে হাটু ও পায়ের দুর্ব্বলতা, বুক ভার ও কথা কহিতে কষ্ট বোধ, উৎকাশী, অতৃপ্তকর নিদ্রা, শীর্ণ, বিবর্ণ, খেত খেতে, সামান্যেপ্রচণ্ড রাগ, সদা বিমর্ষ; যাহাদিগের বিচি সদা আওরায় এমন সব বালিকার পুরাতন প্রদরে ব্যবহার্য্য। ঋতুর পূর্ব্ব প্রদর।

সেপিয়া—জর্দ্দাটে, জলবৎ, শিক্রি ন্যায় পরিষ্কার, পুজ বা দুধবৎ ও কেবল মাত্র দিবসে, রক্ত মাখান শ্লেষ্মা ন্যায় প্রদল; প্রচুর, বিশেষ প্রসবের পর সহ জরায়ু ফুড়ুনী, গুহ্যদ্বার চুল্কনি, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ও পেটসেটে ধরা ও জ্বালা ও অঙ্গে স্পর্শিলেই তৎ স্থান হাজা। প্রায়ই রজঃকালিন, কখন কখন উহা অবসানে, বিশেষ রজোর পূর্ব্ব ক্ষরণ। কোষ্ঠবদ্ধ, চর্ম্মরোগা থাকা, সামান্যে সর্দ্দি, অধঃবেগ ইত্যাদি লক্ষণে বিশেষ খাটে।

গর্ভাবস্থায় সজা লাল রস ক্ষরণ। প্রস্রাবের বা বমনের পর অধিক ত্যাগ।

প্রবীনার রজঃ পরিবর্ত্তে বা এক কালে বন্ধ হওন পর জর্দ্দা বা জলবৎ অঙ্গ ক্ষয়কারী সিক্রি ন্যায় প্রদল, সহ কাশী, বুক ব্যথা।

ককুলস—সম্পূ মাত্রায় রজঃ অবসানে অথবা রজঃ পরিবর্ত্তে প্রদল, কিম্বা রক্তের জলিয়ভাগ ন্যায় প্রদল ও ঐ সঙ্গে পুজের কলভানির ন্যায় ক্ষরণ এবং পেট কাঁপা ও ব্যথা ও প্রতি পদ ক্ষেপন কালীন নাভি প্রদেশ ও তলপেটে যেন ভারি পাথর রহিয়াছে বোধ এবং ঐ স্থান দ্বয়ের ত্বকের নিম্নে ক্ষত থাকা অনুভব করা।

কফি—প্রচুর শিরির ন্যায় প্রদল এবং কখন ঐ সঙ্গে রক্ত ক্ষরণ ও জননেন্দ্রিয়ের বেজায় চুলকুনি।

কোনাইয়ম—প্রদল, অঙ্গ ক্ষয়কারী ও চিড়চিড়কারী; কটু ও জ্বালা কর; ঘন দুধের ন্যায় ও পেটের দুই পার্শ্বে সঙ্কোচক প্রসবের ন্যায় ব্যথা, রক্তমাখান শ্লেষ্মা ন্যায়। রজঃ অবসানে কোমর ব্যথা, পায়ের দুর্ব্বলতা ও পেট খিমচাইয়া প্রদল ক্ষরণ। প্রচুর প্রদল অবসানে গলাভাঙ্গা কাশি।

ড্রোসিরা—প্রদল সহ প্রসব ন্যায় পেট ব্যথা, বিশেষ রজঃ পরিবর্ত্তে।

ফেরম-মে—জলোদুধের ন্যায় ও প্রথম ক্ষরণকালীন অঙ্গক্ষয়কারী ও চিড়চিড়কারী; কখন কখন রজোর পূর্ব্বে অঙ্গ চিড়চিড়কারী প্রদলে ইহাও লোলিয়ম, পরপর দিলে অধিক ফললাভ সম্ভব।

গ্রাফাইট—গণ্ডমালা ধাতু বা চর্ম্মরোগ সহ প্রদল, প্রচুর ও শ্লেষ্মার ন্যায়, বসা ও বেড়ান কালীন পীঠ ও কোমরের দুর্ব্বলতা; ৮ দিন পর্য্যন্ত অন্তত আধ ছটাক করিয়া প্রত্যহ ক্ষরণ, বিশেষ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান কালীন; পাতলা প্রদল ও ত্যাগ কালীন পেট স্ফীত হওয়া।

হিপর—প্রদল সহ গুহ্যদ্বারের মুখ চিড়চিড় করা।

ইগ্নেসা—প্রসব বেদনার ন্যায় অতিরিক্ত ব্যথা, অধঃবেগ ও আক্ষেপের পর পুজবৎ অঙ্গক্ষয়কারী প্রদল। বিশেষ পুরাতন রোগে ব্যবহার্য্য।

লাকেসিস—রজোর ৫।৭ দিন পূর্ব্ব, প্রচুর, চিড়চিড়কারী আটা

বিশিষ্ট প্রদল, কাপড়ে লাগিলে সজাটে দাগ ধরে ও মেড় পড়ে। যাহাদিগের রজো যথা সময়ে হয় বটে কিন্তু মাত্রায় অল্প ও অল্প-কালস্থায়ী তাহাদের প্রদলে বিশেষ ফলদায়ী।

লাইকপ—প্রচুর প্রদল ও থেকে থেকে ক্ষরণ, জর্দ্দাটে, দুধবৎ এবং পূর্ণিমার পূর্ব্ব হইলে রক্তের ন্যায়; বিশেষ লক্ষণ তলপেটের ডান হইতে বাম দিকে কনকন করিয়া ইহা ক্ষরণ, ফেকাসে চেহারা ও মধ্যে মধ্যে গাত্রোতাপ।

মাগ্নিসা-ম—প্রদল প্রস্রাবের পর; বাহের পর ক্ষণই ক্ষরণ; প্রচুর ও একলাগাড়ে ৮ দিন থাকা; জলবৎ। রজোর বহুপূর্ব্ব ঘন প্রদল থেকে থেকে ক্ষরণ এবং তৎপরে খানিক রক্তস্রাব। জরায়ুর আক্ষেপ জন্য প্রদলের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ভৈষজ্য। কঠিন মল ও দ্বার হইতে বাহির হইলেই উহা ভাঙ্গিয়া পড়া এইটী ঔষধীর বিশেষ লক্ষণ।

মাগ্নিসা-কা—রজোর পর প্রদল, অল্প ও পাতলা এবং নাভি চতু-পার্শ্ব খিমচুনি; বৈকালে বসা বা বেড়ান কালীন অনেকবার ক্ষরণ; জলবৎ; চিড়চিড়কারী, পেটে খাল লাগা পর শ্বেত শ্লেষ্মা নির্গত।

মার্ক-স—সরল প্রদল, প্রথম রাত্রে অধিক ক্ষরণ, সজাটে ও গুহ্যদ্বারের মুখ চিড়চিড় করা জন্য ঘাস ঘাস করিয়া চুলকান ও তদ্দরুণ অতিরিক্ত জ্বালা; পুজবৎ অঙ্গ ক্ষয়কারী সুতা সুতা বা ডেলা ডেলা শ্লেষ্মা ক্ষরণ; গুহ্যদেশ ফুলা এবং গুহ্যদ্বার ফুলা ও টাটান বা অভ্যন্তরে ঘা থাকা ও ব্যথা। বিশেষ যাহাদিগের কখন গরমির পীড়া হইয়াছিল।

মেজেরিয়ম—ডিম্ব শ্বেত ন্যায় প্রদল, ক্রর ও পুরাতন রোগে।

মিউরিয়াটিক-আ—প্রদল; অর্শ বা ভগেন্দ্র জন্য মলদ্বার টাটান কিন্তু উহার অত্যন্ত চুলকুনি এবং অতিরিক্ত চুলকানয়ও সস্তি হয় না।

নিকোলম—জলবৎ ও প্রচুর প্রদল, বিশেষ প্রস্রাবের পর।

নাইট্রম-প্রাতলা ও কাপড়ে মেড়পড়া প্রদল ও অত্যন্ত কোমরব্যথা

নক্স-ভ—দুর্গন্ধ ও জর্দ্দা প্রদল এবং ঐ সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ বা পেটের পীড়া থাকিলে। রজঃ পরিবর্ত্তে বা অবসানে প্রদর; গুহ্যদ্বার ফুলা, জ্বালা, বিশেষ সুভোগী পক্ষে।

পিট্রোলিয়ম—ডিম্ব শ্বেত ন্যায় দিন কতক উপরোপরি প্রচুর পরিমাণে ক্ষরণ এবং হয়ত ঐ সঙ্গে রাত্রে আদিরস ঘটিত স্বপ্ন।

ফস—প্রদল, দুধবৎ অঙ্গ ক্ষয়কারী, লালচে, প্রচুর, প্রাতে বেড়ান কালীন ক্ষরণ, পেট অভ্যন্তরে দুর্ব্বলতা বোধ; চিড়চিড়কারী ও যথায় লাগে ছোট ছোট ফোস্কাপড়া, ঐ সঙ্গে হয়ত বুকে স্ফোটক ও স্তনে ঘা থাকা। রজঃ পরিবর্ত্তে চটচটে প্রদর।

বোরাক্স—শ্বেত শ্লেষ্মার ন্যায়; অণ্ড শ্বেত ন্যায় ও কয়েকদিন যেন গরম জল গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হওয়া বোধ। চাল্‌তে আটার ন্যায় ও সাদা ও কটু প্রদল জন্য ১৪ বৎসর বন্ধ্যা, ইহা সেবনে গর্ভবতী হয় এবং প্রদল ক্রমশ কমিয়া যায়।

কান্থারিস—রজঃ অবসানে প্রস্রাব ত্যাগের পর, গুহ্যদ্বার দিয়া রক্ত মাখান শ্লেষ্মা ক্ষরণ। জ্বালাকর ও কষ্টে প্রস্রাব ত্যাগ, কালীন কটু প্রদল, বিশেষ যাহাদিগের অধিক সম্ভোগ ইচ্ছা থাকে।

কার্বো-অ—জলবৎ প্রদল এবং দাঁড়ান ও বেড়ান কালীন ক্ষরণ। কাপড়ে জর্দ্দা দাগলাগা। জ্বালাকর, অঙ্গ চিড়চিড়কারী বা কুটকুটনে প্রদল সহ স্তন বা জরায়ুর কঠিনত্ব।

কার্বো-ভে—শিক্নি বা রক্তমাখান শ্লেষ্মা, বা দুধের ন্যায় সাদা ও অঙ্গক্ষয়কারী কিম্বা জর্দ্দাটে ঘন প্রদল, সহ গুহ্যদেশ ব্যথা ও টাটান। প্রাতে শয্যা হতে গাত্রোত্থান কালীন খানিকটা পাতলা রস ত্যাগ, অন্য সময়ে আর হয় না।

কামো—জর্দ্দা ও অঙ্গ ক্ষয়কারী অথবা কটু ও জলবৎ এবং মধ্যাহ্ন আহারের পর প্রদল দেখা দেওয়া।

আইওডিয়ম—গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত ও ক্রূর রোগ পক্ষে; পাতলা,

উষ্ণ এবং বস্ত্র ক্ষয়কারী প্রদল, রজঃকালীন অধিক ক্ষরণ; অথবা রজঃ অবসানে প্রদল : গুহ্যদ্বার পুরু, ব্যথা ও উত্তপ্ত। বালিকার ধাতু-বিকৃতি বশতঃ শীর্ণতা সহ প্রদলে ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়োসোট—প্রদল, সাদা, অকষ্টকর, রজঃ ন্যায় ক্ষরণ ও ত্যাগের পূর্ব্বে কোমর ব্যথা; জর্দ্দাটে ও কাপড়ে দাগ লাগা সহ পায়ের দুর্ব্বলতা; প্রাতে গাত্রোত্থানের পর গুহ্যদ্বার দিয়া শ্লেষ্মা ও রক্ত ত্যাগ। কদর্য্য গন্ধের অঙ্গ ক্ষয়কারী চুল্কনাকারী সজ্জা জর্দ্দা বা মাস ধোয়ান জলের ন্যায় রস ক্ষরণ এবং জরায়ুর ক্ষত বা কঠিনত্ব বশতঃ পীড়ায় ব্যবহার্য্য। অঙ্গ ক্ষয়কারী প্রদলের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ফস-আ—প্রচুর জর্দ্দাটে প্রদল সহ চুল্কনি এবং রজোর পর দেখা দেওয়া। অতিরিক্ত সম্ভোগ জন্য বা দীর্ঘকাল স্থায়ী অসাধ্য প্রায় রোগে ইহাও চাইনা পর পর ব্যবহারে বিশিষ্ট উপকার এমন কি আরোগ্য পর্য্যন্ত সম্ভাবনা। উদরাময় বা স্ফোটকাদি রোগে অধিক পুজ কলতানি ক্ষরণ জন্য দুর্ব্বলীর প্রদর পক্ষে।

কাল্পি, কা—শ্লেষ্মার ন্যায় প্রদল, জর্দ্দাটে সহ গুহ্যদ্বারের মুখ চুল্কানি ও জ্বালা।

কালী, বাই—শ্লেষ্মার ন্যায়, টানিলে লম্বা হওয়া, অনেক সময় জর্দ্দা, কঠিন ও দড়ির ন্যায় এবং ঐ সঙ্গে কোমর ব্যথা, দুর্ব্বল, তলপেট ভার ও গুহ্যদেশ চিড় চিড় করা ও আড়ষ্ট প্রায় হওয়া।

কালী, হা—পাতলা, জলবৎ বা অঙ্গ ক্ষয়কারী শ্লেষ্মা ন্যায় প্রদল, সহ চুল্কনি।

নেট্রম, কা—নাভি প্রদেশ ব্যথা ও আড়ুমাড়ু করিয়া প্রচুর প্রদর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী ও দিন রাত ক্ষরণ। পচা গন্ধের। জর্দ্দাটে এবং প্রচুর প্রস্রাব ত্যাগে প্রদর স্থগিত হওয়া।

নেট্রমর, মর—প্রচুর প্রদল সহ মাথা ধরা ও ভেদ; সদ্য সাদাটে ও ঘন; সজ্জাটে বিশেষ বেড়ান কালিন ত্যাগ; প্রাতে পেট ব্যথার পর

ক্ষরণ এবং ঐ সঙ্গে অনেক সময় কোষ্ঠবদ্ধ, গা বমি বমি, বমন এবং সদা মুখমণ্ডলের পরিবর্ত্তনিয়বর্ণ ; প্রদর সহ গুহ্যদেশ চুল্কানি।

নাইট্রিক, আ—রজঃ অবসানে সজাটে শ্লেষ্মা ন্যায় প্রদল, শিক্লি ন্যায় টানিলে বাড়ে, পাটখিলে ও দুর্গন্ধ ; গরমির পীড়া বা অধিক পারা ব্যবহার দরুন রোগে বিশেষ উপকারী।

রুটা—রজঃ বন্দেব পর অঙ্গ ক্ষয়কারী প্রদল।

ষ্টানম—প্রদল জর্দ্দাটে ; সচ্ছ আমবৎ ; বল ক্ষয়কারী।

সল্‌ফ, আ—গুহ্যদ্বার দিয়া পুনঃ পুনঃ অঙ্গ ক্ষয়কারী শ্লেষ্মাত্যাগ ; জ্বালাকর ও কটু প্রদল ; সচ্ছ বা দুধবৎ ও অষাড়ে ক্ষরণ, রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ন্যায় ও যেন রজঃ উপস্থিত হইবেক বোধ।

সল্‌ফর—প্রদল অতিরিক্ত ; পাতলা, জর্দ্দাটে ও ত্যাগের পূর্ব্বতলপেট খিমচুনি ; লবণ লাগার ন্যায় চিড়চিড়কারী ; জ্বালা ও কষ্টকর ও গুহ্যদেশ ব্যথা। অল্প ক্ষরণ সহ কোমর ও কোঁক ব্যথা, উরুতের অবসন্নতা, কখন কোষ্ঠবদ্ধ কখন উদরাময়। ঋতুর এক পক্ষ পর শ্লেষ্মা ন্যায় ক্ষরণ। অঙ্গ ক্ষয়কারী সজাটে প্রদল ও ঐ সঙ্গে পেটের পীড়া থাকিলে। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত পক্ষে বা চর্ম্মরোগ অন্তর্হিত হওয়া দরুন পীড়ায় বিশেষ উপযোগী।

প্লাটিনা—ডিম্ব শ্বেত ন্যায় প্রদল, কেবল দিবাভাগে ও অসাড়ে ত্যাগ ; কতক প্রস্রাবের পর কতক উঠা কালীন ত্যাগ ও ঐ সঙ্গে কামাতুরতা ও পেট খসে পড়া ন্যায় অধোবেগ। বিশেষ যাহাদিগের মল আটা বিশিষ্ট হওয়ায় কষ্ঠে ত্যাগ, তাহাদের পক্ষে উপযোগী।

পডফলম—ঘন সচ্ছ শ্লেষ্মা ন্যায় প্রদল সহ কোষ্ঠবদ্ধ ও অধোবেগ।

প্রুনস—প্রদল জন্য অঙ্গ হাজা ও টাটান ও বস্ত্রে জর্দ্দা দাগলাগা।

সাবিনা—দুধবৎ পাতলা প্রদল সহ গুহ্য অঙ্গের চুল্কনি, প্রবীনার রজঃ বন্ধের পর কদর্য্য ঘ্রাণের বা চট্‌চটে জর্দ্দাটে কলতানি ন্যায় ও প্রতিপক্ষে দুর্গন্ধ রক্তস্রাব।

সানগুইনেরিয়া-কা—অঙ্গ ক্ষয়কারী ও দুর্গন্ধ প্রদল; জরায়ুর ক্ষত বা গেঁজ থাকা জন্য অথবা প্রবীনার সন্ধিকালে বা রজঃবন্ধের পর রোগে।

সাসা—বেড়ান কালীন ক্ষরণ, বিশেষ প্রস্রাব ত্যাগের পর মূত্র নালার ঝন্‌ঝনানি থাকিলে।

সিকেল—শীর্ণকায়, জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রদল অথবা গুহ্যদ্বার বাহির হওয়া সহ প্রদল।

সিলিসা—প্রদল কষ্টদায়ক, চিড়চিড়কারী, বিশেষ টক দ্রব্য ব্যবহারে ইহার আধিক্য; প্রস্রাব ত্যাগ কালীন; মধ্যে মধ্যে নাভির পার্শ্ব কন্‌কন করিয়া দুধবৎ ক্ষরণ; জরায়ু হতে খানিকটা সাদা জলভাঙ্গা। অঙ্গ ক্ষয়কারী গন্ধহীন প্রদল পক্ষে একটী উত্তম ঔষধ।

জিঙ্ক—পেট কনকনানি, পাকাশয়ে খিমচুনির পর প্রদল; রজোর ৩ দিন পূর্ব্ব ও পর প্রাতে ও সন্ধ্যার সিগ্নি বা রক্তমাখান শ্লেষ্মা ন্যায় প্রদল; বাহ্যের পর সাদা শ্লেষ্মা ন্যায় প্রদর।

হেডোমা-প—জ্বালাকর চুল্কানিবিশিষ্ট, জর্দ্দা, অঙ্গক্ষরকারী প্রদল এবং ডিম্বকোষ প্রদেশ টিপিলে ব্যথা।

লিলিয়ম-টি—জরায়ুর খসেপড়া ন্যায় অধঃবেগ কালীন ও পরে প্রদল; ৪ দিবস পর প্রত্যহ বৈকাল হতে দুই প্রহর রাত্র পর্য্যন্ত গর্ভ-স্রাবের ন্যায় পেটে বেদনা, ক্রমশই প্রদর অধিক অঙ্গ ক্ষয়কারী হওয়া এবং গুহ্যদেশ ফুলা ও ফুস্‌ফুড়ি হওয়া। স্বাভাবিক রজের সিকি মাত্রা ক্ষরণ এবং ঐ সঙ্গে জর্দ্দা প্রদল এবং গুহ্যদ্বার দ্বয় মধ্যদেশ হেজে যাওয়া। রজো বন্ধের পরই প্রচুর এবং কটু প্রদর।

অরিগেনম-ভ—প্রদল ও গুহ্যদেশ চুল্কানি সহ ইন্দ্রিয় উত্তেজনা। প্রদল দরুণ বন্ধ্যাত্ব ও জরায়ুতে অধিক বায়ুসঞ্চয় হওয়া।

নাবুলস-সা—জরায়ু দপদপানি ও গুহ্যদ্বার দিয়া খানিকটা সাদা কাইয়ের ন্যায় ক্ষরণ।

জিজিয়া-আ—এক দিন প্রচুর রজঃ, পর দিন হতে প্রদল, প্রথম প্রথম কটু ও অল্প, পরে অধিক মাত্রায়। রজ এককালে বন্ধ বা বিলম্বে হওয়া এবং ঐ উপলক্ষে প্রদল পক্ষে ইহা উত্তম ঔষধ।

হাইপো ফসফেট অফ লাইম—শিশুর প্রদল।

হাইড্রাসটিস-কা—জরায়ু বা গুহ্যদ্বারের প্রদল, চট্‌চটে ও অঙ্গে সিক্থির ন্যায় ঝুলিতে থাকে, পড়ে না। ঐ সঙ্গে পাকাশয় বা জকৃদ্দের পীড়া থাকিলে বিশেষ খাটে। প্রদর জন্য অঙ্গে ঘা হইলে ইহা বা কালেনডুলার আদত আরক ১০।১৫ ফোঁটা এক পোয়া জলে ফেলিয়া ঐ ক্ষত ধৌত করা বিধি।

আনাথিরম—মলদ্বারে গেজ হওয়া, ঘন পুজবৎ জরদ্ ও সবুজ প্রদল।

আকন—প্রদল প্রচুর, চট্‌চটে ও জর্দ্দাটে ওজ্বর পিপাসা, ভয়, উঠিতে গেলে মাথা ঘোরা।

আম্রা-গ্রী—রজঃ কালীন প্রচুর প্রদল; নিলাভ, শ্বেতবর্ণের বা ঘন সিক্থির ন্যায়, দিন দিন ক্রমশ বৃদ্ধি ও প্রতি ক্ষরণ পূর্ব্ব গুহ্যদ্বার ফুড়ুনি।

আমো-কা—অতিরিক্ত কটু প্রদল, জলবৎ ও সাদা, জরায়ু হইতে জ্বালাকর রস ক্ষরণ।

আমো-ম—প্রদল সহ পেট স্ফীত, কিন্তু বায়ু পুরিত নহে; নাভির পার্শ্বদেশে খিমচুনির পর ডিম্বের শ্বেত ন্যায় ক্ষরণ। প্রতি প্রসবের ৫।৭ দিন পর পাটখিলে হড়হড়ে প্রদল ক্ষরণ।

আনাকার্ডিয়ম—প্রদল সহ গুহ্যস্থানের চুল্কানি ও ব্যথা; এবং এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ স্মরণশক্তি হ্রাসতা থাকিলে।

আনট্রিম-ক্র—গুহ্যদ্বার দিয়া কটু রস নির্গত এবং উরুতে গড়িয়া লাগায় তৎস্থান কুটকুটনি।

আর্সেনিক—দাঁড়ান অবস্থায়, বায়ু নিঃসরণ কালীন প্রদল ত্যাগ;

ঘন জর্দ্দা ও অঙ্গ ক্ষয়কারী, গুহ্যদ্বার হতে বায়ু ত্যাগ ও তথা জ্বালা ও অঙ্গ ফুলা ও হাজা।

বারাইটা-কা—গুহ্যদ্বার দিয়া লাল শ্লেষ্মা ক্ষরণ, বুক ধড়ফড়ানী, পীঠ ব্যথা ও অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা।

বেল—প্রদল সহ পেট ব্যথা, বিশেষ ঐ সঙ্গে অধোবেগ বা পেটখসে পড়া থাকিলে; বেলেডনার ব্যথা হটাৎ ধরে আবার হটাৎ ছাড়ে।

বোভিষ্টা—রজোর পর বেড়ান কালীন ঘন, আটাবিশিষ্ট, ডিম্বের শ্বেত ন্যায় অথবা জর্দ্দাটে বা সবুজ ও অঙ্গক্ষয়কারী প্রদল। গন্ধহীন অথচ অঙ্গ ক্ষয়কারী রোগে বোভিষ্টা ও সিলিসা উত্তম ঔষধ।

কাষ্টিকম—রজঃ ন্যায় বর্ণ ও ঘ্রাণ বিশিষ্ট প্রচুর প্রদল, বিশেষ রাত্রকালে ক্ষরণ।

চাইনা—রজোর পূর্ব্ব প্রদল সহ কুচ্‌কি, মলদ্বার ও জরায়ুতে কষ্টকর চাপুনী; রক্তবিশিষ্ট বা শোণিতের জলীয়ভাগ ন্যায় এবং মধ্যে কাল, ডেলা ডেলা রক্ত ক্ষরণ; কিম্বা দুর্গন্ধ পুজবৎ এবং গুহ্য অঙ্গের অভ্যন্তরে চুল্কানি এবং আক্ষেপযুক্ত সংকোচন এবং জরায়ুগ্রীবা ব্যথা না হইয়া শক্ত হওয়া। রসরক্ত ক্ষয়জন্য রোগে অথবা যাহারা অধিক চা ব্যবহার করে তাহাদের পক্ষে।

কোপেভা—রক্তবিশিষ্ট শ্লেষ্মার ন্যায় প্রদর; ঘন পুজবৎ প্রদর সহ গুহ্যদ্বারে সদাচাপ।

টাবাকম—রজোর এক পক্ষ পর রক্তের জলিয় অংশের ন্যায় গুহ্যদ্বার হইতে ক্ষরণ।

টার্ট এমেটিক—চটচটে সাদা সিক্থির মত প্রদর।

এসফুলস—প্রদর সহ অর্শ বা জরায়ুর পীড়া, বা বাধক; এক বা স্তন দ্বয় জ্বালা।

হেলোনিয়স—প্রদর সহ পীঠের নিম্ন ভাগে ব্যথা এবং স্তন ও বোটা ব্যথা ও টাটান।

মার্ক-কর—শিশুর কটু প্রদর, অঙ্গ ব্যথা ও গরম জলের ন্যায় প্রস্রাব ত্যাগ।

টিউক্রম—শিশুর খুদে কৃমি জন্য প্রদর।

হামেমালিস—প্রদর প্রচুর ও প্রায় এক লাগাড়ে থাকা। রোগ ক্রর ও পুরাতন হইলে যত্ন পূর্ব্বক দীর্ঘকাল সুচিকিৎসা করিলে প্রতিকার সম্ভব।

ক্লোরোসিস।

মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ।

দশ বৎসর হইতে উর্দ্ধ বয়স্ক যুবতীর এই রোগ হইতে দেখা যায়। শরীর মধ্যে যথা আবশ্যকীয় শোণিতের ন্যূনতা বশতঃ ইহা উপস্থিত হয়। অল্প বয়সে প্রকাশ হইলে কন্যা শীঘ্র রজঃস্বলা হয় না। রজঃ স্থাপনের পর হইলে হয়ত রজঃ এক কালে বন্ধ বা উহার সময় ও মাত্রার অনিয়ম হয়। পাঁচ সাত সপ্তাহ অন্তর এক এক টুকু লাল শ্লেষ্মার ন্যায় এক বা দেড় দিন ক্ষরিয়া থাকে, ক্বচিৎ বা প্রাচুর্য্য পরিমাণে শোণিত ভাঙ্গে এবং কখন বা রজঃ পরিবর্ত্তে প্রদল ত্যাগ হইয়া দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি করে।

লক্ষণ—বিবর্ণ, ত্বক ও পেশী ঢাঙ্গা ও শিথিল, মাড়ি, জিহ্বা, ওষ্ঠাধর ফেকাসে, চক্ষুঃ নিস্তেজ ও পাতা ফুলা বিশেষ প্রাতে, ও চতুষ্পার্শ্বে কাল শিরা পড়া, বুক ধড়ফড়ানি, নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, সুতাবৎ ও দ্রুত, মিনিটে ১২০ হইতে ১৪০ স্পন্দন, ক্ষুধা কম, আহারে দ্বেষ বা ছাই, কয়লা মাটী প্রভৃতি অখাদ্যে স্পৃহা, সুপরিপাক অভাব, পেট স্ফীত, কোষ্ঠবদ্ধ, গা বমি বমি, অল্প প্রস্রাব, সন্ধ্যায় হাত পায়ের পাতা ফুলা, মাথাধরা, দপদপানি ও ভার, আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা, শ্বাস কষ্ট, কাশী যাহা শেষ ক্ষয়রোগ হইয়া পড়ে এবং দিন দিন বল ও মাংস ক্ষয় হইতে

থাকে। এই ব্যাধির বিশেষ এই লক্ষণ যে গলার বিশেষ ডান দিকের শিরা মধ্যে এক প্রকার বুজ বুজ শব্দ হয়। অধিক রস রক্ত ক্ষয়, আগ্নি মৈথুন, অধিক ঔষধ সেবন, সুরা বা কাওয়া পান, অতিরিক্ত টক বা অযথা দ্রব্য আহার, অত্যল্প আহার; অধিক শ্রম, শোক, অধিক নিদ্রা, রজঃ বন্ধ বা অধিক ক্ষরণ, বিশেষ ধাতু বিকৃতি বশতঃ রোগ শীঘ্র বা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়। পীড়া দীর্ঘকালে সারে, ক্রমশ শরীরে অধিক রক্ত হইয়া প্রাকৃতিক বর্ণ ও তাপ দেখা দেয় ও দিন দিন বল ও ও মনের উল্লাস হইতে থাকে।

সর্ব্ব প্রথম কারণ অন্যথাভূত করিতে চেষ্টা পাইবা, পরে যথা যোগ্য ঔষধ ও পল্লীগ্রামে থাকিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, সবলকারী অনায়াস জীর্ণ খাদ্য, বিশেষ টাট্‌কা দুগ্ধ আহার, কঠিন সর্য্যায় শয়ন, অধিক শ্রম না করা, সদা চলাফেরা করা এবং ক্রীড়া কৌতুকে সদা প্রফুল্ল থাকা, ঠাণ্ডা জলে স্নান, এ সমস্ত আরোগ্য প্রদান পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইন্দ্রিয় উত্তেজক খাদ্য বা পানিয় অবিধি, অনেকের অসম্ভাবিত দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয়, ইহা হানি জনক বা অখাদ্য না হইলে অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। সহজে না সারিলে ইহার সঙ্গে রক্ত উঠা, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস পীড়া, প্লীহা, অগ্রমাস, উদরী, বায়ু ও চর্ম্মরোগ উপস্থিত হইয়া আরোগ্যের আশা সুকঠিন হয়। রজঃ আধিক্য ন্যূনতা বা এক কালে বন্ধ, তাহা লক্ষ করিয়া অন্য অন্য উপসর্গ সহ মিলাইয়া সদৃশ ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারিলে কৃতকার্য্য হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে রজঃ বন্ধ, কৃচ্ছ্রতা ও বাহুল্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায় পাঁঠ করিবা। ঔষধ, প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক এক মাত্রা এবং উপকার বুঝিলে তিন চারি দিন অন্তর প্রয়োগ বিধি।

পল্‌স—পীড়ার প্রারম্ভে, রজঃ দুর্ব্বল বা বিলম্বে প্রকাশ অথবা এক কালে বন্দ ও পুনঃ পুনঃ প্রদল দেখা দেওয়া, ত্বক মলিন, গণ্ডদেশ স্ফীত, জর্দ্দাটে বা সজাটে বর্ণ, শরীর ফুলা, পেশী শিথিল, কাণ মধ্যে

শব্দ, আদ কপালে মাথা ব্যথা এবং মস্তক ও দন্ত পর্য্যন্ত ঝন ঝনানি এবং হটাৎ উহা মুখ মণ্ডলের এক হইতে অপর দিকে নড়িয়া যাওয়া, শ্বাস কষ্ট, এক টুকু নড়ায় হাপানি, বুক ধড়ফড়ানি, মৃত্যু ভয়, কান্না, হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা আবার কখন কখন হঠাৎ গরম হওয়া, কোমর ব্যথা, অতিরিক্ত ক্ষুধা ও পাকাশয় খালি থাকা বোধ, পেট ভার, নিয়ত শীত ও কাপুনি অথচ উপরে শরীর গরম, পেটে আক্ষেপ সহ গা বমিবমি ও বমন, উদরাময় ও প্রদল, ডেলা ডেলা কাল রক্ত উঠা, অক্ষুধা বা অরুচি, ঝাল মসলা এবং গরম ও উত্তেজক খাদ্যে ইচ্ছা, গুড়মুড়া ও পায়ের পাতা ফুলা। অন্যমত চিকিৎসায় অধিক লৌহ ঘটিত ঔষধ ব্যবহার হওয়ার পর ইহা বিশেষ খাটে।

ককু—রজঃ বন্ধ বা অনিয়মে ক্ষরণ এবং পেটের খুব ভিতরে জরায়ু প্রদেশে আক্ষেপ বা খাললাগা।

পাকাশয়ে খাললাগা, অরুচি, কেবল সুরা ও উপদেয় দ্রব্যে স্পৃহা, বিশেষ মাংসে দ্বেষ, গা বমিবমি ও বমন, কোষ্ঠবদ্ধ, শরীর ভার, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড়ানি ও তথায় খাললাগা, পুনঃপুনঃ জৃম্ভন, বাতাসে অসুখ।

সেপিয়া—রজঃ বন্ধ, মাঝে মাঝে পেট ব্যথা, অধোবেগ ও খানিক খানিক শিরি হ্যায় ক্ষরণ, গুহ্যদেশ ফুলা, জ্বালা বা গুহ্যদ্বারের নিচে হতে উপর দিকে ফুড়ুনী ও মধ্যে মধ্যে দুই এক ফোঁটা রক্ত পতন, ঐ সঙ্গে আদ কপালে, হাত পা ব্যথা ও বদনে ফটকা ফটকা দাগ থাকা, নাক, কাণ বা শ্বাসনালি দিয়া শ্লেষ্মা ঝরা, পুনঃপুনঃ পেট ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধ, কোমর বেদনা, শরীর ভার ও উঁহার মিষ্টগন্ধ, কখন শীত কখন তাপ, খেদ ও কান্না, অতিশয় দুর্ব্বল। পল্‌সের পর ব্যবহার্য্য।

বেল—মস্তক ও বুকে অধিক রক্ত সঞ্চয় এবং গলার রক্তবহা নাড়ীর দপাদপানি, গুহ্য অঙ্গের চাপুনি, তাপ ও চিড়িকমারা, পেটভার ও উহার

ব্যথার পর অল্প ও কষ্টকর রজঃ ত্যাগ, বসিয়া থাকিলে পা অবাড় হওয়া, কফাংশ ধাতুতে অধিক খাটে।

ব্রাই—বুক ও মস্তকে রক্ত সঞ্চয়, নাক দিয়া রক্ত পড়া, উৎকাশী, শীত ও কাপুনি, কখন কখন উহার পর খস খসে ও দহকর তাপ, কোষ্ঠবদ্ধ, বা পেট ব্যথা, মুখের তিক্ততার, জিবে জর্দ্দা লোপ, পাকাশয় যেন পাথর দ্বারা চাপিত, বদমেজাজ।

চাইনা—অধিক রস রক্ত ক্ষরণ ও স্নায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ পীড়ায়। কোন কোন্ অঙ্গ, বিশেষ পায়ের পাতা ফুলা, পা ভার ও লট পট করা, চক্ষুঃ নিস্তেজ, ফুলা ও পার্শ্বে কালশিরা পড়া, পেট ফাপা, সেটে ধরা ও গড় গড় করে ডাকা, উত্তম পরিপাক অভাব, বুক ধড়ফড়ানি, টক উদ্গার, টক বা উপদেয় দ্রব্য বা সুরায় স্পৃহা।

আর্স—পুর্ব্ব উপসর্গ সহ কাপুনি, শ্বাসখর্ব্বতা, পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা ও অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা, অতিরিক্ত স্বামী সহবাস ইচ্ছা, ক্ষয়কারী প্রদর, টকে ইচ্ছা, গা বমি বমি ও বমন, বদন রোগাটে, বিবর্ণ ও তোবড়ান ও উপরভাগ ফুলা এবং ঐ সঙ্গে উদরীর লক্ষণ।

গ্রাফাইট—ঋতুবন্দ বা কখন কখন অল্প ক্ষরণ, মস্তক ও বুকে অধিক রক্ত সঞ্চয়, গা বমিবমি, মাথাধরা, বদন আরক্তিম, বক্ষঃস্থল ভার ও ব্যথা এবং শয়ন করিলেই শরীর আইঢাই, পেটে খাললাগা, সর্দ্দি, মল কঠিন ও গুটলে গুটলে। পা ফুলা, প্রদর, বন্ধ্যাত্ব ও চর্ম্মরোগ থাকিলে বিশেষ খাটে। ইহাতে বিশেষ ফল না হইলে কাষ্টিকম দিবেক।

সল্ফর—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ও ঘাড় সেটেধরা, বা মাথা দপদপানি, মাথা মধ্যে যেন ভনভন শব্দ হওয়া; কপালে ও মুখের চতুষ্পার্শ্বে ফুন্কুড়ি; গণ্ডদেশ ফেকাসে ও উহার মধ্যে মধ্যে লাল দাগ; রাক্ষস বৎ আহার; জ্বালাকর টক উদ্গার; শীর্ণ, পেটভার, কোষ্ঠ অপরিষ্কার, বুকভার, শ্বাসকষ্ঠ; কোমর ব্যথা ও মূর্চ্ছা; কথা কহিলে শ্রান্ত; সামান্যে সর্দ্দি, সদা গা শীত শীত ও স্নানে অনিচ্ছা অল্পে রাগ বা

সদা বিমর্ষ ও পুনঃপুনঃ ক্রন্দন। বিশেষ ইহার সঙ্গে ক্ষয়রোগ থাকিলে ইহা বিশেষ খাটে। ধাতু প্রকৃতিস্থ করার পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ও সেই নিমিত্ত অন্য ঔষধ বিশেষ পল্‌স ব্যবহার কালীন মধ্যে মধ্যে ইহার এক এক মাত্রা দেওয়া বিধি।

কাল্‌কা—পূর্ব্বের ন্যায় ইহা ধাতু প্রকৃতস্থকারী। বিশেষ যথায় অন্য উপসর্গ সহ কাশী, ক্ষয় জ্বর, পা ফুলা বা উদরী থাকিলে; অথবা রজঃ বন্দ, প্রদর, মাথাধরা, ঘোরা, পাকাশয়ে খাললাগা, পুরাতন অম্ল রোগ, অরুচি, কেবল সুরা ও উপাদেয় দ্রব্যে স্পৃহা, বিশেষ মাংসে দ্বেষ; গা বমিবমি, বমন, কোষ্ঠবদ্ধ, শরীর ভার, অতিরিক্ত শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড়ানি ও শীর্ণতা। রোগ সহ অতিশয় অবসন্নতা ও কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে মধ্যে মধ্যে লাইকপ দেওয়া বিধি।

সল্‌ফর ও কাল্‌কা—এই ঔষধদ্বয় পর পর প্রাতে একমাত্রা করিয়া সপ্তাহ দিয়া ৩।৪ দিন বন্দ রাখিবে পরে রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ঐ বা অপর ঔষধ দিবে।

ফেরম—অন্য ঔষধে সমতা হইয়া, রক্তহীন পাণ্ডাস বর্ণ পক্ষে ফলদায়ী। ক্রর ও কঠিন রোগে যে পর্য্যন্ত ধমনীর বুজবুজনী শব্দ বন্দ না হয়। অথবা ঋতু এককালে বন্ধ, বা অল্প কিম্বা জলবৎ, নড়ায় মাথা ঘোরা, কপাল ও পাকাশয় ব্যথা, বিবর্ণ, অতিশয় দুর্ব্বলতা, বিশেষ গুড়গুড়া ও হাটুর, কাণ মধ্যে শব্দ, মুখ হাত বিশেষ পায়ের পাতা ও চক্ষু ফুলা, জলের ন্যায় প্রস্রাব, নিয়ত শীত ও গা ঠাণ্ডা, নাড়ী দুর্ব্বল, বুক ধড়ধড়ানি এবং অসম স্পন্দন, আহার করিলেই তুলে ফেলা, অনেক সময় উদরাময়। কেহ কেহ ইহা নিম্ন ক্রমেরও কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে দিয়া থাকেন।

নেট্রম-র্ম—রজ হওনের উদ্রেক হয় কিন্তু হয় না; খেদান্বিত, উদ্বিগ্ন, নড়ায় অনিচ্ছা, বুক ধড়ফড়ানি ও অসম নাড়ীর স্পন্দন, তিক্ত দ্রব্যে স্পৃহা, বস্তিপ্রদেশের উপর শীতল, কিন্তু ভিতরে গরম, সন্ধ্যায়

মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, কুচ্‌কি জ্বালা ও কনকনানি, প্রদর, দন্ত শুলুনি এবং তলপেট জ্বালা ও ভার। বিশেষ আত্ম মৈথুন জন্য রোগ। ক্রম ও দীর্ঘকাল স্থায়ী কঠিন পীড়ায় ব্যবহার্য্য। বাতরোগ জন্য বড় প্লীহা এবং ফুস্‌ফুস প্রদাহ থাকিলে এবং শিরা মধ্যে বুজবুজনি শব্দ, পা ফুলা লক্ষণ থাকিলে ইহা দেওয়া বিধি।

ফস—রজঃ এককালে বন্ধ না হইয়া অসময়ে অল্প মাত্রায় প্রকাশ, গা বমিবমি, টক বমন, থুথুর সঙ্গে রক্তউঠা, বুকভার, শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডেরঅতিরিক্ত ধুকধুকুনি, মাথা ঘোরা ও ইন্দ্রিয় উত্তেজনা, পেট ব্যথা, কোমর বেদনা, প্রদর।

নক্স-ভ—উগ্র স্বভাব ও রাগাশক্ত এবং যাহাদিগের রজঃ ঘন ঘন হয় কিন্তু একলাগাড়ে ক্ষরে না এবং হয়ত পরিমাণ অত্যল্প ও ঐ সঙ্গে অত্যন্ত পেট ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধ, গা বমিবমি অথবা দুর্গন্ধ অকষ্টকর প্রদল ক্রমাগত ক্ষরণ, প্রাতে কষ্টের আধিক্য। রজের পূর্ব্ব ঘাড ও পীঠ ব্যথা।

প্লম্বম—শ্বাসকষ্ট, অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ, পায়ের পাতা ফুলা ও অতিশয় দুর্ব্বলতা, সদা পেটে খাললাগা, স্তন ব্যথা, নিয়ত শীত শীত, গা বমিবমি এবং বমন, লোল মাংস। অল্প বয়স্কার পীড়ায়। সর্ব্বাগ্রে ফেরম দিয়া পরে ইহা ব্যবহার্য্য।

ইগ্নেসা—শোক অথবা রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করিতে না পারা বা বিরহ জন্য গুমটে গুমটে রোগ উপস্থিত হইলে।

লাকেসিস—বাল্য ও যৌবনের সন্ধিকালে পেট বড় হওয়া (পেট ডাগরা) পক্ষে উত্তম ঔষধ।

কোনাইয়ম—রজঃ এককালে বন্ধ; কিন্তু রজের যথা নিয়মিত সময়ে জননেন্দ্রিয় অধিক শাড়বিশিষ্ট হওয়া; নিয়ত গাত্রোত্তাপ, পিপাসার অভাব; হাত পা ভার; যকৃৎ প্রদেশ ফুড়ুনি, অস্থিরতা, দুঃস্বপ্ন, দুর্ভাবনা এবং দুর্ব্বল হওয়া; স্তন শুকাইয়া যাওয়া ও লোল

হওয়া, বিনাকারণে কান্না,মাঝে মাঝে চমকান, পেট স্ফীত ও খাললাগা, ফটী প্রতি দ্বেষ, টকে স্পৃহা, আহারান্তে গা বমি বমি, পানের পর বুক ধড়ফড়ানি।

আলুমিনা—পাণ্ডু সহ উদরী, চাকখড়ি, কয়লা, ঝাই বা কাচা চাউল, টক, অজীর্ণকারী এবং অখাদ্য দ্রব্যে স্পৃহা এবং উহা উদরস্থ না করিতে পারিলে পাকাশয় মধ্যে কেমন করা, এক দিন অন্তর রোগ বৃদ্ধি, কেবল মাত্র বাহ্যেরকালীন মূত্রত্যাগ, মল পাতলা কিন্তু কষ্টে ত্যাগ।

বোরাক্স—হটাৎ রজঃ বন্ধ দরুণ রোগে।

নাইট্রি-আ—রাগাশক্ত স্বভাব বিশিষ্ট পক্ষে। যৎসামান্য ক্লেশে কাবু হয়, খেদান্বিত, সামান্যে চম্‌কে উঠা, মাংসে ঘৃণা, চাকখড়ি, চুন এবং মৃত্তিকা খাইতে ইচ্ছা, ভাল পরিপাক না হওয়া, গা বমি বমি, আহারের পর অবসন্নতা এবং নিদ্রাতুরতা, হাঁসফাস করা, উপর তলায় উঠিতেগেলে বুকধুকধুকুনি।

কালী-কা—রজঃ বন্ধ বা রুচ্ছ্রতা, বুক ধড়ফড়ানি, অঙ্গফুলা, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা, বাহিরের বাতাসে অসুখ, ত্বক শুষ্ক, মিষ্ট দ্রবে স্পৃহা, গা বমি বমি, বমন, কোষ্ঠবদ্ধ।

প্লাটিনা—জরায়ুর খাললাগা এবং তলপেটে চাপুনি. অরুচি, কোষ্ঠ বদ্ধ, মাথাঘোরা, মনের অতিরিক্ত অসুখ সহ, মৃত্যু ভয় এবং সন্দিহান ও গর্ব্বিত স্বভাব। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় উত্তেজনা জন্য রোগে বিশেষ খাটে।

স্পাইজিলা—একটকু বেড়ানর শ্রান্ত, চক্ষু চতুষ্পার্শ্বে হরিতের দাগ, উপরপেট স্পর্শ মাত্রেই ব্যথা, সর্দ্দি, অঙ্গ ফুলা, শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডের অসম এবং প্রবল স্পন্দন এবং তথায় কান দিলে বিকৃতি শব্দ।

ডিজিট—দুর্ব্বলতা এবং পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছা, অঙ্গ ফুলা, দিবসে সদা ঝিমন, নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল এবং একটকু মাত্র নড়ায় স্পন্দন বৃদ্ধি, মন কেমন করা, কাঁদিবার ইচ্ছা এবং ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কা, তিক্ত ও টক

গাগিয়ে ইচ্ছা, প্রাতে গা বমিবমি ও বমন, গাত্রাবরণ খুলিলে হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনি দেখা যায়।

মার্ক—প্রদর, হাত পায়ের পাতা এবং মুখমণ্ডল ফুলা, অত্যল্প শ্রমেও রক্ত উর্দ্ধক, খেদান্বিত এবং বদমেজাজি।

কস-অা—প্রদর সহ জরায়ু অধিক স্ফীত থাকা, বলক্ষয়, সদা ঝিমন, নরম খাদ্যে অধিক স্পৃহা, আহার করিলে পেটে চাপ বোধ, অতি মৈথুন জন্য রোগে।

ষ্টাফিসিগ্রিয়া—হাত পা অবসন্ন এবং ভগ্ন প্রায় বোধ, দিবসে ঝিমন, জৃম্ভন ও আড়াভাঙ্গা, স্বাস্থ্য লইয়া ব্যস্ত, পুনঃপুনঃ ঘাম, সুরা প্রতি স্পৃহা, জনু যন্ত্রের কষ্টকর সাড়ত্ব।

ভেলিরিয়ম—পাণ্ডু সহ বায়ু রোগ।

লাইকপ—মুখমণ্ডল মাটিয়া বর্ণের, চক্ষু চতুঃস্পার্শ্বে নীল শীরা উঠা, রাতে মুখের দুর্গন্ধ, তিক্ত বা টক তার, পিপাসা অল্প বা একেকালে অভাব, রাক্ষসবৎ ক্ষুধা এবং তৎকালে কিছু না খাইলে মাথাধরা, কিন্তু আহার করিলে তখনি সারিয়া যাওয়া, অল্পাহারে পেট ভার এবং স্ফীত হওয়া, উপর পেট ঠোসমারা, উদ্গার, ঘর্ষণ ও কাপড় ঢিল করায় সমতা; অতিশয় বায়ু জন্য পেটডাকা, গুহদ্বার শুষ্ক; বৈকাল ৪টা হতে ৮ পর্য্যন্ত অসুখ বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে মলাশয় শিড়শিড়নি, দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; শরীরস্থিত রক্ত ঠাণ্ডা বা উহার গতি রোধ হইয়াছে বোধ, হাত পা অবস হওয়া, ঝিমন, শীত, অম্ল উঠা, মিষ্টে ইচ্ছা। ইহার পূর্ব্বে কখন কখন নক্স কখন কখন ক্যাল্কা ব্যবহার হয়। অতিরিক্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মধ্যে মধ্যে ইহা দেওয়া বিধি।

হেলোনিয়াস—জরায়ুর স্বাভাবিক তেজোহীনতা জন্য পাণ্ডুরোগ এবং ঐ সঙ্গে অজীর্ণতা থাকিলে।

একটী নির্দ্দিষ্ট ঔষধে প্রায় এই ব্যধি সারিতে দেখা যায় না। যদি

অন্যমতের চিকিৎসা হইয়া থাকে, তবে লক্ষণানুযায়ী হইলে সর্ব্ব প্রথম পল্‌স পরে অনেক সময় প্লম্বম খাটে এবং সর্ব্বশেষ সল্‌ফর বা ফস।

বিশেষ অন্য লক্ষণাক্রান্ত না হইলে সর্ব্ব প্রথম এক ঋতুকাল সময়ের মধ্যে মধ্যে পল্‌স দিবে। এক মাস কালে ফল না দর্শিলে সল্‌ফর এবং সর্ব্বশেষ কাল্কা ব্যবহারে অনেক সময় স্বাস্থ্য লাভ হয়, অন্যথা হইলে অপর ঔষধের মধ্যে সদৃশ ভৈষজ্য প্রয়োগ বিধি।

সন্ধিকালে ঋতুবন্ধ উপক্রমে পীড়া।

বালিকাকাল উত্তীর্ণ হইলে রজঃ প্রকাশ এবং প্রৌঢ়াবস্থার পর বামার সচরাচর ঋতু বন্ধ হয়। এই দুইটী সময় বামার জীবনের সন্ধিকাল। রোগ ও কষ্ট বিনা এই কালদ্বয় অতিবাহিত করিতে পারিলে, তিনি বহুকাল জীবিত থাকিতে পারেন। প্রথম যৌবনের সন্ধিকালের পীড়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে লেখা হইয়াছে, শেষটীর বিষয় কিঞ্চিৎ এ স্থলে বর্ণিত হইল। বিশেষ যাহাদিগের ধাতু বিকৃতি থাকে তাহাদের মস্তিষ্ক, উদর, জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি যন্ত্র সমূহের পীড়া হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এজন্য সামান্যতর উপসর্গ দেখিলেও যত্নপূর্ব্বক তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক।

কাহার বা ঋতু বন্ধ হইয়া পেটের আকার বৃদ্ধি, স্তনভার, শক্ত ও বড় হয়, গা বমি বমি কিন্তু কাটনেকার অভাব, এবং মাঝে মাঝে হয়ত পৈত্তিকের বমন, কখন কখন বা গয়ার সঙ্গে রক্ত উঠা, এবং বায়ু জন্য পেটের মধ্যে পদার্থ নড়ার ন্যায় হওয়ায় প্রবীনা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন অনুভব করেন, কিন্তু বস্তুত ইহা ভূয়া গর্ভ। এ অবস্থায় লক্ষণানুযায়ী নক্স বা পল্‌স, আকন বা ব্রাই কিম্বা ক্রোকস ব্যবহার্য্য।

কাহারও বা এ অবস্থায় জ্বরের উপসর্গ দেখা দেয়। শিরঃপীড়া, কাণ মধ্যে হিস হিস শব্দ, আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা, নাড়ী দ্রুত,

একা থাকিবার ইচ্ছা, সদা মন উচাটন ও ভীত হওয়া, বিনা কারণে কান্না, খেঁতখেঁতে, বদমেজাজি বা আপন সম্বন্ধে সকল বিষয়ে নিরাশ এবং ঐ সঙ্গে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ, বায়ুরোগের উপসর্গ এবং হয়ত রজঃ প্রচুর ও ঘন ঘন হয়।

প্রদাহিক অবস্থায় আকন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ইহার সঙ্গে, পর পর বেল বা কামো এবং অনিদ্রাদি বাতিকের উপসর্গ থাকিলে কফি ব্যবহার্য্য, প্রদাহ অবসানে ইগ্নেসা, পল্‌স বা সেপিয়া।

মস্তক, পেট বা বুকে অধিক রক্ত সঞ্চয়ের উপসর্গ এবং কোমর ও নিতম্ব ব্যথা এবং অধোবেগ থাকিলে সর্ব্বপ্রথম বেল পরে আবশ্যক মতে হিপর বা সল্‌ফর।

মাথা জ্বালা, নাক দিয়া রক্তপড়া প্রভৃতি উপসর্গে ক্রোকস এবং সমতা হইলে রোগ নিঃশেষ নিমিত্ত কখন কখন কার্বো দেওয়া বিধি।

মস্তকে অধিক রক্ত-সঞ্চয় জন্য শিরঃপীড়ায় গ্লোনোইন, বেল, জেল্‌স, সিমিসি।

বুকে অধিক রক্তসঞ্চয় জন্য উপসর্গে, আকন, ভেরাট-ভি, ব্রাই, আর্শ।

উদরস্থিত যান্ত্রিক যথা পাকাশয়, অন্ত্র, যকৃৎ, মূত্রাধারের, উপসর্গে ব্রাই, বেল, নক্স, ককু, লাইক, সেপিয়া, পল্‌স, আস, টাবাক, সল্ফর।

অতিরিক্ত রজঃ ক্ষরণ ও তজ্জন্য অতিশয় দুর্ব্বলতা পক্ষে চাইনা, পরে ক্রিয়োসট, বা কোনাই, সেপিয়া, সল্‌ফর।

স্নায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ এক কালে বল ক্ষয় পক্ষে কালী-কা, মস্কস, কফি, ভেলিরিয়ন, ভেরাট, ভাওলা, আকন, নাইট্রি-আ, সল্‌ফর।

পেটের গোলমাল থাকিলে নক্স, পল্‌স বা ব্রাই।

ঋতু বন্ধেরদরুণ গা বমি বমি, মাঝে মাঝে পৈত্তিকের বমন ও অন্ত্রে ভয়ানক খাললাগা পক্ষে ককু।

ত্রিকাস্থি ও চঞ্চু অস্থি (নিতম্ব) প্রদেশে ব্যথা পক্ষে কটা।

লেট্রম-ম—অজীর্ণ, অরুচি, নিয়ত কপাল ব্যথা, মানসিক শ্রমে এক

কালে অপটু, নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসা, নিকটে আত্মীয় উপস্থিত হইলেও বিরক্তি।

সলফ-আ—মাঝে মাঝে তাপ ও হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম, নড়া-চড়ায় কমা, এবং ঐ সঙ্গে জিহ্বা শুষ্ক, পিপাসা, পীঠ ও পায়ের দুর্ব্বলতা ও গা মাটি মাটি।

লাকেসিস—এই কালের পীড়ার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষ মাথা ঘোরা ও দপদপানি এবং ব্রহ্মতালু জ্বালা, পেটে আক্ষেপ ও অধিক বায়ু সঞ্চয় হওয়া, অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ, মধ্যে মধ্যে এক এক দিন দম্‌কা ভেদ, অনিদ্রা, পীঠ ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে। অথবা পুনঃ পুনঃ মুর্চ্ছা সহ গা বমি বমি, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়কড়ানি, গাত্রঠাণ্ডা ও সর্ব্বাঙ্গ কাঁপা ; অতিরিক্ত পিপাসা ও মুখ শুষ্ক।

সিমিসি—বাম স্তনে ও বাম অঙ্গের স্থানে স্থানে ব্যথা, মাথাধরা, চক্ষুগোলক কামড়ান, মন মালিন্য, খেদান্বিত, খেঁতখেঁতে ও অস্থির, আহারে দ্বেষ, অন্ত্রের পীড়া, কাটনেকার ও বমন এবং মাথার খুলি যেন মস্তিষ্ক ধারণে অক্ষম ও ব্রহ্মতালু যেন উড়ে যাইতেছে বোধ। জড়তা, ত্রাস, অনিদ্রা, চটা, একদিন অন্তর বৃদ্ধি, বাতাসে সমতা।

পল্‌স—অজীর্ণ, গা বমি বমি বা বমন, আহারান্তে পেট ফুলা, ঋতু অনিয়মিত, জড়তা, মাথা ঘোরা, চক্ষু বেদনা, মুখে জল উঠা, অর্শ সহ জ্বালা বা উহা বন্ধে পীড়া, হাত পা কাঁপা, দৃষ্টির মালিন্য ও হাত জ্বালা।

ব্রাই—ফুস্ফুস—বা বুকে অধিক রক্ত সঞ্চয়, যেন পাকাশয়ের উপরে একখানা পাথর রহিয়াছে বোধ, রজঃ বন্ধ ও নাক দিয়া রক্তপাত, হাত পা ও কোমর ব্যথা।

চাইনা বা ফেরম—পুনঃ পুনঃ প্রচুর শোণিত ক্ষরণ, ব্রহ্মতালু জ্বালা, মাথা মধ্যে যেন শব্দ ও উহার চতুঃপার্শ্বে কসেবাধা রহা বোধ। শোণিত নিস্তেজ এবং শুল্‌ক ও চক্ষুপাতা ফুলায় ফেরম বিধি।

আর্স—উদরীর উপসর্গ, শ্বাসকষ্ট ও দুর্ব্বলতা। সমস্ত শরীর জ্বালা, অর্শ ফুলা, ব্যথা ও ফুড়ুনি বিশেষ নড়ায়, জ্বালাকর শোণিত পাত, তাপ, অস্থিরতা, অনিদ্রা, অতিশয় শীর্ণ ও দুর্ব্বল।

গ্লোনোইন—মস্তকে অধিক রক্তের গতি জন্য মাথা দপদপানি, ঘোরা ও মাথা ও কাণ মধ্যে শব্দ।

ককু—পেটে খাললাগা ও ব্যথা সহ গা বমি বমি ও বমন, মাথা ধরা ও ঘোরা, কষ্টকর রজঃ এবং জমাট শোণিত ক্ষরণ।

সল্‌ফর—অজীর্ণ, অর্শ, গুহ্যঅঙ্গ চুলকুনি ও জ্বালা, প্রদর, ঘর্ম্ম ইত্যাদি।

টাবাকম্—মনঃকষ্ট, গা বমি বমি, বুক ধড়ফড়ানি, তাপের ন্যূনতা বোধ ও বল ক্ষয়।

সানগুইনেরিয়া—মাথা ফেটে পড়া, যেন উহার মধ্যে খনন বা ছিদ্র করা হইতেছে এবং ঐ সঙ্গে হঠাৎ মস্তিষ্কে বিদুনি, দপদপানি বিশেষ কপাল, ব্রহ্মতালু এবং ডান দিকে আধিক্য; সপ্তাহ বা অধিক দিন অন্তর মাথা ব্যথা, রগের শির স্ফীত ও ব্যথা, মস্তকের স্থানে স্থানে টাটান; ব্যথা গলায় আরাম্ভ হইয়া ছটা আকারে মস্তকে বিস্তৃত হওয়া, গা বমি বমি ও বমন, তাপ মাথা হতে পাকাশয়ে উপস্থিত, দাহকর তাপ ও এক এক বার শীত ও কাঁপ; শীর পীড়া প্রাতে আরাম্ভ হয়ে, দিবসে ও নড়ায় বৃদ্ধি, কেবল মাত্র স্থির হয়ে শয়নে এবং হয়ত নিদ্রায় সমতা।

ভেরাট, ভি—ঘাড়ে আরাম্ভ হয়ে মাথাধরা, কপাল ব্যথা, ডান রগের শিরশূল বা নিয়ত মাথা ব্যথা ও জ্বর;—মাথা পূর্ণভার ও স্ফীত বোধ, মাথা ঘোরা, ধমনীর দপদপানি, অঘোর, দৃষ্টির ক্ষীণতা, দ্বিত দেখা, পুত্তলি বিস্তৃত, হিক্কা, পরে পিত্ত বমন, নাইয়ের গোড়া কন্‌কনানি, কখন কখন অর্শ।

হেলোনিয়স—জীর্ণ শীর্ণ, প্রাতে মাথাধরা, জিবের আগা ও ধার লাল, মধ্যে সাদা, মাদা ও বিমর্ষ, একা থাকিতে ইচ্ছা, অন্যের বাক্য

ভাল লাগে না এবং অভিপ্রেতের বিপরীত কার্য্য হইলে সহিতে না পারা।

জেল্‌স—স্নায়ু সম্বন্ধিয় শিরপীড়া, ঘাড়ের ঊর্দ্ধে হঠাৎ ব্যথা ধরিয়া সমস্ত মস্তকে বিস্তীর্ণ হওয়া অথবা প্রথম কপালে পরে ঘাড়ে ব্যথা ধরা, দৃষ্টির ক্ষীণতা বা দ্বিত্ব দেখা, চক্ষু মেলিতে কষ্ট বা অল্প ক্ষণমাত্র খুলিয়া রাখিতে সক্ষম, নেসা হওয়ার ন্যায় অঘোর, পাকাশয় ও অন্ত্র খালি ও দুর্ব্বল বোধ এবং যেন পাকাশয় স্থিত কোন পদার্থ গিয়াছে বোধ।

কাক্টস, গ্রা—মাথা ও বদনে অধিক তাপ যেন সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি রহিয়াছে, প্রচণ্ড ও অসহ্যকর মাথা ব্যথা, ব্রহ্মতালু ভারবোধ, মাথার পশ্চাৎ টেনে থাকা, রগ দপদপানি, গলা সঙ্কোচিত হওন বোধ, মাদামায়া, বিমর্ষ, দুর্ব্বল, বেড়াইতে বা কথা কহিতে কষ্ট।

আষ্টিলাগো, মা—অধিক রজঃ ও বহু সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকা, কাল, ও ডেলা ডেলা, ব্রহ্মতালু ও মাথার পার্শ্বদেশে অধিক ব্যথা, মাথাঘোরা, ডান ডিম্বকোষ প্রদেশ জ্বালা।

আকন—রক্ত ঊর্দ্ধুক, মাথাধরা, কাণ মধ্যে ভণ ভণ শব্দ, নাড়ী পূর্ণ ক্ষুদ্র ও দ্রুত, কপাল বা রগ ভার, নড়া ও অল্প শ্রমে যাতনা বৃদ্ধি।

বেল—বদন সরস, গলা ও রগের ধমনীর অধিক স্পন্দন, বুকভার, পাকাশয়ে চাপুনি, কামড়ানি, অধোবেগ, কোমরভার।

কামো—মাথা ছিড়া, টেনেধরা, ঘোরা, দৃষ্টির ক্ষীণতা, বধিরতা, গা কেমন করা, বিশেষ গুরুতর মানসিক উত্তেজনা হইলে, জ্বালা, পাকাশয় ভার, পিত্ত বমন, মধ্যে মধ্যে গা দিয়া ঝাঝ বেরণ, অল্পে চটা, হরিৎ বর্ণের চেহারা।

পডফলম—প্রাতে মাথাধরা, ব্রহ্মতালু উত্তপ্ত ও ব্যথা, রগধরা এবং চাপায় স্বস্তি, হয় মাথাধরা নয় উদরাময়, মাথাঘোরা, চক্ষুর উপর ভাগ ভার, জড়তা, নিদ্রালুতা, কোমর ব্যথা, অর্শ।

আলোস –গরম কালচেটে শোণিত, অন্ত্র বদন ও মস্তকে তাপ, যকৃতের তাপ ও কষ্ঠকর চাপুনি, কোঁতপাড়া ও পৈত্তিকের ভেদ, অর্শ। দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্রুররোগে বিশেষ বাত বা কফাধিক্য ধাতু পক্ষে।

মাগ্নিসা, কা—মধ্যে মধ্যে গা দিয়া যেন ঝাঝ বেরণ, কাপুনি নয় অথচ সমস্ত শরীর মধ্যে রি রি করা।

সেপিয়া—ঝলক ঝলক তাপ, যেন সমস্ত শরীরে গরম জল ঢালা হইতেছে, বদন লাল, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম, পিপাসা, উদ্বিগ্নতা।

প্লাটিনা—দাড়াইলে শর্ষের ফুল দেখা পরে বুক ধড়ফড়ানি ও মাথাধরা, নাকের গোড়া বা রগদ্বয় যেন স্ক্রুপ করা হতেছে, মাথা নত করায় বা নড়ায় বৃদ্ধি, বেড়ান কালিন মাথা ঝনঝন, কাণমধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ, বিশেষ যাহাদিগের রজঃ প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী।

অবস্থা বিবেচনা করিয়া ৩ হইতে ১২ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দিয়া প্রতিকার বুঝিলে দীর্ঘকাল অন্তর এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু দিন বিরাম দেওয়া আবশ্যক।

জ্বরের অবস্থা ছাড়া প্রত্যহ স্নান, সহ্য হয়ত ২ বার করিয়া করিতে পারিলে ভাল হয়, অনুগ্র আহার ও পান, নিয়মিত ব্যয়াম ও নিদ্রা, কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা না হইতে দেওয়া এবং সদা প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা পাওয়া এ সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য।

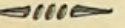

কামাতুরতা।

স্ত্রী পুরুষ ইহারা পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ। কাম ইহাদিগের প্রণয়বন্ধন রজ্জু তদ্দ্বারা উভয়ের সংমিলনে সংসারের সুখসচ্ছন্দতা ও বংশ বৃদ্ধি (বা আপনাদিগের অনুরূপের সৃষ্টি) হইয়া থাকে। এই উভয় জাতির গুণ প্রায়ই স্বতন্ত্র বা বিপরীত দেখা যায়। পুরুষের প্রণয়ের উগ্রতা ও আগ্রহাতিশয় এবং বামার দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব ও অটল ভাব লক্ষিত

হয়। যোষার লজ্জারূপ ভূষণ থাকায় এই পশুবৎ বৃত্তিকে রমণীয় ও পবিত্র করিয়া তুলে। কিন্তু কখন কখন রোগগ্রস্ত হইলে কামিনী লজ্জায় জলাঞ্জলি দেয়। এক কালে বেহায়ার শেষ হইয়া পড়ে। বোধ হয় এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতেরা পুরুষ অপেক্ষা অবলাকে অষ্ট গুণ অধিক কামাতুর কহিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ সংসারের জীব মধ্যে সর্ব্বত্রে পুরুষ জাতিই অধিক ইন্দ্রিয় পরায়ণ। কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই স্ত্রীর সতীত্বই অসাধারণ গুণ এবং ব্যভিচার প্রধান দোষ বলিয়া গণ্য, কিন্তু পুরুষ জাতির পক্ষে কোথায় এরূপ নিয়ম? ইহাই আমাদিগের প্রমাণ স্বরূপ। তদ্ভিন্ন পুরুষই সকল সময়ে রমণীর খোষামোদ ও তাহার নিকট স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করে। যুবতীর তাদৃক্ দশা পাওয়া প্রাকৃতিক নহে, উহা নিশ্চয়ই-রোগের চিহ্ন। সুনিয়মে রাখিয়া যথোচিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাঁহাদিগকে এরূপ অনঙ্গ পীড়িত ও পরিজনের কলঙ্ক স্বরূপ হইতে হয় না। প্রত্যুত উঁহারা কিছুকাল মধ্যে নিরাময় হইয়া কুলের ভূষণ ও গৃহলক্ষ্মী হইয়া কাল কাটাইতে পারেন।

এই ব্যধি দুই প্রকার। একপ্রকারে দিবারাত্র আদিরস ঘটিত চিন্তা, সদা মনে তদ্বিষয়ের আন্দোলন, কিন্তু কার্য্যতঃ দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না, কেবল কাল্পনিক ইন্দ্রিয় সুখভোগে মগ্ন থাকে ও তাহাতেই তৃপ্তিলাভ করে।

দ্বিতীয় প্রকারে বিনা সম্ভোগে কোন রূপেই তৃপ্তি হয় না। এই অবস্থায় কুলনারীগণ এককালে লজ্জা ও ভয়কে বিসর্জ্জন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত করিতেও উদ্যত হইয়া থাকে। এই ব্যাধির বাহুল্য বর্ণনা এস্থলে না করিয়া ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে উপসর্গ সকল বলা হইবেক। এই পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য অঙ্গের প্রদাহ ও উত্তেজনা, জ্বর, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, রাত্রে অস্থিরতা, আদিরস ঘটিত স্বপ্ন ও কাম চরিতার্থ করাইবার ইচ্ছা, মাঝে মাঝে অন্ননালীর আকুঞ্চন ও গিলিতে কষ্ট, উদরাময়, অঙ্গখেচনী

প্রভৃতি উপসর্গ থাকে। ধাতু বিকৃতিই রোগের মূল কারণ। মলাশয়ে ক্ষুদে কৃমি থাকা, আত্মমৈথুন, ঋতু বন্ধ বা উহার গোলমাল ও জরায়ুর যান্ত্রিক পীড়া এই সমস্ত ব্যাধির উদ্দীপক কারণ। রজঃকালীন, গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর ইহা প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু রমণীর ঋতু সম্বন্ধে দুইটী সন্ধিকাল মধ্যে প্রথম প্রকাশ সময়ে এই রোগের আধিক্য হইয়া থাকে। এই দেখিয়াই কি প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা বালার বাল্য পরিণয়ের নিয়ম এরূপ দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন? বস্তুতঃ এ অবস্থায় পতিকে না দিয়া চিকিৎসকের হস্তে বালিকাকে অর্পণ করাই বিধি।

অমুগ্রে দ্রব্য আহার, কঠিন শয্যায় শয়ন, কুভাব মনেতে আসিতে না দেওয়া, ধর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ, ঈশ্বর উপাসনা এবং সুহৃদকে আপন অবস্থা জানান কর্ত্তব্য।

উপসর্গ লক্ষণানুযায়ী ঔষধ দিবে। তাহার সমতা হইলে ধাতু প্রকৃতিস্থ উদ্দেশে ভৈষজ্য দেওয়া উচিত।

ভেরাট—কামাতুরতা বিশেষ আঁতুড়ে অবস্থায়, এবং তৎকালিক রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হওয়া ও অশ্লীল বাক্য ব্যবহার। পিপাসা, ঠাণ্ডা পাণীয়ে প্রয়াস। ঋতু কালীন বা পূর্ব্বে ভেদ বা বমন ও পুরুষ সহবাস ইচ্ছা।

প্লাটিনা—কুমারী বা পতিহীনার কামাতুরতা, পেটে ও গুহ্যদ্বার মুখে সুখকর শড়শড়ানি, বুক ধড়ফড়ানি, বিষ্ঠা কাদার ন্যায় ও মলদ্বারে লেগে থাকা। স্বামী সহবাস ইচ্ছা সহ প্রলাপ।

হাইয়স—প্রবল ইন্দ্রিয় সুখ ইচ্ছা। এক কালে সংজ্ঞাহীন ও বিবস্ত্র হইতে উদ্যত, কাঁপুনী, হো হো করিয়া হাসি।

ফস—নিয়ত সঙ্গম ইচ্ছা। ৭ মাস গর্ব্বিণীর কামাতুরতা সহ পেট খালি ও দুর্ব্বল বোধ ও উহার অভ্যন্তরে কনকন করা। শুষ্ক সরু কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় মল ও উহা কষ্টে ত্যাগ।

নক্স, ভ—গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও আলিঙ্গন ইচ্ছা। রাত্র তিন চারি টার পর নিদ্রাভঙ্গ ও সহবাস স্পৃহা এবং আর ঘুম না হওয়া, মল কঠিন ও লম্বাকৃতি।

সাবিনা—অতিশয় ইন্দ্রিয় উত্তেজনা ও আলিঙ্গনের অনিবার্য্য ইচ্ছা, অধঃকুন্তল হইতে নিতম্ব দেশ সেটে ধরা, গান বাদ্য সহ্য হয় না।

ওরিগেনম, ভ—অল্প বয়স্কার, যুবতীর বা প্রৌঢ়ার বলবতী ইচ্ছা, কোন ক্রমেই উহা নিবৃত্ত করিতে অক্ষম এবং সেই জন্য প্রত্যহ আত্ম মৈথুনে বাধ্য।

মস্কস—জন যন্ত্রের অতিরিক্ত শুড়শুড়নি এবং বলবতী সঙ্গম ইচ্ছা, প্রাচীনারও।

মুরেক্স—অতিশয় সম্ভোগ ইচ্ছা এবং গুহ্য অঙ্গ স্পর্শন মাত্র উন্মত্ত প্রায় অসামাল হওয়া।

ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম—আতুড়ে অবস্থার কামাতুরতা; রজঃ-কালীন বলবতী স্বামী সহবাস ইচ্ছা।

কামাতুরতা—প্রসবের পর (আতুড়ে অবস্থায়) প্লাটিনা, বেল, পল্‌স, সল্‌ফর, ভেরাট, জিংক, ব্রোমাইড অব্ পটাশিয়ম।

কামাতুরতা সহ প্রদর—কাল্কা, মার্ক, পল্‌স, সেপিয়া; কার্বো, চাইনা, কোনাই, গ্রাফাইট, নেট্রম, নক্স, ফস, সল্‌ফর, জিঙ্ক; আগ্নস, লাকেসি, নাইট্রি আ, সিলিসা।

কামাতুরতা—অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়—বেল, প্লাটিনা, ষ্ট্রাম, ভেরাট; লাকেসি, মার্ক, পল্‌স, ফস।

——ও এক কালে নির্লজ্জ হওয়া—হাইয়স, ষ্ট্রাম, ভেরাট; বেল, নক্স, ওপিয়ম, ফস।

——ঋতুকালীন ষ্ট্রাম, হাইয়স, ভেরাট; প্লাটিনা, পল্‌স, সেপিয়া।

——অধিক আত্ম মৈথুন জন্য—নক্স, সল্‌ফর; কাল্কা, কার্বো, চাইনা, মার্ক, নেট্রম, ফস, প্লাটিনা, পল্‌স।

কাম্যতুরতা—ও আত্ম মৈথুনে ইচ্ছা—সল্‌ফর।

——ওজন যন্ত্রের দুর্ব্বলতা—কাল্কা, কোনাই, হাইয়স, গ্রাফাইট, লাকেসি, নেট্রম,ম, ষ্ট্রাম, সল্‌ফর।

——ও গুহ্য অঙ্গের চুলকুনি—কাল্কা, কার্বো, কোনাই, নেট্রম-ম, সেপিয়া, সিলিসা, সল্‌ফর, লাকেসি, মার্ক, নাইট্রি-আ, প্লাটিনা।

——কেবল মাত্র মানসিক—কাল্কা, কার্বো, চাইনা, ফস।

——ও গুহ্য অঙ্গ স্ফীত ও উত্তেজিত হওয়া—প্লাটিনা; কান্থ, নেট্রম-ম, নক্স, ফস, পল্‌স।

ধাতুভাঙ্গা।

যুবতীর স্বামী সহবাস জন্য কখন কখন ধাতু ক্ষরণ ও প্রস্রাবের কষ্ট হয়, লক্ষণানুযাইক নিম্ন ঔষধ ব্যবহার্য্য।

আকন—জননেন্দ্রিয়ের তাপ, ভার ও সেটেধরা এবং সুড় সুড়নী জন্য সদা চুলকুনি, অল্প প্রস্রাব ত্যাগে জ্বালা, জ্বরবোধ।

আর্নিকা—নূতন নূতন সহবাস জন্য গুহ্যদেশ ফুলা, প্রস্রাবকালিন জ্বালা, কখন বা মূত্র নালা অভ্যন্তরে ফুলা জন্য প্রস্রাব বন্দ হওয়া।

কান্থারিস—মূত্র কৃচ্ছ্রতা বা বন্দ ও প্রস্রাব নালীর জ্বালা।

রজঃ পরিবর্ত্তে অপর স্থান দিয়া রক্ত পড়া।

ব্রাই—রজঃ পরিবর্ত্তে মুখ দিয়া রক্তউঠা, কাশী, বুক ব্যথা। নাক দিয়া রক্তভাঙ্গা।

ইপি—রক্ত বমন সহ অতিরিক্ত গা বমিবমি।

সেনেসিও—রজঃ অত্যল্প বা এককালে বন্ধ, রক্তউঠা, কষ্টকর কাশী, জীর্ণ, শীর্ণ, দুর্ব্বল। ক্ষয় রোগগ্রস্ত পক্ষে ইহা এবং ফস বা ফেরম ব্যবহার্য্য।

কলিনসোনিয়া—রজঃ পরিবর্ত্তে মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব। নক্স ও সল্-ফর ইহারাও ব্যবহার্য্য।

হামিমেলিস—অপর ঔষধে রজঃ পরিবর্ত্ত রক্ত বন্ধ না হইলে, অথবা রজঃ পরিবর্ত্তে প্রদর, কুচ্‌কি ব্যথা, প্রস্রাব ত্যাগ কালীন ঝনঝনানি, অর্শ দিয়া রক্তপাত ইত্যাদি।

অষ্টিলেগো, মা—রজঃ পরিবর্ত্তে অন্ত্র ও ফুস্‌ফুস হতে শোণিত ত্যাগ।

অল্প বয়স্থার ঊর্দ্ধ এবং প্রবীণার অধঃ অঙ্গ হইতে রজঃ পরিবর্ত্তে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

যে সকল ঔষধ এই পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদিগের নাম।

নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।
অরিগেনম-ভ বা ওরিগেনম* ...	
আইওডিয়ম	আইড।
আইওডাইড অফ লেড ...	
আকনাইট	আকন।
আকালিফা	
আগ্নস-কাষ্টস	আগ্নস-কা।
আগারিকস-মস্ক	আগাকা, আগারিকস।
আণ্টিমোনিয়ম-ক্রড ...	আণ্টিম-ক্রড।
আণ্টিমোনি-টার্ট ...	আণ্টিম-টার্ট।
আনাকার্ডিম-ওরিয়াণ্ট ...	আনাকার্ড।
আনাথিরম	
আপিস-মেল	আপিস-মে।
আপোসাইনম-কান ...	আপোসাই, আপসাই।
আমোনিয়ম-কার্ব্ব... ...	আম-কা।
আমোনিয়ম-মিউরিয়াট ...	আম-ম।

* ভ্রম বশতঃ কোথায় বা প্রথম, কোথায় দ্বিতীয় প্রকারে এক ঔষধ বানান করা হইয়াছে ইহারা দুই এক ঔষধ জানিবা। অন্যত্রে (*) চিহ্ন দিয়া লিখিত থাকিলে উহারা এক দ্রব্য জানিবা।

আমোনিয়াকম	... ...	
আম্ব্রা	... ...	আম্ব্র।
আরেলিয়া	... ...	
আর্নিকা-মণ্টানা	... ...	আর্নিকা।
আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম	...	আর্জেণ্ট-না।
আর্সেনিকম-আলবম	...	আর্স।
আলাট্রিস	... ...	
আলুমিনা	... ...	আলুমি।
আলোস গমি	... ...	আলোস।
আষ্টিলেগো, বা আষ্টিলেগো*	...	
আসারম ইউরোপ	... ...	আসার।
আসাফাটিডা	... ...	আসাফ।
আস্‌ক্লেপিয়স	... ...	আস্‌ক্লেপি।
ইউপাটরিয়ম-পার্প	...	ইউপাট-পার্প।
ইউফরবিয়ম-অফিস	... ...	ইউফর।
ইউফ্রেসিয়া অফিস	...	ইউফ্রেসিয়া।
ইগ্নেসা-আমারা	... ...	ইগ্নেসা।
ইপিক কুইয়নিহা	... ...	ইপি।
ইরিজিরন	... ...	
ইলাম্প	... ...	
এসকুলস্ এসকুইলস্*	...	
ওপিয়ম	... ...	ওপি।
ওলিয়ম এনিমল	... ...	ওলিয়ম-আ।
ওলিয়ম-কা	... ...	
ককুলস-ইণ্ড	... ...	ককু।
কফিয়া-ক্রুড	... ...	কফি।

কলসিন্থিস	... ...	কলসি।
কলিন্‌সনিয়াকাল	... ...	কলিন্স।
কাষ্টসগ্রাণ্ডফ্লোরা	... ...	কাষ্টস-গ্রা।
কানাবিস-সা	... ...	কানাবিস।
কান্থরিস	... ...	কান্থ।
কাপ্সিকম-আ	... ...	কাপ্স।
কামোমিলা	... ...	কামো।
কার্বো-ভেজিট	... ...	কার্বো।
কার্ব্বো-আনিমাল	... ...	কার্ব্বো-আ।
কাল্কারিয়া কার্ব্ব	... ...	কাল্কা।
কাল্কারিয়া ফস	... ...	কাল্কা-ফ।
কালী-কার্ব্ব	... ...	
কালী-নাই	... ...	
কালী-বাই	... ...	
কালী-ব্রো	... ...	
কালী-হা	... ...	
কাষ্টিকম	... ...	কাষ্টিক।
কাষ্ঠরিয়ম কাষ্টোবিয়ম	...	
ক্রিয়োসট	... ...	ক্রিয়োস।
কুপ্রম	... ...	
কোকস-কা	... ...	
কোনাইয়ম	... ...	কোনাই।
কোপেভা	... ...	
ক্রোকস	... ...	
ক্রোটন	... ...	
গমি-গটি	... ...	গমি।

গসিপম ... ...

গ্লোনোইন গ্লোনাইন* ...

গ্রাফাইট ... ...

চাইনা ... ...

চিমাফিলা ... ...

চেলিডনিয়ম-মে ... ... চেলিডন।

জাম্বুজিফলম-ফ, জাম্বুফসিলম ... জাম্বু।

জিঙ্ক ... ...

জিজিয়া ... ...

জিনজিবর ... ...

জেল্‌স মিনম ... ... জেল্‌স।

টাবাকম টাবাক* ...

টার্ট-এম (অপর নাম আণ্ট-টার্ট)

টিউক্রম ... ...

ট্রিলিয়ম-পেণ্ড ... ...

টিলিয়া-ইউরোপ ...

ডল্কামারা ... ... ডল্কা।

ডিজিটালিস ... ... ডিজিট।

ড্রোসিরা ... ... ড্রোস।

খুজা-অক্স ... ... খুজা।

থাস্পি-পা ... ...

নক্স-জগ্লান্স ... ... নক্স-জ।

নক্স ভমিকা ... ... নক্স।

নক্স মশ্চাটা ... ... নক্স-ম।

নাইট্রস ... ...

নাইট্রিক আসিড ... নাইট্রি-আ।

ন্যাবুলস-সা ...	...	
নেট্রম-কা ...	...	
নেট্রম-ম ...	...	
নেট্রম-স ...	...	
পড ফলম ...	...	পডফ পড।
পল্‌সেটিলা ...	...	পল্‌স।
পল্‌সটিলা-ন ...	...	পল্‌স-ন।
প্লম্বম ...	...	
প্রুনস ...	...	
পালাডিয়ম ...	...	
প্লাটিনা ...	...	
পিট্রোলিয়ম ...	...	পিট্রোল।
ফসফরস ...	...	ফস।
ফসফরিক-আসিড	...	ফস-আ।
ফস-ফে ...	...	
ফাইটোলাকা-ডি	...	
ফেরম-আর্সেনেট ...	...	ফেরম-আ।
ফেরম-মেটাল ...	...	ফেরম-মে।
বারাইটা ...	...	
বার্ব্বেরিস ভল্গ...	...	বার্ব্ব।
বিসমথ ...	...	
বেলাডোনা ...	...	বেল।
বেঞ্জয়িক আসিড	...	বেঞ্জ-আ।
বোভিষ্টা ...	...	
ব্রোমাইন ...	...	
ব্রোমাইড অফ পটাস	...	

বোরাক্স ...	...	
ভিন্‌কা ...	...	
ভেরাট আলবম	...	ভেরাট-আ।
ভেরাট ভিডিগ্রিস	...	ভেরাট-ভি।
ভেলিরিয়ন ...	...	
মস্কস ...	...	
মার্করি করসিফ	...	মার্ক-কর।
মার্করি-ভাইভস	...	মার্ক-ভা।
মার্করি-সল ...	...	মার্ক-স।
মাক্রটিন, মাক্রোটিন*	...	
মান্‌গেনম ...	...	মান্‌গ।
মাগ্নিসা কার্ব্ব ...	...	মাগ্নিসা-কা।
মাগ্নিসা-মর ...	...	মাগ্নিসা-ম।
মাগ্নিসা সল্‌ফ ..	...	মাগ্নিসা-স।
মিউরিয়াটিক আসিড	...	মিউরি-আ, মর-আ।
মুরেক্স ...	...	
মেজেরিয়ম ...	...	মেজের।
মেলি ফোলিয়ম...	...	
রস টক্স ...	...	রস।
রাটানিয়া ...	...	রাটান।
রুটা ...	...	
রোডডেনড্রন-ক্রি	...	রোডেন, রড*।
লাইক পডিয়ম...	...	লাইক।
লাচলাস্থিস ...	...	লাচলাস্থ্।
লাকেসিস ...	...	লাকেসি।
লারোসিরেসস...	...	লারোসি।

লিলিয়ম-টি ...	...	
লেডম-পে ...	...	
লেপ্টান্ড্রা ...	...	
লোবেলিয়া-ইন	...	লোবেলিয়া লোবেলা* ।
ষ্টানম ...	...	
ষ্টাফিসিগ্রিয়া...	...	ষ্টাফিসি ।
ষ্ট্রণ্টিয়ানা-কা ...	...	ষ্ট্রণ্টি ।
ষ্ট্রামনিয়ম ...	...	ষ্ট্রাম ।
স্পঞ্জিয়া-টো ...	...	স্পঞ্জ ।
সল্‌ফর ...	...	
সল্‌ফুরিক আসিড	...	সল্‌ফ-আ ।
সাইক্লেমেন ...	...	সাইক্লে ।
সানগুইনেরিয়া-কান	...	সানগুই ।
স্পাইজিলিয়া ...	...	স্পাইজি ।
সাবাডিলা ...	...	সাবাড ।
সাবিনা ...	...	
সাম্বেকস ...	...	
সার্সাপারিলা ...	...	সার্সা সাস* ।
সিকেল কর্ণ ...	...	সিকেল ।
সিকুটা-ভি ...	...	সিকুটা ।
সিনেমোনিয়ম ...	...	সিনেমম ।
সিমিসি ফিউজা	...	সিমিসি ।
সিলিসা ...	...	
সেনেসিও ...	...	
সেপিয়া-সক ...	...	সেপিয়া ।
হাইয়সিমস-নাই	...	হাইয়স ।

হাইড্রাসটিস কান	...	হাইড্রাসটিস।
হাইপাবিকম ...	...	
হাইপো ফস্‌ফেট অব লাইম	...	
হামেমিলিস-ভার্জিনিকা	...	হামিমেলিম হামে মেলিস* হামে মালি
হিপর সল্‌ফর ...		হিপর।
হিপোমেন ...	....	
হেডোমা-প, হিডিওমা	...	
হেলোবোরস-নাই	...	হেল।
হেলোনিয়স ...	...	

144
26.2.54.